মাসুদ রানা

দুরভিসন্ধি

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী

মাসুদ রানা

দুরভিসন্ধি

কাজী আনোয়ার হোসেন

চিলির রাজধানী সান্তিয়াগোর শান্তি হঠাৎ করেই বিঘ্নিত হলো। লা পাইটাস ও সিআইএ একটা অভ্যুত্থান ঘটিয়ে সরকারকে উৎখাত করবে, বেড়াতে এসে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িয়ে গেল মাসুদ রানা। রুশ বাণিজ্যমন্ত্রী ভ্লাদিমির বেলায়েভকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। কিন্তু বেলায়েভ যে সুযোগ পেলেই আক্রমণ করে বসছে রানাকে। এমন উভয় সংকটে জীবনে কখনও পড়েনি রানা।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ISBN 984-16-7642-7

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ২০০৭

রচনা বিদেশি কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ বিদেশি ছবি অবলম্বনে
ভিক্টর নীল

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন ৮৩১ ৪১৮৪
মোবাইল: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি পি. ও বক্স ৮৫০
E-mail: sebaprok@citechco.net

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭১৮-১৯০২০৩

Masud Rana
DURABHISHANDHI
MRITYUPATHER JATRI
Two Thriller Novels
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

সাতচল্লিশ টাকা

দুরভিসন্ধি

প্রথম প্রকাশ: ২০০১

এক

সান্টিয়াগোর শান্তি হঠাৎ করেই বিঘ্নিত হলো। বলা নেই কওয়া নেই রাত চারটের সময় রাস্তায় নেমে এল সেনাবাহিনী।

দক্ষিণ আমেরিকার আর সব রাজধানীর মতই সান্টিয়াগো বিশাল শহর ঝাঁক ঝাঁক আকাশ ছোঁয়া দালান দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত; যেন কাঁচ, কংক্রিট আর ইস্পাতের জঙ্গল। চিলিতে এখন কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায়, তা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য বজায় রেখে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা চালু রাখা হয়েছে। কিন্তু কমিউনিস্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো জনপ্রিয়তার অভাবে এই সুযোগ গ্রহণে উৎসাহী নয়, নেতারা সবাই আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে, যে-কোনও ছুতোয় কর্মীদেরকে দিয়ে সরকারী প্রতিষ্ঠান ও যানবাহন ভাঙচুর করাতেই তারা বেশি তৎপর।

চিলির জনসংখ্যা দেড় কোটি, তার মধ্যে বিশ লাখই বাস করে রাজধানীতে। দেশটা যেন সরু একটা ফিতে, সবচেয়ে চওড়া অংশ আড়াইশো মাইলের বেশি নয়; কিন্তু লম্বায় দু'হাজার ছয়শো পঞ্চাশ মাইল, মহাদেশের পশ্চিম উপকূল অর্ধেকটাই দখল করে রেখেছে।

রাজধানীর সবচেয়ে চওড়া অ্যাভিনিউয়ে দাঁড়িয়ে আছে বাইশতলা ফাইভ স্টার হোটেল হিলটন ইন্টারন্যাশনাল। হোটেলের চারতলায় একটা স্যুইটে ঘুমাচ্ছে মাসুদ রানা। অনেক রাত করে শুয়েছে, সকাল আটটার আগে ঘুম ভাঙার কথা নয়। ভূমিকম্পে বাইশতলা হিলটন কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে, এরকম একটা দুঃস্বপ্ন দেখে ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল ও। কর্কশ ঘরঘর আওয়াজ শুনে দুঃস্বপ্নটাই সত্যি বলে মনে হলো। লাফ দিয়ে খাট থেকে কার্পেটে নামল, অনুভব করল বিল্ডিংটা কাঁপছে। আতঙ্কিত হয়ো না, নিজেকে সাবধান করল রানা। দশ সেকেন্ড চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে শব্দটার প্রকৃতি ও উৎস আন্দাজ করতে চাইল। স্লীপিং গাউনটা গায়ে ভাল করে জড়িয়ে ফ্রেঞ্চ উনইন্ডোর দিকে এগোল। কর্কশ ঘরঘর আওয়াজ নীচের রাস্তা থেকে আসছে।

ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে নীচে তাকাতে বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়ল রানা। দু'দিকের রাস্তা যতদূর দেখা যায় মিলিটারি হার্ডওয়্যারের গুরু-গম্ভীর প্রদর্শনী শুরু হয়ে গেছে। সবুজ রঙের খোলা ট্রাক বহরে মেশিন গান। রাস্তার একপাশ দিয়ে দ্রুতবেগে ছুটছে ওগুলো। পিছনে রয়েছে এক সারিতে দশ-বারোটা ভ্যান, প্রতিটিতে এলএমজি হাতে ত্রিশজন করে সৈনিক। এক ঝাঁক ট্রাকে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান। হিলটনকে পাশ কাটাচ্ছে ট্যাংকের পুরো একটা বহর।

হোটেলের সামনে দুটো ট্রাক দাঁড়িয়ে পড়ল। সৈনিকরা বালির বস্তা নামাচ্ছে। সেগুলো সাজিয়ে দ্রুত অর্ধবৃত্তাকার শেলটার তৈরি করা হলো, ভেতরে মেশিন গান

হাতে পাজিশন নিল সৈনিকরা। রাস্তার আরেক পাশ দিয়ে ছুটে চলেছে সবুজ রঙের সামরিক জীপ। তারপর সনিক বুম শোনা গেল, থরথর করে কেঁপে উঠল হিলটন, ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল অনেকগুলো জানালার কাঁচ। সাউন্ড ব্যারিয়ার অতিক্রম করে মাথার ওপর দিয়ে ছুটে গেল কয়েকটা ফাইটার প্লেন।

বেডরুমে ফিরে এসে রেডিও অন করল রানা। সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলে নিশ্চয়ই তা ঘোষণা করা হবে। কিন্তু চিলির রেডিও স্টেশন খোলেনি। বিবিসি ধরল ও। না, চিলির কোনও খবরই নেই টিভি অন করেও কোনও লাভ হলো না, স্টেশন বন্ধ।

গা থেকে স্লীপিং গাউন খুলে সুটকেস থেকে বের করে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরল রানা। বালিশের তলা থেকে ওয়ালথার বের করে মেকানিজম চেক করল, তারপর শার্টের ওপর শোল্ডার হোলস্টার পরে পিস্তল ভরল তাতে। কাপড় পরা শেষ হয়নি, ইন্টারকম অন করে রিসেপশনের সঙ্গে যোগাযোগ করল ও। আরেকটা ট্যাংক বহর হিলটনকে পাশ কাটাচ্ছে, কর্কশ ঘরঘর আওয়াজে কান পাতা দায়, কথা বলার সময় চিৎকার করতে হচ্ছে 'কী ঘটছে জানেন কিছু?' রিসেপশনিস্ট মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল ও।

'প্লীজ, স্যার– ফ্লোর নাম্বার আর রুম নাম্বার দিন, লিখে নিচ্ছি আমি,' জবাব দিল রিসেপশনিস্ট। 'একটু পর ম্যানেজার নিজেই আপনার সঙ্গে কথা বলবেন।'

বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে জ্যাকেট-ট্রাউজার আর জুতো-মোজা পরে তৈরি হচ্ছে রানা। ভাবছে, বেড়াতে এসে ফেঁসে গেলাম নাকি? তবে উদ্বেগের চেয়ে বিস্ময়টাই অনুভব করছে বেশি। স্বীকার করতে হলো, নিজেকে একটু বোকা বোকাও লাগছে। সোহেল কি তা হলে জানত এখানে কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে? সব জেনেও ওকে কিছু বলেনি?

গত তিনটে দিন সান্টিয়াগোতে মৌ-লোভী মৌমাছির ভূমিকায় দেখা গেছে রানাকে। অভিজাত রেস্তোরাঁ আর বারে পানাহার সেরেছে, রেসকোর্স ময়দানে ওপেন কনসার্ট শুনেছে, কালোবাজার থেকে টিকিট কিনে ফ্যাশন শো দেখেছে, স্পীডবোর্ড ভাড়া করে ঘুরে এসেছে হুয়ান ফার্নান্ডেজ দ্বীপ থেকে, সাংস্কৃতিক সফরে আসা রুশ ব্যালেরিনাদের ডিনার খাইছে, তাদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটিকে নিয়ে ভালপারাইসো সৈকতে গেছে প্রশান্ত মহাসাগরে সূর্যের ডুব দেয়া দেখতে, এমন কী পূর্ব-ইউরোপ থেকে সাঁতার প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে আসা জলপরীদের সঙ্গে হিলটনের সুইমিং পুলে মনের মাধুরী বিনিময়ের সুযোগটাও হাতছাড়া করেনি। কিন্তু কই, কেউ তো ওকে বলেনি চিলির রাজনৈতিক পরিস্থিতি ঘোলাটে, সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করতে পারে! এত সব ব্যস্ততার মধ্যেও দেশ থেকে আসা বাণিজ্য প্রতিনিধিদলের নেতার সঙ্গে লোক-দেখানো বৈঠকে বসতে হয়েছে ওকে। ওই বৈঠকের সূত্রেই আলাপ হয়েছে চিলির কমিউনিস্ট সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে, তাঁদের মধ্যে অন্তত দু'জন সাবেক মেজর জেনারেলও ছিলেন। কিন্তু না, তাঁরা কোনও আভাস তো দেনইনি, এমন কী তাঁদের আচরণ দেখেও রানার মনে কোনও সন্দেহ জাগেনি। ব্যাপারটা বিস্ময়কর নয়? এত বড় একটা ঘটনা ঘটবে, অথচ আগে

থেকে কেউ কিছু জানবে না? জানবে শুধু বিসিআই বা সোহেল?

এক মাসের দীর্ঘ ছুটি পেয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় বেড়াতে এসেছে রানা। কিন্তু কী কারণে বলতে পারবে না, শুরু থেকেই ব্যাপারটা একঘেয়ে লাগছিল। ছুটি পেয়ে দেশের বাইরে এলে সব সময় মনে একটা ভয় থাকে, এই বুঝি অফিস থেকে ছুটি বাতিলের নোটিশ এল। এবার উল্টোটা ঘটেছে। ব্রাজিল আর উরুগুয়ে হয়ে ফকল্যান্ড আসার পর একঘেয়েমি এতটাই পেয়ে বসল, ভাবল দেশে ফিরে যাবে কিনা। পোর্ট স্ট্যানলির একটা হোটেলে ওঠার পর একবার ইচ্ছা হয়েছিল ঢাকায় ফোন করে প্রাণপ্রিয় শত্রু সোহেলকে জিজ্ঞেস করে, ওকে কোনও কাজ দেয়া যাবে কিনা। এই সময় যেন অলৌকিক ব্যাপার, সোহেলই ওকে ফোন করল। মনে মনে রোমাঞ্চ অনুভব করল রানা। নিশ্চয়ই কোনও ইমার্জেন্সি দেখা দিয়েছে! আহ্, একটা অ্যাসাইনমেন্ট পাওয়া গেলে একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচা যায়।

'তুই শালা ছুটিতে বেরিয়ে ডজন ডজন মেয়ের সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করে বেড়াচ্ছিস, আর এদিকে আমরা ফাইলওঅর্ক করতে করতে দম বন্ধ হয়ে মারা যেতে বসেছি,' আলাপটা এভাবে শুরু করল সোহেল, মাঝখানে এসে জানতে চাইল, 'তুই কি ফকল্যান্ড থেকে আর্জেন্টিনা যাবি, নাকি চিলিতে?'

রানার পাল্‌স রেট বেড়ে গেল। কোথাও কি কিছু ঘটেছে বা ঘটবে? 'কেন, তুই জানতে চাওয়ার কে?'

'না, এমনি কৌতূহল হলো তাই জিজ্ঞেস করছি,' ফোনের অপরপ্রান্তে যতটা সম্ভব নির্লিপ্ত মনে হলো সোহেলকে। 'আমি জানি আর্জেন্টিনায় যাবার ভিসা আছে তোর। কিন্তু পাওয়া কঠিন বলে চিলিতে যাবার ভিসার জন্যে তুই অ্যাপ্লাইই করিসনি।'

'জানিসই যখন তা হলে আবার জিজ্ঞেস করছিস কেন চিলিতে যাব কিনা?'

'বাদ দে,' বলল সোহেল। 'তুই এরকম জেরা করবি জানলে প্রসঙ্গটা তুলতাম না। তা ফকল্যান্ড থেকে কোথায় যাবি লন্ডন অফিসকে সেটা জানাতে ভুলবি না, ঠিক আছে?'

'আমি হয়তো দেশে ফিরে যাব,' ম্লান সুরে বলল রানা।

'সে কী রে! কেন?' সোহেল অবাক।

'এবারই প্রথম বুঝতে পারছি, পাওনা থাকলেই ছুটি নিতে নেই। বেড়াতে আমার একদম ভাল লাগছে না। তারচেয়ে ঢাকায় ফিরে তোদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারলে সময়টা অনেক ভাল কাটত।'

'আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে হলে ঢাকায় নয়, লন্ডনে আসতে হবে তোকে,' বলল সোহেল।

'লন্ডনে? তুই কি লন্ডন থেকে ফোন করছিস?' রানা অবাক।

'হ্যাঁ।'

'কেন?' জানতে চাইল রানা। পাল্‌স্ রেট স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল, আবার একটু বাড়ল। জরুরী কোনও কাজ না থাকলে সোহেল তো লন্ডনে আসবে না।

'লন্ডনে এসেছি তামা বেচতে,' বলল সোহেল।

'তামা... ওরে শালা, ইয়ার্কি মারার জায়গা পাও না!'

'দুর্ধর্ষ ফিল্ড এজেন্টদের নিয়ে এই এক ফ্যাসাদ,' সোহেলের কণ্ঠ থেকে রাজ্যের কৃত্রিম বিরক্তি ঝরে পড়ল। 'তারা ভুলে যায়, বাংলাদেশ ট্রেড সিন্ডিকেট নামে একটা ফ্রন্ট আছে বিসিআই-এর। ওই ফ্রন্ট বা কাভার বিশ্বাসযোগ্য রাখার স্বার্থে মাঝে মধ্যে ব্যবসায়িক তৎপরতাও আমাদের দেখাতে হয়।'

'পাবি কোথায় যে তামা বেচবি?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বাংলাদেশে কি তামার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে?'

এরপর একটা গল্প শোনাল সোহেল। দেশ জুড়ে চিলিতে অসংখ্য খনি আছে, ঠিকমত আহরণ করা গেলে দুনিয়ার অর্ধেক তামার চাহিদা ওরাই মেটাতে পারে। কিন্তু নির্বাচনে জিতে কমিউনিস্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর সোভিয়েত রাশিয়ার পরামর্শে ধনতান্ত্রিক দেশগুলোয় তামা বিক্রি বন্ধ করে দেয়া হয়। সেই থেকে শুধু রাশিয়াই চিলির তামা কিনছে, তাও বাজারদরের চেয়ে অনেক কম দামে। তারপর ধীরে ধীরে জানা গেল, কম দামে কিনে চিলির তামা বিদেশে অনেক বেশি দামে রফতানি করছে রাশিয়া। মুখে তারা বলছে বটে যে শুধু কমিউনিস্ট দেশগুলোতেই রফতানি করছে, কিন্তু গোপন সূত্রে চিলি সরকার জানতে পেরেছে কথাটা সত্যি নয়, কমিউনিস্ট বিরোধী পুঁজিবাদী অনেক দেশেও তাদের তামা বিক্রি করছে রাশিয়া। এভাবে কয়েক বছর কাটার পর সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, চিলির তামা তারা নিজেরাই আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রি করবে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক দেশে বিক্রি করা যাবে না, এই নীতি আগের মতই বহাল থাকল। কমিউনিস্ট নয়, আবার কমিউনিস্ট বিরোধীও নয়, সম্ভাব্য ক্রেতা হিসেবে পাবার জন্যে এরকম রাষ্ট্র খোঁজা শুরু হলো গোপনে। খবর পেয়ে বাংলাদেশের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় যোগাযোগ করল চিলি সরকারের সঙ্গে। চিলি সাড়া দিয়েছে, তারই সূত্র ধরে সান্টিয়াগোর পথে রয়েছে বাংলাদেশ সরকারের একটা বাণিজ্য প্রতিনিধি দল। ওদিকে, তামা ক্রয় চুক্তি নবায়ন করার জন্যে সোভিয়েত রাশিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী ভ্লাদিমির বেলায়েভও আসছেন চিলিতে।

রানা জানতে চাইল, 'এ ভদ্রলোক কে? আমি তো জানি ভ্লাদিমির বেলায়েভ কেজিবি-র অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর। দু'জন কি আলাদা ব্যক্তি?'

সোহেল বলল, 'না, আলাদা নন, একই ব্যক্তি। কেজিবি থেকে সরিয়ে এনে ভদ্রলোককে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে।'

'এরকম তো সাধারণত ঘটে না,' বলল রানা। 'ভেতরে কোনও রহস্য বা গোলমাল আছে নাকি?'

'শুনেছি কেজিবি চীফ ম্যাক্সিম বুখারিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিল না,' বলল সোহেল।

রানা বলল, 'কিন্তু আমি যতটুকু জানি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হলেও, বেলায়েভই কেজিবিকে চালাচ্ছিলেন। এরপর তারই তো চীফ হবার কথা ছিল। সিআইএ তার হাতেই সবচেয়ে বেশি মার খেয়েছে। চীফ হতে পারলেন না, উল্টে চাকরি চলে গেল?'

'এ-সব অপ্রাসঙ্গিক বিষয়,' বলল সোহেল। 'আসল বিষয় হলো, বাংলাদেশে

তামার যে চাহিদা তার চেয়ে একহাজার গুণ বেশি কিনতে চাওয়া হবে। আমি লন্ডনে এসেছি, চাহিদার অতিরিক্ত যে তামা পওয়া যাবে তা আন্তর্জাতিক বাজারে বেচার লাইন করতে।'

'তো বেনিয়া দোস্ত, চিলিতে আমাকে কেন পাঠাতে চাইছিস খুলে বললে হয় না?'

'পাগল নাকি!' সোহেল বিরক্তিসূচক আওয়াজ করল। 'কে বলল আমি তোকে চিলিতে পাঠাতে চাইছি? হ্যাঁ, তোর ছুটি বাতিল করার ক্ষমতা আমার আছে বটে, কিন্তু এতটা পাষাণ আমি কী করে হই যে দুনিয়া জুড়ে প্রেম করে বেড়ানোর সুযোগটা থেকে বন্ধুকে আমি বঞ্চিত করব?'

'দেখ, সোহেল, প্যাঁচ কষবি না! সত্যি করে বল তো...

'বুঝতে পারছি, অ্যাসাইনমেন্ট পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে আছিস,' রানাকে থামিয়ে দিয়ে বলল সোহেল। 'কিন্তু, সরি, দোস্ত। তোকে দেয়ার মত কোনও কাজ আমার হাতে সত্যি নেই।'

'তা হলে আমি বরং দেশেই ফিরি,' বলল রানা, হতাশায় রীতিমত মুষড়ে পড়ার অবস্থা।

'ওরা এখন আর্জেন্টিনায় রয়েছে, বুঝলি।'

'ওরা? ওরা কারা?' রানা অবাক।

'কী আশ্চর্য, এতক্ষণ তা হলে কী বললাম? ওরা মানে আমাদের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা। দলে একজন প্রতিমন্ত্রীও আছেন। এখন থেকে পাঁচ ঘণ্টা পর ওদের সান্টিয়াগো ফ্লাইট...

রানা খেপতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। 'এ-সব আমাকে শোনাবার মানে কী?'

'চিলির ভিসা পাওয়া খুব কঠিন,' বলল সোহেল। 'কিন্তু তুই যদি প্রতিনিধিদলের একজন হয়ে ওদের সঙ্গে যাস, ভিসার ব্যবস্থা করা পানির মত সোজা হয়ে যাবে। আমি তোকে যেতে বলছি না, তবে শুনেছি চিলির মেয়েরা নাকি তোর মত বাজে চরিত্রের প্লেবয় পেলে একেবারে হামলে পড়ে...'

কিন্তু রানাও কি কম যায়! হঠাৎ নির্লিপ্ত হয়ে উঠে বলল, 'ধন্যবাদ। তবে, নাহ্, দোস্ত! আসলে, বিলিভ মি, এই প্লেবয় ভূমিকাটাই আমার একঘেয়ে লাগছে। আমি দেশেই ফিরব।'

'ভূতের মুখে রাম নাম? এ-ও আমাকে বিশ্বাস করতে বলিস?' গলা ছেড়ে হেসে উঠল সোহেল। 'তা হলে সেই কথাই রইল, কেমন? আমি ওদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে তুই যাচ্ছিস। ওরা বুয়েনস আইরেসে আছে, হোটেল ইন্টারকনে।' বিনা নোটিসে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল সে।

কান থেকে নামিয়ে একদৃষ্টে রিসিভারের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। পরস্পরের সঙ্গে কৌতুক করা ওদের দুই বন্ধুর পুরানো অভ্যাস। এমন কী গুরুত্বর সংকট নিয়ে প্র্যাকটিকাল জোক করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ব্যাপারটাকে হালকাভাবেই নিল ও। ধরে নিল চিলিতে কিছু ঘটেনি বা ঘটবে না।

সনিক বুম হিলটনকে আরেকবার ঝাঁকি দিতেই বর্তমানে ফিরে এল রানা।

ভাবল, সোহেলের কথাটা যদি ফেস ভ্যালুতেই নিয়ে থাকি, তা হলে এই মুহূর্তে আমি সান্টিয়াগোতে কেন?

ইন্টারকম পিপ্ পিপ্ করে উঠল। রিসিভার তুলল রানা। 'ইয়েস?'

অপরপ্রান্তে হিলটনের ম্যানেজার। বললেন, 'অসময়ে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটল, সেজন্যে সত্যি আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী, মি. মাসুদ রানা। বুঝতেই পারছেন, কেউ আমরা জানি না কী ঘটছে। তবে চিন্তার কিছু নেই, সম্মানিত বোর্ডারদের নিরাপত্তার দিকটা অবশ্যই আমরা দেখব। সরকারী ঘোষণা না পাওয়া পর্যন্ত কেউ আপনারা হোটেল ছেড়ে বাইরে বেরুবেন না, প্লীজ হোটেলের সমস্ত সার্ভিস চালু আছে, আপনার যদি কিছু লাগে জানাতে দ্বিধা করবেন না।'

'ধন্যবাদ,' বলে লাইন কেটে দিল রানা, তারপর রুমসার্ভিসকে ডেকে কফি চাইল।

ইন্টারকমের রিসিভার মাত্র নামিয়ে রেখেছে, পাশ থেকে বেজে উঠল টেলিফোন। ওটার দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল রানা, তিনবার রিঙ হবার পর রিসিভার তুলল। 'হ্যালো?' ভাবল, ইন্টারকন থেকে নিশ্চয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফোন করেছেন।

কিন্তু না। অপরপ্রান্ত থেকে সোহেলের গলা ভেসে এল। 'ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই, রানা। স্রেফ সামরিক মহড়া। কাগজ-কলম আছে তো? নোট নে।'

টেবিলে, টেলিফোনের পাশেই, রাইটিং প্যাড আর বলপয়েন্ট রয়েছে। 'কীসের নোট?' ওগুলো টেনে নিয়ে জানতে চাইল রানা।

'দুটো পাসওয়ার্ড লেখ,' বলল সোহেল। 'এক– আকাশে এত চিল, প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট করবে না তো? এটা তুই বলবি। সে-ই প্রয়োজনে তোর সঙ্গে যোগাযোগ করবে– এয়ারফোর্সের একজন পাইলট। তার জবাব হবে– অ্যাক্সিডেন্ট করলে প্লেন হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা প্যারাসুট নিয়ে নিরাপদেই নামতে পারব। লিখেছিস?'

'হ্যাঁ। কিন্তু এরকম হেঁয়ালি করার মানে কী...?'

'এবার দ্বিতীয় পাসওয়ার্ড। তোর কনট্যাক্ট একজন মেজর জেনারেল। তিনি নিজের পরিচয় দেবেন এভাবে– টোকা দিয়ে তোর কোটের ধুলো ঝাড়বেন, তারপর বলবেন, এত সুন্দর কাটিং, টেইলর মাস্টারের ঠিকানাটা বলবেন, প্লীজ? তোর জবাব হবে– সরি, ভদ্রলোক মারা গেছেন। লিখেছিস?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'এবার বল...'

'কথা নয়, কোনও প্রশ্ন নয়, চুপচাপ শুনে যা শুধু,' বলল সোহেল। 'আমার পাশে জেনারেল ম্যাক্সিম বুখারিন বসে রয়েছেন...'

'জেনালের বুখারিন? কেজিবি চীফ?' রানা প্রায় বিহ্বল হয়ে পড়ল। 'মানে? তুই কি মস্কোয়?'

'হ্যাঁ, কেজিবি হেডকোয়ার্টারে। প্লীজ, রানা, কোনও প্রশ্ন নয়। জেনারেল বুখারিন বলছেন, তোকে তাঁর একটা অনুরোধ রাখতে হবে। ঢাকা ছাড়ার আগে তোর সুটকেসে একটা বুলেটপ্রুফ ভেস্ট ছিল, তাই না? বুখারিন জানেন ওগুলো আমরা বিশেষ অর্ডার দিয়ে বানিয়েছি, বুলেট ঠেকাতে ওই ভেস্টের কোনও জুড়ি

নেই। তিনি তোকে অনুরোধ করছেন, ভ্লাদিমির বেলায়েভকে তুই ওটা ধার দিবি। ব্যক্তিগতভাবে তোকে নিশ্চিত হতে হবে ওটা তিনি পরেছেন।'

'বেলায়েভকে ধার দেব? আমার ভেস্ট? কিন্তু কেন?'

'তোর সম্ভাব্য প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর ধীরে ধীরে তুই নিজেই জেনে নিতে পারবি,' বলল সোহেল। 'যতই বলা হোক নিরাপদ, আসলে মস্কোর কোনও লাইনই হানড্রেড পার্সেন্ট নিরাপদ নয়। কাজেই সব কিছু আমি ব্যাখ্যা করতে পারছি না। ভ্লাদিমির বেলায়েভ আজ সকালে সান্টিয়াগো পৌঁছবেন। তাঁকে ব্যাপারটা জানানো হয়েছে, আশা করছি তিনিই তোর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। গুড বাই, মাই ফ্রেন্ড, অ্যান্ড গুড লাক।' লাইন ডেড হয়ে গেল।

কফি খেয়ে ভেস্টটা ব্রিফকেসে ভরল রানা। তারপর আবার পরে নিল জ্যাকেট। আরেকবার ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে নীচে তাকাতে দেখল চওড়া অ্যাভিনিউয়ের আরও তিন জায়গায় বালির বস্তা দিয়ে গান শেলটার তৈরি করা হয়েছে। রাস্তায় ট্যাংক বা সামরিক যানবাহনের মিছিল আগের মতই সচল। ইতিমধ্যে পাহাড়ের মাথার ওপর আকাশ পরিষ্কার হতে শুরু করেছে। দূরে দেখা গেল এক ঝাঁক হেলিকপ্টার গানশিপ উড়ে যাচ্ছে। শুধুই সামরিক মহড়া? বিশ্বাস করা কঠিন।

স্যুইটে তালা দিয়ে নীচে নেমে এল রানা, ডাইনিং হলে ঢোকার আগে লাউঞ্জটা একবার ঘুরে দেখল। স্থানীয় বোর্ডার খুব কমই দেখা গেল, বেশিরভাগই বিদেশী লোকজন। একটা মুখও কৌতূহলী নয়, সবাই যেন আতঙ্কের মুখোশ পরে আছে। হোটেল স্টাফ রিসেপশনিস্ট থেকে শুরু করে বয়-বেয়ারা পর্যন্ত সবার মুখে জোর করে ধরে রাখা হাসি। বোর্ডাররা কথা বলছে ফিসফিস করে, কল্পনার ফানুস উড়িয়ে যে যার দৃষ্টিভঙ্গিতে রাজনীতির চুলচেরা বিশ্লেষণ করছে।

পে বুদ থেকে ইন্টারকমে ফোন করল রানা। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ভদ্রলোককে উদ্বিগ্ন মনে হলো। একটাই দুশ্চিন্তা তাঁর, তিনদিন আলোচনা করে চুক্তির যে খসড়া তৈরি করা হয়েছে ক্ষমতার হাতবদল ঘটে থাকলে সেটা না বাতিল হয়ে যায়। কিছু ব্যাখ্যা না করেই ভদ্রলোককে আশ্বাস দিল রানা, তারপর সাবধানে থাকতে বলে যোগাযোগ কেটে দিল। আতঙ্ক যে খিদে নষ্ট করে, ডাইনিং হল প্রায় খালি দেখে নতুন করে উপলব্ধি করল ও।

নির্দিষ্ট সময়ের একঘণ্টা আগেই ইথারে হাজির রেডিও চিলি। বিশেষ ঘোষণায় প্রথমেই জনসাধারণকে অনুরোধ করা হলো, তাঁরা যেন অহেতুক আতঙ্কিত না হন। তারপর ব্যাখ্যা, সান্টিয়াগো সহ দেশের সব বড় শহরেই আকস্মিকভাবে সামরিক মহড়া শুরু করা হয়েছে। পূর্ণ নিশ্চয়তা দিয়ে বলা হলো, দেশের অভ্যন্তরে গোলযোগের কোনও রকম আশঙ্কা নেই। এমন কী সরকার বহিঃশত্রুর আক্রমণও আশঙ্কা করছে না। কল-কারখানা খোলা থাকবে, ব্যবসা-বাণিজ্য চলবে, সকাল ন'টার পর রাস্তাও খুলে দেয়া হবে। স্বাভাবিক জীবন যাত্রা চালিয়ে যেতে কোনও রকম বাধা নেই।

কিন্তু বিবিসি বলল, শুধু চিলিতে নয়, পেরু আর বলিভিয়াতেও রাত চারটে

থেকে আকস্মিক সামরিক মহড়া শুরু করা হয়েছে। রয়টারের মন্তব্য– এটাকে স্রেফ সামরিক মহড়া বলে বিশ্বাস করা কঠিন।

সকাল আটটা থেকে সামরিক যানবাহনের চলাচল কমে এল। শহরের গুরুত্বপূর্ণ অ্যাভিনিউয়ে ট্যাংক মোতায়েন করা হয়েছে, তবে ট্যাংকের মাথায় বসে গানারদের হাসি-মস্করা করতে দেখা গেল। হেলিকপ্টার গান শিপ আর ফাইটার প্লেনগুলো বেসে ফিরে গেছে, আকাশ এখন খালি। ন'টার আগেই লোকজন রাস্তায় নেমে পড়ল। এক ঘণ্টার মধ্যে অন্যান্য দিনের মতই স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেল রাজধানী সান্টিয়াগো। প্রতিটি রাস্তায় আবার সেই ট্র্যাফিক জ্যাম।

ইতিমধ্যে রানা জানতে পেরেছে ভ্লাদিমির বেলায়েভ রাষ্ট্রীয় সফরে এলেও, তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে হিলটনে। হোটেলের পেন্টহাউসটা ভাড়া করা হয়েছে তাঁর জন্যে। রিসেপশনিস্ট জানিয়েছে, বেলায়েভ এগারোটায় পৌঁছাবেন।

স্যুইটের ঝুল-বারান্দা থেকে কড়া সামরিক পাহারায় রুশ বাণিজ্যমন্ত্রীকে আসতে দেখল রানা। আকস্মিক সামরিক মহড়ার কারণে শহরে চাপা উত্তেজনা তো আছেই, নানা রকম গুজবও কম ছড়ায়নি, তারপরও কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা স্কুল থেকে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের গাড়িতে করে এনে রাস্তার দু'পাশে দাঁড় করিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়নি। একটা দৃশ্য দেখে হেসেই ফেলল রানা। ছাত্র-ছাত্রীরা সম্মানিত রাষ্ট্রীয় মেহমানকে হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, উত্তরে ভ্লাদিমির বেলায়েভও গাড়ির জানালা দিয়ে হাত বের করে নাড়ছেন। আবেগে আপ্লুত হয়ে জানালা দিয়ে মুখ বের করে দিলেন তিনি, অমনি পাশে বসা চিলির বাণিজ্যমন্ত্রী তাঁকে ধরে গাড়ির ভেতর টেনে নিলেন। প্রথম হাঁ হয়ে গেল রানা। বেলায়েভ প্রতিপক্ষের সঙ্গে রীতিমত ধস্তাধস্তি করছেন, তবে সহাস্যে। এক পর্যায়ে চিলি হেরে গেল, জিত হলো রাশিয়ার– জানালা দিয়ে শুধু মুখ নয়, বুক পর্যন্ত বের করে দিলেন বেলায়েভ। রাস্তার দু'পাশ থেকে ওরা সবাই উল্লাসে ফেটে পড়ল। শেষ পর্যন্ত অবশ্যই চিলিরই জয় হলো– বেলায়েভকে টেনে ঢুকিয়ে নেয়া হলো গাড়ির ভেতর, তারপর জানালাটাই বন্ধ করে দেয়া হলো।

লিমাজিন থেকে নামছেন বেলায়েভ, ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা তাঁকে ঘিরে ফেলল। ঘটনাটা কাকতালীয়ই বলতে হবে, হঠাৎ মুখ তুলে হোটেলের চারতলায় তাকালেন তিনি। সরাসরি একেবারে রানার চোখে। গোলগাল নাদুসনুদুস রুশ মন্ত্রী হাসছিলেন, সেই হাসি কী কারণে কে জানে এমন দপ করে নিভে গেল, আওয়াজ না হওয়া সত্ত্বেও রানার মনে হলো কিছু একটা শুনতে পেয়েছে ও। শুধু যে হাসিটা নিভে গেল তা নয়, ঝুল-বারান্দা থেকে পরিষ্কার দেখতে পেল রানা– বেলায়েভের চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে উঠল।

একটু চিন্তাই হলো রানার। ব্যাপারটা কী?

টেলিফোনের আওয়াজ শুনে বেডরুমে ফিরে এল ও। রিসিভার তুলে কানে ঠেকাতেই অপরপ্রান্ত থেকে মার্জিত কণ্ঠে প্রশ্ন করা হলো, 'মি. মাসুদ রানা, স্যার?'

'ইয়েস।'

'লা মোনেডা থেকে বলছি, স্যার।' লা মোনেডা মানে প্রেসিডেনশিয়াল প্যালেস। 'আমি প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের চীফ প্রটোকল অফিসার। স্যার, আজ রাতে

আমাদের এখানে রুশ বাণিজ্যমন্ত্রী কমরেড ভ্লাদিমির বেলায়েভের সম্মানে রাষ্ট্রীয় ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানিয়েছেন, ভোজসভায় আপনার উপস্থিতি তাঁকে যার-পর-নাই আনন্দিত করবে। স্যার, ফরমাল আমন্ত্রণ লিপি পাঠাবার আগে আমি জানতে চাইছি, আপনি কি একা আসবেন, নাকি কোনও সঙ্গিনীকে আনবেন?'

'ধন্যবাদ, চীফ প্রটোকল,' বলল রানা। 'না, যদি যাই একাই যাব।' রিসিভার রেখে দিল ও। মাথায় আরেকটা চিন্তা ঢুকল। প্রেসিডেন্ট স্বয়ং ওকে দাওয়াত দিচ্ছেন? কেন, কী কারণে এত খাতির করা হচ্ছে ওকে?

চিলিতে কী ঘটছে বা ঘটতে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না। তবে সন্দেহ নেই, অজানা একটা রহস্যের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ছে ও। সব কথা খুলে না বলায় সোহেলের ওপর রাগ হবার কথা ওর, কিন্তু হচ্ছে না। এসপিওনাজের নিয়মই তো-এই, ফিল্ড এজেন্টকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কিছু জানানো যাবে না। সংশ্লিষ্ট সবার নিরাপত্তার জন্যেই এই নিয়ম।

বেলায়েভ হোটেলে আসার পর এক ঘণ্টা পার হতে চলেছে, অথচ যোগাযোগ করছেন না। ঝামেলামুক্ত হবার তাগিদে রানা নিজেই টেলিফোন করল।

'মি. মাসুদ রানা? ও ডিয়ার! আপনি তো জীবন্ত কিংবদন্তী, স্যার!' পরিচয় দিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন বেলায়েভ।

একটা খটকা লাগল রানার, তবে কি তাঁর অভিব্যক্তির ভুল অনুবাদ করেছে ও? 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার...'

রানাকে থামিয়ে দিয়ে বেলায়েভ বললেন, 'নো, স্যার, নেভার! আপনাকে ভুলে থাকা কী করে সম্ভব! কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে প্রতিপক্ষের জন্যে আপনি মূর্তিমান আতঙ্ক। ভুলিনি, স্যার, আসলে দ্বিধায় পড়ে ইতস্তত করছিলাম...'

'দ্বিধা? কেন আপনি কি আমাকে প্রতিপক্ষ ভাবছেন?' সরাসরি বাণ ছুঁড়ল রানা।

'ও ডিয়ার! তা যদি ভাবি তা হলে তো মোকাবিলাটা সেয়ানে সেয়ানেই হবে।' বেলায়েভ এমনভাবে হেসে উঠলেন, যেন খুব মজার একটা কৌতুক করেছেন। 'এখনও পরিচয় হয়নি, তবে দৃষ্টি বিনিময় তো আগেই হয়েছে। কি মনে হলো, আমি আপনার প্রতিপক্ষ?'

'প্রশ্নটা আমার ছিল, মি. বেলায়েভ,' রানার গলা ঠাণ্ডা।

'সামনে থেকে আপনাকে কখনও দেখিনি, হাতও মেলাইনি,' জবাব দিলেন বেলায়েভ। 'সোজা টপ ফ্লোরে চলে আসুন, মি. রানা। আশা করি আপনার প্রশ্নের জবাব আপনি পেয়ে যাবেন।'

ভদ্রলোক জোকার? নাকি সিরিয়াস কোনও খেলা খেলছেন? এর মধ্যে কেজিবি চীফ ম্যাক্সিম বুখারিনের ভূমিকাটাই বা কী?

'ভাল কথা, মি. রানা,' আবার বললেন বেলায়েভ। 'দয়া করে খালি হাতেই আসুন, কেমন?'

'কেন, খালি হাতে আসব কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ভেস্টটা আপনি চান না?'

'রাষ্ট্রীয় ভোজে, মানে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে আবার তো আমাদের দেখা হচ্ছেই,

তাই না? তখন এ-ব্যাপারে আলাপ করব আমরা।'

'ভেস্টটা আপনি আমার কাছ থেকে ধার নেবেন,' বলল রানা। 'এর মধ্যে আলাপ করার কী আছে?'

'ও ডিয়ার! কী বলছেন আপনি! একটা বর্ম মানে জীবন ও মৃত্যুর মাঝখানে পাতলা একটা দেয়াল। আপনি বলছেন এরকম একটা সিরিয়াস ব্যাপারে আলাপ করার কিছু নেই?'

এ তো দেখা যাচ্ছে ভারি ফ্যাসাদে পড়া গেল! রাগ চেপে রেখে রানা বলল, 'আপনি যদি ওটা এখন না পরেন, তা হলে আর দেখা করে লাভ কী? আমি বরং প্যালেসেই নিয়ে যাব ওটা।'

'কিন্তু আপনার প্রশ্নের উত্তর, মি. রানা? চলে আসুন, স্যার। আপনার সঙ্গে হাত মেলাবার জন্যে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি আমি।'

এ লোকের সঙ্গে কথা বাড়ানো বোকামি। রানার ইচ্ছা হলো, যাবে না। তারপর ভাবল, এরকম বিদঘুটে আচরণের কারণটা জানা দরকার। বেলায়েভ কি কৌতুক করছেন, নাকি সত্যি সত্যি প্রতিপক্ষ ভাবছেন ওকে? 'ঠিক আছে, আসছি আমি।'

পেন্টহাউসে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে অমার্জিত হাবভাব নিয়ে লালমুখো একজোড়া বাঁদর। বিনা নোটিসে রানার ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। সার্চ করে হাতিয়ে নিল ওর ওয়ালথার। তারপর ওর পিঠে মৃদু অথচ অপমানকর একটা ধাক্কা দিয়ে ঢুকিয়ে দিল দরজার ভেতর। ব্যাপারটা দাঁতে দাঁত চেপে নীরবেই সহ্য করল রানা।

ভেতরে পা দিতেই আরেকটা ধাক্কা খেতে হলো। চর্বি আর মাংসের প্রকাণ্ড একটা স্তূপ বললেই হয়, খালি গায়ে সোফায় আধশোয়া বেলায়েভ অর্ধ নগ্ন তিন সুন্দরীর সুড়সুড়ি আর আদর খেতে ব্যস্ত। তাঁর গাল আনাড়ি হাতে কামানো, বেশ কয়েক জায়গায় কেটে গেছে। উপচে পড়া পেটের চর্বি কোমরের বেল্ট প্রায় ঢেকে ফেলেছে। চামড়া ব্যাঙের পেটের মতই সাদাটে, একটা মেয়ে তাতে তেল মর্দন করায় চকচক করছে। কামরায় আরও একটা মেয়েকে দেখা গেল জনি ওয়াকারের বোতল থেকে বেলায়েভের জন্যে হুইস্কি ঢালছে গ্লাসে। পঞ্চম মেয়েটা একটা ইজি চেয়ারে ঢুলছে, চোখের ঘোর দেখে মনে হলো হয় মদ নয়তো ড্রাগ তাকে আরেক জগতে পৌঁছে দিয়েছে।

'ও ডিয়ার!' রানাকে দেখে সোফায় সিধে হয়ে বসলেন বেলায়েভ, মেয়েগুলো প্রায় ছিটকে দূরে সরে গেল। 'কী সৌভাগ্য আমার, এসপিওনাজ জগতের সম্রাট স্বয়ং আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন! আসুন, স্যার, প্লীজ!' সোফা ছেড়ে সিধে হলেন তিনি, একটু যেন টলছেন। তাঁর দৃষ্টি হঠাৎ রানাকে ছাড়িয়ে গেল, সেটা অনুসরণ করে রানাও পিছন দিকে তাকাল। লালমুখো বাঁদরদের একজন দরজার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে, বেলায়েভের সঙ্গে চোখাচোখি হতে ছোট্ট করে একবার মাথা ঝাঁকাল। 'লোডেড ওয়ালথার, মি. রানা? ওহ্, ডিয়ার! তারমানে সত্যি সত্যি আপনি আমাকে প্রতিপক্ষ ধরে নিয়েছেন?'

মাংসল, লোমশ হাতটা রানার দিকে বাড়িয়ে দিলেন।

হাতটা ধরার পর কেন যেন রানার গা ঘিনঘিন করে উঠল। সংক্ষিপ্ত হ্যান্ডশেক সেরে নিজের হাত ছাড়াতে যাবে, অনুভব করল বেলায়েভ ছাড়ছেন না। অকস্মাৎ প্রচণ্ড চাপ দিলেন তিনি, হাড়গুলো যেন গুঁড়ো করে দেবেন। রানার চেহারা দেখে কিছুই বোঝা গেল না। অসহ্য ব্যথাটা নীরবে সহ্য করছে ও। মনে মনে স্বীকার করতে হলো, গায়ে চর্বি থলথল করলে কী হবে, বেলায়েভের শরীরে অসুরের শক্তি। মনের সাধ মিটিয়ে রানাকে পেষাই করার পর তৃপ্তির হাসি ফুটল মুখে। ঢিল দিয়ে হাতটা ছাড়াতে যাবেন, পারলেন না। রানা তেমন বেশি চাপ দেয়নি, শুধু হাতটা আটকে রাখার জন্যে যতটা দরকার। বেলায়েভ জোর করে ছাড়াতে চাইলেন নিজেকে। রানাও সেই অনুপাতে চাপ বাড়াল। বেলায়েভকে ও ধীরে ধীরে বুঝতে দিল কেমন প্রতিপক্ষের পাল্লায় পড়েছেন তিনি। সবটুকু শক্তি ব্যয় করেও যখন নিজের হাত ছাড়াতে ব্যর্থ হলেন, বেলায়েভ অন্য কৌশল ধরলেন। এবার তিনিও রানার চাপ প্রতিহত করার জন্যে পাল্টা চাপ প্রয়োগ করলেন। এরপর থেকেই চোখে সর্ষে ফুল দেখতে শুরু করলেন তিনি। তাঁর চাপ রানার হাতে কোনও প্রভাবই ফেলছে না, তিনি যেন ইস্পাতের সঙ্গে লড়ছেন। প্রথম পর্বে রানার দুর্দশা কল্পনা করে মেয়েগুলো হাসছিল। পরিস্থিতি বদলে যাওয়াটা টের পেল তারাও, সবাই খুব কাছ থেকে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে আছে, ধীরে ধীরে মুছে যাচ্ছে মুখের হাসি। হাড়ে হাড়ে ঘষা খাওয়ার মৃদু শব্দ নিস্তব্ধ কামরার ভেতর যেন বোমা ফাটাচ্ছে। বেলায়েভের হাতটা ঝাঁকাচ্ছে রানা, অমায়িক হাসির সঙ্গে বলছে, 'দয়া করে বলবেন কী, মি. বেলায়েভ, কেন আপনাকে আমি প্রতিপক্ষ বলে মনে করব? আপনার আমলে তো কেজিবির তেমন কোনও ক্ষতি আমরা করিনি। বরং অনেক ক্ষেত্রে উপকারই করেছি। তা হলে?'

হাতটা এখনও ছাড়াতে পারেননি বেলয়েভ। 'বরফ!' কাতর গলায় বললেন। শুনে ব্যস্ত হয়ে উঠল মেয়েগুলো। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিজ থেকে বরফ এসে গেল।

'আহা, লাগল নাকি?' বলে শেষ আরেকটা চাপ দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল রানা। 'সত্যি দুঃখিত।'

ব্যথায় কুঁজো হয়ে গেছেন বেলায়েভ, আহত হাতটা বাতাসে ঝাড়ছেন। দুটো মেয়ে সেই চঞ্চল হাতে বরফ চেপে ধরার জন্যে প্রায় নাচতে শুরু করল।

বেলায়েভের নাকের সামনে চাবির গোছাটা দোলাল রানা। 'আপনার বডিগার্ডদের বলুন আমার স্যুইট থেকে ব্রিফকেসটা নিয়ে আসুক। আপনি ভেস্টটা পরেছেন দেখলে আমার কাজ শেষ, প্রতিপক্ষকে নিয়ে আপনাকেও আর ভুগতে হবে না। কী, রাজি?'

'খমাকরোস্কি!' হুঙ্কার ছাড়লেন বেলায়েভ। 'অস্ত্র ফেরত দিয়ে আপদ বিদায় করো।' দুই তরুণীর কাঁধে ভর দিয়ে পাশের ঘরে চলে যাচ্ছেন। 'বলে দাও, প্রেসিডেন্ট ভবনে দেখা হবে। লেবেদকে বলো, যেখান থেকে পারে একটা এক্স-রে মেশিন যোগাড় করে আনুক...'

লাল বাঁদর অর্থাৎ খমাকরোস্কির হাত থেকে নিয়ে ওয়ালথারটা চেক করল রানা, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বেরিয়ে এল পেন্টহাউস থেকে।

দুই

রাষ্ট্রীয় ভোজ উপলক্ষ্যে লা মোনেডা বিয়েবাড়ির ঢঙে আলোকমালায় সাজানো হয়েছে। গেটে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কমান্ডো ইউনিটের সোলজার, প্রত্যেকের হাতে সাবমেশিন গান; গেটের ভেতর পাকা চত্বর আর ফোয়ারার চার পাশেও বুট জুতোর কঠিন শব্দ তুলে সতর্ক টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে, সংখ্যায় তারা এত বেশি যে ছোটখাট একটা অভ্যুত্থান ঠেকাতে পারবে। একজন লেফটেন্যান্ট রানাকে সার্চ করতে যাবে, চীফ প্রটোকল অফিসার ছুটে এসে নিবৃত্ত করল তাকে। অকস্মাৎ তার পাশে উদয় হলেন ভ্লাদিমির বেলায়েভ। 'এটা কেমন কথা যে আমার বডিগার্ডদের মাত্র একজনকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হলো? আমি...' হঠাৎ রানাকে দেখতে পেয়ে থেমে গেলেন। চোখ দেখে মনে হলো তাঁর ভেতরে একটা যুদ্ধ চলছে। তারপর জোর করে হাসলেন। 'ঠিক আছে, মি. মাসুদ রানা যখন এসে পড়েছেন, উনিই আমার নিরাপত্তার দিকটা দেখবেন।' রানার হাতের ব্রিফকেসটা আড়চোখে একবার দেখে নিলেন। তারপর, এতক্ষণে, ব্যান্ডেজ বাঁধা ডান হাতটা সামনে আনলেন তিনি। 'দরজার ফাঁকে হাত আটকে গিয়েছিল।' রানা দেখল, ভদ্রলোকের চোখ জোড়া ক্রুদ্ধ শ্বাপদের মত চকচক করছে।

অলংকৃত হেলমেট পরা অনার গার্ডদের পাশ কাটিয়ে প্রাসাদের হলরুমে ঢুকল ওরা। প্রেসিডেন্টকে চিনতে পারল রানা– দীর্ঘকায়, মুখে গম্ভীর হাসি, চলাফেরায় আভিজাত্য ও ব্যক্তিত্বের ছাপ। বোঝা গেল, বেলায়েভের সঙ্গে আগেই তাঁর শুভেচ্ছা বিনিময় হয়েছে। চীফ প্রটোকল কিছু বলার আগে বেলায়েভই পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'মি. মাসুদ রানা, আমার প্রতিকপক্ষ বন্ধু... মি. প্রেসিডেন্ট–'

রানার সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন প্রেসিডেন্ট, চীফ প্রটোকল অফিসার ফিসফিস করে কিছু একটা বলল। আদর করে রানাকে বুকে টেনে নিলেন ভদ্রলোক। তারপর রানার হাত ধরে এগিয়ে এনে রিসেপশন লাইনের কোথায় দাঁড়াতে হবে নিজেই দেখিয়ে দিলেন।

গাড়ি ভর্তি হয়ে ডিগনিটারিরা হাজির হচ্ছেন। সোভিয়েত বাণিজ্যমন্ত্রীকে সম্বর্ধনা জানাতে অ্যামব্যাসাডর, মিনিস্টার, জেনারেল থেকে শুরু করে চিলিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির পুরো পলিটব্যুরোকে দাওয়াত দেয়া হয়েছে। এত জাঁকজমক না হলেও, বাংলাদেশ থেকে আসা প্রতিনিধিদলের সম্মানে চিলির বাণিজ্যমন্ত্রণালয়ে গতকালও একটা সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য হিসেবে রানাও তাতে যোগ দিয়েছিল। আজ, একেবারে শেষ মুহূর্তে, মেহমান হিসেবে দাওয়াত দেয়া হয়েছে তাদেরকে। প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতে দু'এক মিনিট কথা হলো রানার। খসড়া বাণিজ্য চুক্তি চিলির প্রেসিডেন্ট অনুমোদন করেছেন, শুনে খুশি হলো রানা। প্রতিমন্ত্রী জানালেন, ব্যাপারটা এখনও টপ সিক্রেট, বিশেষ করে রুশ বাণিজ্যমন্ত্রীকে জানাতে নিষেধ

করা হয়েছে।

হাতে শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাস নিয়ে শ্বেতপাথরের দেয়ালে হেলান দিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছে রানা। আমন্ত্রিত সবাইকেই খুব হাসি-খুশি দেখছে ও। সেনাবাহিনীর মুভমেন্ট সম্পর্কে কারও যেন কোনও মাথাব্যথা নেই। হঠাৎ ডানাকাটা এক পরী সামনে এসে বলল, 'কংগ্রাচুলেশন্স!'

'হোয়াট ফর?' হাসিমুখেই জানতে চাইল রানা। এক সেকেন্ড দেরি হলেও, চিনতে পারল মেয়েটিকে। বেলায়েভের পেন্টহাউসে দেখেছে, জনি ওয়াকারের বোতল থেকে হুইস্কি ঢালছিল। ঘন কালো লম্বা চুল জড়ো করে মাথার পিছনে প্রকাণ্ড একটা খোঁপা বানানো হয়েছে। পরনের সিল্ক ড্রেস এত আঁটসাঁট, কেন ছিঁড়ছে না সেটাই আশ্চর্য। তার গায়ের রঙ ঠিক যেন পাকা ডালিম। এরকম নিখুঁত দেহসৌষ্ঠব আর ভরাট যৌবন প্রাসাদে আরও যদি কারও থেকে থাকে, রানার চোখে ধরা পড়ছে না।

'কেন, ব্যান্ডেজটা তুমি দেখোনি?' বলেই হেসে উঠল মেয়েটা। 'ভ্লাদিমির তোমাকে তেমন পছন্দ করেছে বলে মনে হলো না।'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকিয়ে কোনও মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল রানা।

'তুমি আমার মতই একঘেয়েমির শিকার,' বলে রানার হাত ধরল মেয়েটা। 'আমি মেপল্। এসো, বলরুমে যাই।'

বলরুমে এসে একটা টেবিলে বসল ওরা, পাশেই সারি সারি সাজানো রয়েছে ম্যাগনাম। পেটে খানিকটা শ্যাম্পেন পড়তেই কথা বলার নেশা পেয়ে বসল মেপল্‌কে। 'আমি আর আমার বান্ধবী সিলভিয়া কিউবা থেকে মস্কোয় গিয়েছিলাম কালচারাল ট্যুরে। দু'জনেই আমরা নাচি। এক অনুষ্ঠানে আমাদের নাচ দেখে ভ্লাদিমিরের মনটাও নেচে উঠল। কেজিবির তরফ থেকে অভিযোগ করা হলো, আমরা নাকি আমেরিকান স্পাই। দু'জনকে হাতকড়া পরানো হলো, তারপর হাজির করা হলো ভ্লাদিমিরের সামনে। সে বলল, কেস খুব খারাপ, যাবজ্জীবন কেউ ঠেকাতে পারবে না। তবে ইজি ওয়ে আউট-এর পথও সে বাতলে দিল। বলল, আমরা যদি তার মনোরঞ্জনের জন্যে নাচতে রাজি হই তা হলে কোনও সমস্যা হবে না– কেসটা থাকবে, তবে গ্রেফতার করে হাজতে ভরা হবে না। আমাদের সাংস্কৃতিক দল দেশে ফিরে গেল, আমরা দুই বান্ধবীর ঠাঁই হলো ভ্লাদিমিরের ব্যক্তিগত হারেমে। সেই থেকে আমরা নজরবন্দী হয়ে আছি। ভ্লাদিমির আমাদেরকে সুখেই রেখেছে, প্রতি মাসে দেশে বেশ ভালই টাকা পাঠাতে পারছি...' হঠাৎ থেমে ঠোঁট ফোলাল মেপল্, তারপর বলল, 'তুমি আমার একটা কথাও বিশ্বাস করছ না!'

'কী করে বুঝলে?'

'তোমার চোখে-মুখে কোনও ভাব নেই। দেখতে চাও, সত্যি আমি ভাল নাচ জানি কিনা?' রানার হাত ধরল মেপল্। 'এসো, দেখাই তোমাকে।'

ইঙ্গিতে পায়ের কাছে রাখা ব্রিফকেসটা দেখাল রানা। 'সরি।'

অনেকক্ষণ ধরে অর্কেস্ট্রা বাজছে, হালকা মেজাজের ওয়ালয্, বাতে প্রায় পঙ্গু ডিপ্লোম্যাটরাও যাতে নাচতে পারেন। চোখে ধিকি ধিকি আগুন, বুক ফুলিয়ে

ব্যান্ডলীডারের দিকে হেঁটে এল মেপল্, তার কানে কী যেন বিড় বিড় করল। সঙ্গী মিউজিশিয়ানদের সঙ্গে কথা বলার সময় উল্লসিত মনে হলো লোকটাকে।

অর্কেস্ট্রার সুর বদলে গেল, রক্ত গরম করা ফ্ল্যামেঙ্কোর বিট কাঁপিয়ে তুলল গোটা বলরুম। মাথার পাশে একটা হাত খাড়া করল মেপল্, ঘন ঘন আঙুল ভাঁজ করল কাছে ডাকার ভঙ্গিতে। পূর্ণ স্তন আর ভাঁজ ও বাঁক বহুল শরীরে আঁটসাঁট ড্রেস আরও টান টান হলো। সঙ্গে সঙ্গে ল্যাটিন অতিথিরা ভিড় করল চার পাশে, তাকে ঘিরে ধরে চক্কর দিচ্ছে, সেই সঙ্গে করতালি আর শিস।

অর্কেস্ট্রার প্রতিটি আলাদা বিট-এর সঙ্গে মেপলের জুতোর হিল মেঝেতে ক্লিক করছে, ফলে প্রতিটি বিট আরও স্পষ্ট ভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল: এবং সারাক্ষণ তার চোখ স্থির হয়ে আছে রানার ওপর। মেয়েটার যৌনাবেদন মহামারীর মত গোটা বলরুমে ছড়িয়ে পড়েছে, প্রত্যেকেরই হার্টবিট গিটারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে যাচ্ছে। মেপল্ চরকির মত পাক খাওয়ার সময় সদ্য খোলা খোঁপার চুল বাতাসে ডানা মেলল, কখনও বা চাবুকের মত রানার নাগাল পেতে চাইল, কয়েকশো চোখ মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঠিকই, কিন্তু সবাই তারা উপলব্ধি করছে মেপল্ একা শুধু রানার জন্যে নাচছে। চ্যালেঞ্জটা তার রানাকেই। ক্ষিপ্রগতি ঝড়ো ক্লাইম্যাক্স ঘনিয়ে আসতে পরনের স্কার্ট ওপরে তুলল মেপল্, নর্তকীর সরু পা দেখে মুগ্ধ না হয়ে পারল না রানা। নাচ শেষ করল একটা হাত মাথার পাশে খাড়া করে, করতালিতে বিস্ফোরিত হলো বলরুম।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সবার স্বপ্নকন্যা হয়ে উঠল মেপল্, সবার চোখকে টাটিয়ে দিয়ে আবার রানার কাছেই ফিরে এল সে। ঠাণ্ডা শ্যাম্পেন ভর্তি একটা ম্যাগনাম নিয়ে অপেক্ষা করছে রানা। 'বিশ্বাস হলো, মহামান্য সম্রাট?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল সে।

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'কেউ যদি তোমার মেধা বিকাশে বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকে, সে গুরুতর অপরাধ করেছে। কংগ্রাচুলেসন্স, মেপল্।'

'ডেসনুডা কাকে বলে জানো?' প্রশ্ন করল মেপল্। 'ডেসনুডা হয়ে কখনও যদি নাচি, শুধু তোমার সামনেই নাচব। জানি না সে সুযোগ কোনওদিন পাব কিনা।'

একটা ঢোক গিলল রানা। ডেসনুডা মানে নগ্ন। ও বলতে যাচ্ছিল, এতটা আমার সংস্কৃতি অনুমোদন করে না, কিন্তু মেয়েটাকে আঘাত দেয়া হবে ভেবে চুপ করে থাকল। মেপলের নাচ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে অর্কেস্ট্রা আবার মন্থরগতি ওয়ালয্-এ ফিরে গেছে। সেটা অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল, তার বদলে শুরু হলো জাতীয় সঙ্গীত। সবার চোখ ঘুরে গেল বলরুমের প্রবেশ পথের দিকে। দেখা গেল বেলায়েভকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকছেন প্রেসিডেন্ট। যারা বসেছিল, সবাই তারা দাঁড়াল। প্রেসিডেন্ট মেহমানদের কারও কারও সঙ্গে করমর্দন করছেন। মেপল্ আর রানাকে একসঙ্গে দেখে বেলায়েভের জোড়া ভুরুতে মোটা ভাঁজ পড়ল। এদিকেই হেঁটে আসছেন তিনি। ভাব দেখে মনে হলো, প্রেসিডেন্ট যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

'আমার শত্রুর সঙ্গে এত কীসের খাতির তোমার?' ভাষাটা রূঢ়, তবে

বেলায়েভের মুখে হাসি।

সুন্দর কাঁধ দুটো ঝাঁকাল মেপল্। 'কেন, আপনিই তো বলেছেন, মাসুদ রানা আপনার প্রতিপক্ষ। তাই ওর ওপর নজর রাখা আমার কর্তব্য বলে মনে করলাম।' হাসছে মেপল্ও।

'আপনি ওর দিকে হাত বাড়বেন না,' হুমকির সুরে রুশ ভাষায় বললেন বেলায়েভ। 'মেপল্ আমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি!'

'আপনার শিক্ষা দেখা যাচ্ছে অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে,' রানার ভাষা স্প্যানিশ। 'কমিউনিজমে তো ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু নেই!'

রানার কথা মেপলকে ভাষান্তর করতে হলো।

'পলিটব্যুরোর সদস্যদের আছে তাদের ক্ষমতা অসীম,' বললেন বেলায়েভ।

'একটা শুয়োরের গলায় সোনার মেডেল ঝুলিয়ে দিন, তারপরও ওটা শুয়োরই থাকবে,' বলল রানা। 'ক্ষমতা যদি অসীমই হবে, এক ধাপ বাকি থাকতে মই থেকে আপনাকে ফেলে দেয়া হলো কেন?'

'কী বলছেন উনি?' মেপলকে জিজ্ঞেস করলেন বেলায়েভ।

মেপল্ প্রথমে এক দফা খিলখিল করল, তারপর বলল, 'আপনি বাণিজ্যমন্ত্রী হওয়ায় রানা আপনাকে অভিনন্দন জানাল।'

'এ-সব নরম কথায় কাজ হবে না, মি. রানা,' রুশ বাদ দিয়ে আবার ইংরেজিতে ফিরলেন বেলায়েভ। 'ঠাট্টা নয়, মেপলের কাছ থেকে অবশ্যই আপনাকে দূরে সরে থাকতে হবে।'

'আমি আপনার কাছ থেকেও দূরে সরে যাব,' বলল রানা, 'দয়া করে একবার যদি ভেস্টটা পরেন।' হাত তুলে ব্রিফকেসটা দেখাল রানা তাঁকে।

'ওহ, ডিয়ার! আবার সেই ভেস্ট!' বেলায়েভের চেহারা থমথমে হয়ে উঠল।

'খালি একটা কামরা খুঁজে নেয়া কঠিন হবে না,' বলল রানা। 'যদি পরেন, এখনই। পরে আমি আর সময় দিতে পারব না।'

'জানতে পারি ওটা আমাকে পরাবার জন্যে এত কেন আগ্রহ আপনার?'

'আমার আগ্রহ? বুঝতে আপনার ভুল হয়েছে। আপনি গুলি খেয়ে মরলে তাতে আমার লাভও নেই, আপত্তিও নেই। আমার জানামতে, আপনার ওপর হুকুম আছে এই ভেস্ট পরার।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা পরবেন, নাকি পরবেন না? স্পষ্ট করে জানান। না পরলে আমি জোর করব না, তবে জায়গামত রিপোর্ট করব।'

'ব্রিফকেসটা রেখে যান, আমি আমার সময় মত পরব,' বললেন বেলায়েভ

সোহেল কী বলেছে মনে আছে রানার। ওকে নিশ্চিত হতে হবে বেলায়েভ ভেস্টটা পরেছেন। কিন্তু এই অভদ্র লোকটার সঙ্গে তর্ক করতে রুচিতে ওর বাধছে। কাঁধ ঝাঁকাল ও, বলল, 'বেশ, তাই হোক।'

'না! দাঁড়ান!' হঠাৎ সিদ্ধান্ত পাল্টালেন বেলায়েভ 'এর ভেতর কী আছে না জেনে আপনাকে আমি ছাড়তে পারি না!'

'তা হলে আমার পিছু নিন,' বলে একটা সাইড ডোরের দিকে এগোল রানা।

চোখ ইশারায় রাশিয়ান অ্যামব্যাসাডর আর নিজের বডিগার্ডকে ডাকলেন বেলায়েভ, তারপর রানাকে অনুসরণ করলেন। ওদের পিছু পিছু মেপলও আসছে

করিডরে ওরা সবাই বেরিয়ে আসতেই অ্যামব্যাসাডরকে জিজ্ঞেস করলেন বেলায়েভ, 'প্রেসিডেন্ট ভবনে আমাদের, মানে রাশিয়ানদের কর্তৃত্ব খাটবে কিনা?'

অ্যামব্যাসাডর গর্বিত ভঙ্গিতে বললেন, 'যা খুশি তাই করতে পারি আমরা। প্রেসিডেন্ট আমাকে প্রায়ই বলেন, এটা তো আপনারও বাসভবন।'

'চমৎকার। এবার বলুন দেখি, নিশ্ছিদ্র প্রাইভেসি কোথায় পাওয়া যাবে?'

রুশ অ্যামব্যাসাডর ভদ্রলোক রোগা-পাতলা মানুষ, যেন কমপ্লিট সুট পরা উদ্বিগ্ন একটা কংকাল। বেলায়েভের কানে ফিসফিস করলেন তিনি, 'প্রাসাদের কোনও কামরায় বা অফিসরুমে কোনও রকম সিন-ক্রিয়েট করা উচিত হবে না। তাতে হয়তো প্রেসিডেন্টকে বিব্রত করা হবে। তবে, প্রাসাদের নীচে বড়সড় একটা বেসমেন্ট আছে। এক সময় ওখানে রাজনৈতিক বন্দীদের আটকে রাখা হত। এখন ব্যবহার করা হয় না।'

রানার দিকে পিছন ফিরে দাঁতে দাঁত চাপলেন বেলায়েভ, গলা খাদে নামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ওই জায়গাই দরকার আমার।'

প্রাসাদের একজন চিলিয়ান গার্ড ওদেরকে পথ দেখিয়ে সরু একটা সিঁড়ির কাছে নিয়ে এল। অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে নামার সময় রানা জানতে চাইল, 'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

বেলায়েভ বললেন, 'ভেস্টটা টেস্ট করতে হলে সাউন্ডপ্রুফ একটা জায়গা দরকার না?'

সিঁড়ির নীচে করিডর দেখে মনে হলো হরর ফিল্মের শূটিং করার জন্যে জায়গাটা আদর্শ। করিডরের দু'পাশে খুদে ধাতব খাঁচার ভেতর নগ্ন বালব জ্বলছে। শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাসের ঠোকাঠুকি বা অর্কেস্ট্রার ঝংকার এখানে পৌঁছায়নি। শুধু ওদের জুতোর শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে। ওরা ছাড়া প্রাণী বলতে ঝাঁক-ঝাঁক ইঁদুর।

'এখানে,' বলল গার্ড। রানা লক্ষ করল, লোকটার কলারের একটা ব্যাজ আটকানো রয়েছে, তাতে চিলিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির প্রতীক চিহ্ন। অর্থাৎ সেনাবাহিনীর কেউ নয় সে। লোকটা লোহার একটা গেট খুলল।

গেটের ভেতর কোন বালব নেই, তার বদলে ব্যাটারিচালিত একটা ল্যাম্প থেকে বৃত্তাকার ম্লান আলো ছড়াচ্ছে। দূরের একটা দেয়াল ঘেঁষে স্টোন ব্লক থেকে একজোড়া মরচে ধরা হাতকড়া ঝুলছে। বলে দেয়ার প্রয়োজন নেই যে এখানে বন্দীদেরকে টরচার করা হত।

'আপনার উদ্দেশ্যটা কী?' জিজ্ঞেস করল রানা। ঘুরল ও, উত্তরটাও পেয়ে গেল। অ্যামব্যাসাডরের দেহরক্ষীরা ওর বুক আর মাথা লক্ষ্য করে অটোমেটিক ধরে আছে। 'প্রশ্নটা বোকার মত হয়ে গেল,' বলল ও। 'কিন্তু আমাকে খুন করার পর প্রেসিডেন্টকে কী বলবেন? এখানে আমি তাঁর ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে এসেছি।' হঠাৎ হাসল ও। 'আপনারা সবাই দেখেছেন, হ্যান্ডশেক করার সময় প্রেসিডেন্ট আমাকে আলিঙ্গন করেছেন। কিন্তু আমার কানে কানে কী বলেছেন তা আপনারা কেউ শোনেননি। বলেছেন, একমাত্র আমিই নাকি তাঁকে বাঁচাতে পারি। কথাটার অর্থ এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়, তবে এটুকু বলতে পারি যে রাশিয়া যত বড় সুপারপাওয়ারই হোক, আমাকে খুন করা হলে আপনাদেরকেও লাশ হয়ে

মস্কোয় ফিরতে হবে।'

'আপনাকে খুন করতে পারলে বড়ই আনন্দ পেতাম,' বললেন বেলায়েভ। 'তবে শান্ত হন, মি. রানা। সে আনন্দ থেকে আপাতত নিজেকে আমি বঞ্চিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সময় হোক, তখন দেখা যাবে। প্লীজ, ব্রিফকেসটা খুলুন এবার।'

বেলায়েভ জানেন না, নাকি জানেন, নিজেকে ছিন্নভিন্ন না করে একমাত্র রানাই ব্রিফকেসটা খুলতে পারবে? তালায় ঢোকাবার জন্যে কোনও চাবি নেই; ডিভাইসটা স্রেফ একটা ইলেকট্রিক কনট্যাক্ট, ফ্র্যাগমেন্টেশন এক্সপ্লোসিভের সঙ্গে সংযুক্ত। প্লাস্টিকের একটা পিন বের করল রানা, ঢাকনির নীচে কালো বিন্দু আকৃতির ফুটোর ভেতর ঢোকাল সেটা, সঙ্গে সঙ্গে ক্লিক করে ব্রিফকেস খুলে গেল।

'বুঝলে, মেপল, এসপিওনাজ সম্রাটকে আমি খুব ভালভাবে চিনি,' বলে হাসলেন বেলায়েভ, ইঙ্গিতে বডিগার্ডদের সামনে এগোবার নির্দেশ দিলেন। 'ওর সঙ্গে একটা ওয়ালথার আছে, আরও আছে বাম কনুইয়ের ওপর স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো একটা ছুরি। কীভাবে জানলাম? ওর ফাইল আমার মুখস্থ না!'

ওরা রানার কোট আর শার্ট খুলে অস্ত্র দুটো বের করে নিল, তারপর হাঁটিয়ে নিয়ে এল দেয়ালের কাছে। দু'জন মিলে দুই হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিল।

'কেমন বোধ করছেন, জীবন্ত কিংবদন্তী?' মেদবহুল কোমরে দু'হাত রেখে জানতে চাইলেন বেলায়েভ। 'কোরবানির গরুর মত এভাবে বাঁধার পর? কিংবা কেমন লাগবে, এখন যদি আপনার দুই চোখে দুটো গুলি করা হয়?'

'জোকারের ভূমিকায় বেশ ভালই মানাচ্ছে আপনাকে,' বলল রানা। 'কিন্তু যদি বলেন ডুয়েল লড়তে চান, আমি বলব অত সাহস আপনার নেই।'

'আমার যে কত সাহস, সেটা বোঝাবার জন্যেই আপনাকে বাঁচিয়ে রাখা হবে, মি. রানা,' হেসে উঠে বললেন বেলায়েভ। 'সত্যি কথা বলতে কী, এই মুহূর্তে আমার কোনও অসৎ ইচ্ছা নেই। আমি শুধু নিশ্চিত হতে চাইছি, ভেস্টটা সত্যি কি বুলেটপ্রুফ? কেজিবির আপনি চিহ্নিত শত্রু, অস্বীকার করতে পারবেন? কেন আমি আপনার দেয়া ভেস্ট নিরাপদ বলে বিশ্বাস করব? ওটা পরে বাইরে বেরুলাম, তারপর গুলি খেয়ে মারা গেলাম, তখন কী হবে? উঁহুঁ, এরকম কাঁচা কাজ করতে আমি রাজি নই। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে ভেস্টটা সত্যি বুলেট ঠেকাতে পারবে।'

'চেইন দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে, এ অবস্থায় কীভাবে রানা তা প্রমাণ করবে?' জানতে চাইল মেপল্।

'এটা কোনও সমস্যাই নয়,' জবাব দিলেন বেলায়েভ। 'টেস্ট করার পর রানা যদি বেঁচে থাকেন, শুধু তারপরই ভেস্টটা পরব আমি। আর যদি মারা যান, লাশের সঙ্গে ভেস্টটাও ফেরত পাঠাব বাংলাদেশে।'

এতক্ষণে, এই প্রথম, ভয়ের একটা শিহরণ অনুভব করল রানা। ব্যাপারটা এমন নয়তো যে বিসিআই বেলায়েভকে খুন করার প্ল্যান করেছে? ওর মনে পড়ল, ছুটিতে যাচ্ছে জানার পরও সদ্য সংগ্রহ করা ভেস্টটা সঙ্গে রাখতে অফিস থেকে

বাধ্য করা হয়েছে ওকে– নতুন নিয়ম, ভেস্ট ছাড়া দেশের বাইরে কোথাও যাওয়া চলবে না। বিসিআই বেলায়েভকে যদি খুন করার প্ল্যান করে থাকে, ভেস্টটা নিশ্চয়ই বুলেট ঠেকাতে ব্যর্থ হবে।

দেহরক্ষীরা ব্রিফকেস থেকে ভেস্টটা বের করে রানার বুকে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকাল। রানা ওটা আগেও পরেছে, কিন্তু এবার বড় বেশি হালকা লাগল। মন খুঁত খুঁত করলে যা হয়, ভয় হলো থ্রী-এইট অটোমেটিক তো দূরের কথা, পয়েন্ট টুটু-ও ঠেকাতে পারবে না এটা।

'নিজেকে আপনি বিশ্বের দরিদ্রতম দেশের একজন সেলসম্যান মনে করুন, মি. রানা,' বললেন বেলায়েভ। 'আপনি আমার কাছে আপনাদের একটা পণ্য বেচতে চান।'

'তা হলে নিজেকে আমার একজন রাশিয়ান বলে মনে করতে হয়,' বলল রানা। 'কারণ গর্বাচেভ তো বলেছেনই, সাহায্য হিসেবে প্রচুর গম না পেলে রাশিয়ানদেরকে পারমাণবিক বোমা খেয়ে জীবন ধারণ করতে হবে।'

'আপনি ওর প্রশংসা করুন, ভ্লাদিমির,' মেপল আদুরে গলায় বলল। 'অন্তত স্বীকার করুন, কথায় আপনি ওর সঙ্গে পারছেন না।'

চিলিয়ান গার্ড বেলায়েভের হাতে নিজের .৪৫-টা ধরিয়ে দিল। ক্যারিজ পিছনে ঠেলে জায়গামত প্রথম শেলটা ভরলেন তিনি। 'কিন্তু শুধু কথায় কি চিঁড়ে ভিজবে? ঢাউস অস্ত্রটা তুলে রানার বুকের মাঝখানে লক্ষ্যস্থির করলেন তিনি।

কেউ কোনও কথা বলছে না, এমনকী ইঁদুরগুলোও হঠাৎ ছুটোছুটি বন্ধ করে চুপ মেরে গেছে। রানার মনে পড়ল, ট্রেনিঙের সময় ইন্সট্রাক্টর বলেছিল, পয়েন্ট ফরটিফাইভ হ্যাড বিন ক্রিয়েটেড টু কিল বাই শক। এ-ধরনের পুরানো কথা মনে পড়ে যায় যখন তুমি একটা পয়েন্ট ফরটিফাইভের মাজলে তাকিয়ে থাকো। যখন নিজেকে যতটা পারা যায় স্থির রাখা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না।

আলোর ঝলকানি, সেই সঙ্গে বিশাল ঘুসি, রানাকে যেন পাথুরে দেয়ালের ভেতর সেঁধিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। পাঁজরের হাড়ে আগুন জ্বলে ওঠার অনুভূতি হলো, ফুসফুস যেন বাতাসের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলেছে। তারপরই কানে ঢুকল নতুন একটা শেল ক্লিক করে জায়গামত পজিশন নিল। ঘাড়ের ওপর রানার মাথা নড়বড় করছে।

এবার অস্ত্রটা রানা দেখতে পেল না, শুধু চাক্ষুষ করল ঠিক হৃৎপিণ্ডের ওপর ভেস্টের একটা কালো তাঁরা বিস্ফোরিত হলো। একটা বিট মিস করল হার্ট, বাতাসের অভাবে অকস্মাৎ মোচড় খেল ফুসফুস। বেলায়েভ আর তাঁর সঙ্গীদের দিকে মুখ তুলল রানা, কিন্তু তারা কে কোথায় আছে বুঝতে পারল না। একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার ঢুকল কানে, সম্ভবত মেপলের। শূন্যে ভাসছে এক সারি হলুদ দাঁত, হতে পারে বেলায়েভ হাসছেন। ভারসাম্য ফিরে পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে ও, পুতুলের মত নড়বড় করছে পা দুটো।

ফুটো হইনি বা ছিঁড়িনি, নিজেকে আশ্বস্ত করল রানা। শুধু ঝাঁকি আর বাতাসের অনটন। আমি এখনও বেঁচে।

'ভেস্টটা মনে হচ্ছে একেবারে ফালতু নয়,' বললেন বেলায়েভ, তার নিঃশ্বাস

ফেলার আওয়াজ পেল রানা। 'তবে এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে। কে বলল যে আমাকে খুন করার জন্যে খুনী শুধু হ্যান্ডগানই ব্যবহার করবে? আমি এখন দেখতে চাই গারমেন্টটা মেশিন গানও ঠেকাতে পারে কিনা।'

'কমরেড, আমরা বোধহয় একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছি,' অ্যামব্যাসাডর বললেন। বেলায়েভের আচরণে ভয় পাচ্ছেন তিনি। 'কেজিবি চীফ যখন ভেস্টটা সম্পর্কে তথ্য চান, বিসিআই বলেনি যে মেশিন গানের বুলেটও ঠেকাতে পারবে।'

'ঠিক আছে, তা হলে সাবমেশিন গান,' যেন আপস করলেন বেলায়েভ।

চিলিয়ান গার্ডকে সাবমেশিন গান আনতে পাঠানো হলো। রানার কোটের পকেট হাতড়ে সিগারেট বের করে ধরালেন বেলায়েভ, মেপলের কোমরে একটা হাত রেখে বললেন, 'আপনি আমার নারীপ্রীতি পছন্দ করেন, আমি আপনার সিগারেটপ্রীতি পছন্দ করি।'

'বুখারিন আপনাকে ল্যাং মারলেন কেন, বেলায়েভ?' নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ পেয়েই জানতে চাইল রানা। 'এত কৃতিত্ব দেখালেন, তারপর হঠাৎ একেবারে পপাত ধরণীতল, কারণটা কী?'

বেলায়েভ বিস্মিত বা অপ্রস্তুত কোনওটাই হলেন না। বরং গর্বিত দেখাল তাঁকে। 'ব্যাপারটা অনেকটা এখনকার মতই একটা খেলা ছিল। যুদ্ধের মহড়া হচ্ছিল, সবারই বুলেটপ্রুফ ভেস্ট পরে থাকার কথা, কেননা ব্যবহার করা হচ্ছিল তাজা বুলেট। কিন্তু আমি কী করে জানব বানচোতটা ধরে নিয়েছিল দুলাভাইয়ের পদমর্যাদার খাতিরে কেউ তাকে গুলি করবে না? কিংবা কে জানে, বন্ধুদের কাছে বাহাদুরি দেখাবার জন্যেই ভেস্ট পরেনি। তবে ও শালা যে বুখারিনের শালা তা জেনেই আমি গুলিটা করি। স্বীকার করছি, পেটে তখন আমার প্রচুর ভদকা ছিল।'

মাথা নাড়ল রানা। 'আপনি সম্ভবত সত্যি কথা বলছেন না। বুখারিনের শালা ভেস্ট পরেনি, এটা জেনেই আপনি গুলি করেছিলেন, তাই না?'

রানার এ-কথার জবাব না দিয়ে বেলায়েভ বললেন, 'মেশিন গান দিয়ে লক্ষ্যস্থির করা কিন্তু বেশ কঠিন। বুকে গুলি করলে মাথার খুলি উড়ে গেলে অবাক হবার কিছু নেই।'

বুঝতে অসুবিধে হলো না, রানাকে ভয় দেখাচ্ছেন বেলায়েভ। 'আমার ফাইল আপনার ভাল করে পড়া নেই, বেলায়েভ,' বলল ও। 'পড়া থাকলে এই খেলাটা আপনি আমার সঙ্গে খেলতেন না।'

'কী বলতে চাইছেন জানি,' হেসে উঠে বললেন বেলায়েভ। 'অপমানের বদলা নিতে আপনি কখনও ছাড়েন না। কিন্তু আমার প্রশ্ন থাকল, মরা মানুষ কি বদলা নিতে পারে? এ টেস্টে যদি আপনি বেঁচেও যান, ভেবেছেন প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে আপনাকে আমি প্রাণ নিয়ে চিলি থেকে ফিরতে দেব?'

আমার ওপর এত কীসের আক্রোশ লোকটার? প্রশ্নটা আবার ফিরে এল রানার মনে। এর কোনও ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছে না ও।

সাবমেশিন গান নিয়ে ফিরে এল গার্ড। ম্যাগাজিন ভর্তি কিনা চেক করে দেখলেন বেলায়েভ, তারপর সেফটি রিলিজ করলেন। তাঁর দৃষ্টি গোপন বার্তা পাঠাল রানাকে– এই মুহূর্তে ওকে খুন করা পানির মত সহজ। অপরাধতুল্য এই

পরীক্ষায় ভেস্টটা যদি ছিন্ন ভিন্ন নাও হয়, কাঁধ চুল পরিমাণ উঁচু হলেও বুলেটের ঝাঁক রানার বুক থেকে মুখে উঠে আসবে।

'দয়া করে খুব সাবধানে,' অ্যামব্যাসাডরের গলায় মিনতির সুর, 'কমরেড!'

ওই একই আবেদন রানারও, তবে ভাষাটা আলাদা, এবং মনে মনে। বলল: সাবধানে, কুত্তার বাচ্চা!

মেঝেতে সিগারেট ফেলে জুতো দিয়ে ঘষলেন বেলায়েভ, তারপর সাবমেশিন গানটা পেটে ঠেকালেন। 'প্রচলিত যে-কোনও হ্যান্ডগানের বিরুদ্ধে এই ভেস্টের জুড়ি নেই,' রানার মাথার ভেতর একটা কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলল। মেপল্ ফুঁপিয়ে উঠল। ট্রিগারে এমন ভঙ্গিতে আঙুল বোলাচ্ছেন বেলায়েভ, যেন আদর করছেন।

ঝাঁকের প্রথম কয়েকটা বুলেট রানার ডান দিকের দেয়ালে লাগল, একটা রেখা তৈরি করে ওর দিকে সরে আসছে। সচল রেখাটা বুকের চেয়ে অনেক ওপরে মনে হলো ওর। পাথরের কুচি খুদে বর্শার মত হাতে আর মুখে বিঁধছে। তারপর বুলেটের ঝাঁকটাকে সরাসরি ওর চোখ লক্ষ্য করে সরে আসতে দেখা গেল। একটা বুলেটকে এড়াবার জন্যে মাথাটা ঝট করে সরিয়ে নিল রানা, সেটা ওর কানের পাশে দেয়ালে লাগল। পরবর্তী বুলেটের জন্যে কয়েক মিলিসেকেন্ড অপেক্ষা করল ও, যে বুলেটটা ওর খুলিকে সিলিঙের দিকে ছুঁড়ে দেবে।

তার বদলে বুকে এঁটে বসা ভেস্ট নাচতে শুরু করল; উত্তপ্ত সীসার বিরতিহীন আঘাতে তুবড়ে ও ডেবে যাচ্ছে, আরও আঁটো হয়ে বসছে বুকের খাঁচায়। আবার সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেছে ফুসফুস থেকে। বিপজ্জনক বুলেট বৃষ্টির মধ্যে মাথা দিয়ে পড়া ঠেকাতে পা দুটো মরিয়া হয়ে সাধ্যের বাইরে শক্ত হতে চাইছে। বুলেটের তৈরি আঁকাবাঁকা রেখাটা বুক পার হয়ে বাম দিকের দেয়ালে পৌঁছেছে, পাথর ভেঙে চুরচুর করে ফেলছে।

বেলায়েভের আঙুল মুহূর্তের জন্যেও ট্রিগার থেকে সরেনি, সাবমেশিন গানটা আবার তিনি রানার দিকে ফিরিয়ে আনলেন। প্লাস্টিক প্লেটের ওপর বসানো ভেস্টের ফ্যাবরিক ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গেছে, মসৃণ প্লেটগুলো এখন ক্ষতবিক্ষত, অসংখ্য অগভীর গর্তের সমষ্টি। খরচ হওয়া বুলেটগুলো রানার গলার চারপাশে নাচানাচি করছে। ওর দৃষ্টি বেলায়েভের চোখ দুটোকে খুঁজে নিল। ওগুলো প্রেসিডেন্ট ভবনের বেসমেন্টে নেই, চলে গেছে মস্কোয়, কিংবা হয়তো আরও দূর কোনও অতীতে, যে অতীত তাঁকে অপমান আর নির্যাতন ছাড়া আর কিছু দেয়নি। তাঁর হাতের সাবমেশিন গান এখন আর অস্থির নয়, একবারও দিক বদল করছে না। রানার বুকে অনবরত আঘাত করছে বুলেটগুলো, আরও বাঁকিয়ে দিচ্ছে প্লেটগুলোকে, যেন জেদ চেপেছে ভেদ না করা পর্যন্ত থামবে না।

পতনটা কোনও রকমে ঠেকিয়ে রেখেছে রানা। তারপর উপলব্ধি করল, বেলায়েভের টার্গেট ওর মুখ নয়। বুলেটের তৈরি রেখাটা ভেস্টের ঠিক মাঝখান থেকে, অর্থাৎ ওর ঠিক বুক থেকে সরাসরি নীচের দিকে নামছে, পৌঁছাবে ওর নাভি আর তলপেট হয়ে আরও নীচে দুই উরুর সন্ধিস্থলে। ভেস্ট নাভিমূল পর্যন্ত লম্বা, বেলায়েভ তা টের পেয়ে গেছেন, আর টের পেয়েই তারও নীচে গুলি করে ওকে ইহলোক থেকে বিদায় করার বুদ্ধি এঁটেছেন। কী অপরাধে মরতে হচ্ছে,

জানার কোনও সুযোগ নেই রানার। অ্যামব্যাসাডর বা তাঁর বডিগার্ডরা উদ্বিগ্ন দর্শক মাত্র। তারা যদি এখন বাধাও দেয়, বেলায়েভ শুনবেন না। সেটা তাঁর চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আশ্চর্য এক উল্লাসে জ্বলজ্বল করছে ওগুলো, যেন প্রতিশোধ নিতে পারার এই সুযোগ পেয়ে নিজের ওপর ভারি খুশি।

বুলেট বৃষ্টি এরইমধ্যে তোবড়ানো ভেস্টের নীচের দিকে কিনারায় নেমে এসেছে। আর এক কি দেড় ইঞ্চি নীচে কোনও প্রোটেকশন নেই। সাবমেশিন গানের ব্যারেল আর এক চুল নামলে রানা যদি মারা নাও যায়, বাকিটা জীবন পুরুষত্বহীন জীবন কাটাতে হবে ওকে।

বেলায়েভ ব্যারেল নিচু করলেন, লক্ষ্যস্থির করেছেন সরাসরি রানার উরুসন্ধিতে। তাঁর মুখ ঘামে ভিজে চকচক করছে। কিছু ঘটল না। আবার তিনি ট্রিগার টানলেন। পরমুহূর্তে টান দিয়ে খুলে নিলেন ম্যাগাজিনটা। 'এটা খালি হয়ে গেছে!' গার্ডের দিকে ফিরে হুংকার ছাড়লেন। 'নতুন আরেকটা নিয়ে এসো।'

সবাই যেন সম্মোহিত হয়ে পড়েছিল, ধীরে ধীরে বাস্তবে ফিরে আসছে। চোখে-মুখে দৃঢ় একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে মাথা নাড়লেন অ্যামব্যাসাডর। এমনকী বডিগার্ডদেরও টেনশনে অসুস্থ মনে হলো। চিলিয়ান গার্ড বলল, 'অস্ত্র ধার চেয়ে আনা যথেষ্ট সন্দেহজনক,' বলল সে। 'আরও অ্যামুনিশন চাইতে গেলে বিপদে পড়ে যাব।'

'কমরেড, এখুনি আমাদের রিসেপশনে ফিরে যাওয়া উচিত,' অ্যামব্যাসাডর বললেন। 'অনেকক্ষণ হলো আমরা অনুপস্থিত রয়েছি।'

'আমার এখনও শেষ হয়নি!' গর্জে উঠলেন বেলায়েভ।

'প্লীজ, কমরেড, প্লীজ! ভেস্টটা যে বুলেট ঠেকাতে পারে, এটা প্রমাণ হয়েছে।' রানার দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলেন অ্যামব্যাসাডর। 'এখানে দেরি করার মানেই হলো প্রেসিডেন্টকে অপমান করা...'

পাথুরে মেঝেতে সাবমেশিন গানটা ফেলে দিলেন বেলায়েভ। ভেজা কুকুরের মত গা ঝাড়া দিলেন, তারপর রুমাল দিয়ে মুখ আর ঘাড়ের ঘাম মুছলেন। মেপল্ এগিয়ে এল রানার দিকে। এক হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাকে। ইশারা পেয়ে বডিগার্ডরা তাকে ধরে রাখল।

'আসুন, কমরেড,' গলা নরম করে বললেন অ্যামব্যাসাডর। 'চলুন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তামা নিয়ে কথা বলি বোঝেনই তো, তাঁকে বিব্রত করলে আমাদেরই ক্ষতি।'

অ্যামব্যাসাডরের ইঙ্গিতে চিলিয়ান গার্ড এগিয়ে এসে রানার শরীর থেকে ভেস্টটা খুলে নিল। দেয়ালের সঙ্গে হাতকড়া পরা অবস্থায় রানাকে রেখে ফিরে যাবার সময় স্প্যানিশ ভাষায় বিড়বিড় করল সে, 'ক্ষমা করবেন, সিনর। বিশ্বাস করুন, আপনার জন্যে আমি প্রার্থনা করছিলাম। ওটা...নিশ্চয়ই শুয়োরের গু-মুত খেয়ে গায়ে অত চর্বি জমিয়েছে।'

তিন

রেগুলার আর্মির দু'জন অফিসার পর্দা ঢাকা একটা লিমাজিনে তুলে হোটেলে পৌঁছে দিল ওকে। প্রতি নিঃশ্বাসের সঙ্গে ক্ষমাপ্রার্থনা করে ওর শুশ্রূষায় ব্যস্ত হয়ে উঠল তারা। প্রায় তাড়া করে তাদেরকে বিদায় করল রানা, তারপর নিজেই নিজের যত্ন নিল।

দুই হাতের চামড়ায় সরু লাল কলম দিয়ে যেন আঁচড় কাটা হয়েছে, তবে একটা ক্ষতও গভীর নয়। গলার চারধারে ঠাণ্ডা হতে শুরু করা বুলেট বেশ কয়েকটা পোড়া দাগ রেখে গেছে। কুৎসিত অবস্থা হয়েছে বুক আর পেটের, যেন আতঙ্কিত একপাল গরু ছুটে পালাবার সময় ওকে মাড়িয়ে দিয়েছে। কালচে হতে শুরু করা ক্ষত একশোর কম হবে না। আঙুল বুলিয়ে ভাঙা পাঁজর খুঁজল রানা। থেঁতলানো শরীর অনেক দেখেছে ও, এই মুহূর্তে কল্পনার চোখে দেখতে পেল ভেস্টটা না থাকলে কী রকম ছিন্নভিন্ন হতে পারত নিজের শরীরটা। পেটটা মোচড় দিয়ে উঠল, ছুটে এসে বমি করল বাথরুমে।

কয়েক ঢোক স্কচ খেতে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয়ে এল। প্রতিটি নড়াচড়া নতুন করে অসহ্য ব্যথা বয়ে আনছে, সেই সঙ্গে নতুন যুক্তি পাচ্ছে জ্যান্ত অবস্থায় বেলায়েভের ছাল ছাড়াবার। পেইনকিলার ছাড়াই ঘুমাবার চেষ্টা করল রানা। কিন্তু ঘুম আসছে না। হঠাৎ দেখল, দরজার হাতল ঘুরতে শুরু করেছে। টাটিয়ে থাকা পেশির প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বিছানা থেকে নেমে দরজার পাশে চলে এল ও।

অন্ধকার স্যুইটে একটা ছায়ামূর্তি ঢুকল, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। আগন্তুকের কব্জির ওপর কুঠারের মত নেমে এল রানার হাত, অস্ত্রটা ছিটকে পড়ল দূরে কোথাও। এক হাতে গলাটা পেঁচিয়ে ধরল ও, অপর হাতে বেষ্টন করল বুকটা।

বুকে হাত পড়া মাত্র রানা বুঝতে পারল, আগন্তুক বেলায়েভ নন। হাত সরিয়ে এবার তার মুখ চেপে ধরল ও। এ একটা মেয়ে। সম্ভবত মেপল্‌ই হবে। 'আমাকে ঘুম পাড়াতে এসেছ?' জিজ্ঞেস করল ও। 'বুলেট খাইয়ে?'

প্রবলবেগে মাথা নাড়ল মেয়েটা। হাতটা সরিয়ে নিল রানা। 'আবার তুমি আমাকে ভুল বুঝলে। তোমার কথা ভেবে আমার ঘুম আসছিল না। ভ্লাদিমির মদ খেয়ে মাতাল হবার পর তোমার জিনিসগুলো ফিরিয়ে দিতে এলাম...'

আলো জ্বেলে কার্পেট থেকে ওয়ালথারটা তুলল রানা। চেক করে দেখল, খালি। স্তনের মাঝখান থেকে টেনে লম্বা ছুরিটা বের করে ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল মেপল্। রানার ওপর চোখ পড়তে আঁতকে উঠল– এক পা পিছাল, তারপর দ্রুত কাছে সরে এসে মাথা রাখল রানার কাঁধে 'আমার কান্না পাচ্ছে। চলো, তোমাকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

মাথা নাড়ল রানা। 'তার দরকার হবে না।'

'কী করবে এখন তুমি? ভ্লাদিমিরকে তোমার খুন করা উচিত।'

'হ্যাঁ, উচিত,' ভেবেচিন্তে কথা বলছে রানা। 'কিন্তু হয়তো উল্টোটাই করতে বলা হবে আমাকে। কে বলবে, জিজ্ঞেস কোরো না। তবে সেরকম কোনও নির্দেশ না এলে লন্ডন হয়ে দেশে ফিরে যাব।'

'লন্ডন হয়ে?' হঠাৎ ব্যাকুল দেখাল মেপলকে। 'তা হলে আমাদেরকেও নিয়ে চলো, প্লীজ! আমাকে আর আমার বান্ধবী সিলভিয়াকে। রানা, এই বন্দী জীবন থেকে মুক্তি চাই আমরা।'

'কিন্তু এখন নয়, মেপল্, এ-বিষয়ে আমি পরে তোমাকে জানাব। বেলায়েভ এখন কোথায়?'

'একটা পার্টিতে গেছে। চিলির এক মন্ত্রীর বউকে নাকি তার খুব ভাল লেগে গেছে, চেষ্টা করে দেখবে পটানো যায় কিনা। এরকম লম্পট লোক আগে তুমি দেখোনি।'

'ঠিক আছে, পরে কথা হবে,' বলল রানা। 'এখন তুমি যাও।'

'যাব? মানে, আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ?' মেপলকে আহত দেখাল। 'কিন্তু আমি তো তোমার সেবা করতে এসেছি! ভেবেছি রাতটা এখানেই কাটাব...'

'আমি কৃতজ্ঞ, মেপল্। অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আমার বিশ্রাম ও ঘুম ছাড়া আর কিছু দরকার নেই। প্লীজ,' বলে মেপলকে দরজার দিকে হাঁটিয়ে আনল রানা।

পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হলো মেপল্, রানার ঠোঁটে একটা চুমো খেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি কি তোমার কাছে খুব সস্তা হয়ে গেলাম?'

'না, মেপল্,' বলল রানা। 'তা যে তুমি নও সেটা আগেই প্রমাণ করেছ।'

'বিছানায় শুয়ে তোমার কষ্ট আমিও অনুভব করব,' বলে স্যুইট থেকে বেরিয়ে গেল মেপল্। দরজায় তালা লাগাতে এবার রানার ভুল হলো না।

পরদিন সকালে শাওয়ার সেরে দাড়ি কামাল রানা, কাপড়চোপড় পরে স্যুইটে বসেই ব্রেকফাস্ট সারল। একটু পর বেজে উঠল ফোনটা। রিসিভার তুলল ও, সোহেলকে গালাগালি করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। 'হ্যালো?'

'আমি পাবলো, স্যার,' অপরপ্রান্ত থেকে স্প্যানিশ ভাষায় বলল কেউ 'প্লেন নিয়ে অপেক্ষা করছি আমি, দয়া করে আমাদের মিলিটারি বেসে চলে আসুন।'

পাসওয়ার্ড মনে পড়ে গেল রানার। 'আকাশে এত চিল, প্লেন অ্যাক্সিডেন্ট করবে না তো?'

'অ্যাক্সিডেন্ট করলে প্লেন হয়তো ধ্বংস হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা প্যারাসুট নিয়ে নিরাপদেই নামতে পারব, স্যার।'

'আসছি,' বলে রিসিভার রেখে দিল রানা। তারপর ইন্টারকমে রিসেপশনকে বলল, ওর একটা ট্যাক্সি দরকার।

মিলিটারি বেসটা সান্টিয়াগোর বাইরে, পৌঁছাতে বিশ মিনিট লাগল। রাস্তার প্রতিটি মোড়ে সৈনিকরা অস্ত্র নিয়ে কড়া পাহারা দিচ্ছে। ওর জন্যে চিলিয়ান এয়ারফোর্স-এর একটা শূটিং স্টার অপেক্ষা করছে দেখে অবাক হলো রানা। তবে পাসওয়ার্ডে কোনও খুঁত না থাকায় পাবলোর হাত থেকে প্রেশার সুট আর হেলমেট

নিয়ে জেটের পিছনে উঠে বসল।

'আমার ধারণা ছিল একটা চার্টার করা প্লেন অপেক্ষা করবে,' ইন্টারকমে পাইলট পাবলোকে বলল রানা।

'গুজব ছড়িয়েছে, কাল রাতে প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে এক বিদেশী অতিথিকে অপমান করা হয়েছে। এভাবে রওনা হওয়ায় কেউ আপনাকে লক্ষ করবে না। ইন্টারকম অফ করে আমাকে এখন টাওয়ারের সঙ্গে কথা বলতে হবে।'

পাইলটের সঙ্গে কন্ট্রোল টাওয়ারের আলাপ মন দিয়ে শুনল রানা। প্যাসিফিক কোস্টে রুটিন টহলে যাচ্ছে শূটিং স্টার। রানা ধারণা করল, উপকূল ধরে খানিক দূর গিয়ে কোথাও ল্যান্ড করবে জেট, সেখানে কনট্যাক্ট-এর সঙ্গে ওর দেখা হবে। টাওয়ারের শেষ দিকের কথাগুলো এঞ্জিনের আওয়াজে চাপা পড়ে গেল।

দশ হাজার ফুট ওপরে উঠে এল জেট। নীচে তাকিয়ে রানা দেখল সরাসরি শহরের ওপর দিয়ে যাচ্ছে ওরা। ইন্টারকমে পাইলট বলল, 'এই মুহূর্তে আমরা সান্টিয়াগো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিক্ট-এর ওপর রয়েছি, স্যার। নাইট্রেট আর ফার্টিলাইজার, এই দুটোর সবচেয়ে বড় সাপ্লাইয়ার আমরা।'

জানালা দিয়ে শহরের অভিজাত এলাকাটাও চিনতে পারল রানা।

'রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান প্রেসিডেন্ট প্রাসাদে হয় বটে,' বলল পাবলো, 'কিন্তু প্রেসিডেন্ট ওখানে বসবাস করেন না। উনি বলেন, গরীব একটা দেশের প্রেসিডেন্ট অত বড় প্রাসাদে কেন থাকবে? প্রভিডেনসিয়া ডিস্ট্রিক্ট-এ ছোট একটা ভাড়া করা বাড়িতে থাকেন তিনি, ফলে খরচ অনেক কমে গেছে।' হাত তুলে তিনতলা একটা বাড়ি দেখাল সে। বাড়িটার ছাদ ও লন থেকে সশস্ত্র গার্ডরা মুখ তুলে জেটের দিকে তাকিয়ে আছে।

উপকূলে এসে জেটের গতি বেড়ে গেল। ওদের নীচে ফিশিং বোটগুলো ঢেউয়ের দোলায় দুলছে। তারপর হঠাৎ ইউ টার্ন নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণের পথ ধরল জেট।

'ব্যাপারটা কী?' জানতে চাইল রানা। 'কনট্যাক্ট-এর সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমার তো উত্তরেই যাবার কথা।'

'কিন্তু, স্যার, আমার ওপর অন্য রকম নির্দেশ আছে।'

নির্দেশ? প্যানেলে তাকিয়ে ফুয়েল গজ চেক করল রানা। ফুল। যাক, ওকে উড়ন্ত কফিনে রেখে পাইলট ইজেক্ট করতে পারবে না। 'অন্য রকম নির্দেশ কার কাছ থেকে পেলে তুমি, পাবলো?'

'চিন্তা করবেন না, সিনর রানা। আপনার সম্পর্কে আমি জানি, কাজেই একটা ককপিটের ভেতর কোনও চালাকি করার ঝুঁকি আমি নিচ্ছি না। আমরা দক্ষিণে যাচ্ছি বিসিআই-এর নির্দেশে। একমাত্র এয়ারফোর্সের রাডারই আমাদেরকে দেখতে পাবে, এবং দেখেও কিছু বলবে না, কারণ তারা আমাদেরকে সাহায্য করছে। তবে কেন আপনাকে ওখানে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে তা আমি জানি না, জানতে চাইও না।'

পাবলোর কথা বিশ্বাস করল রানা। দীর্ঘ উপকূল রেখা যেন শেষ হতে চাইছে না। তারপর এক সময় নীচে নামতে শুরু করল জেট। চিলির একেবারে

সর্বদক্ষিণে চলে এসেছে ওরা। জায়গাটার নাম টিয়েররা ডেল ফুয়েগো। পুনটা আরেনা এয়ারফোর্স বেসে ল্যান্ড করল ওরা। জেট থেকে বেরুতে প্রেশার সুট ভেদ করে কামড় বসাল হিম বাতাস।

পোলার ক্যাপ থেকে ধেয়ে আসা বাতাস এত ঠাণ্ডা, রানার ভয় হলো শরীরের অনাবৃত অংশ না জমে বরফ হয়ে যায়। কয়েকজন আর্মি অফিসার এগিয়ে এলেন। একজন ভেড়ার একটা চামড়া চাপালেন ওর কাঁধে। তারপর একটা জীপে তোলা হলো ওকে। কাছেই আর্মি হেডকোয়ার্টার, পৌঁছাতে বেশিক্ষণ লাগল না।

'ডিভিশন ডেল সুড-এ স্বাগতম, মি. মাসুদ রানা।' অফিসাররা ওকে একটা অফিসে পৌঁছে দেয়ার পর অভ্যর্থনা জানালেন একজন জেনারেল। ভদ্রলোকের ঠোঁটে হিটলারি গোঁফ, পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরে আছেন। কামরায় পেটমোটা একটা স্টোভ জ্বলছে, কফির সঙ্গে ব্র্যান্ডি মিলিয়ে খেতে দেয়া হলো ওকে। সঙ্গে সঙ্গে গরম হয়ে উঠল শরীর।

'আমার বোধহয় ঠিক এখানে আসার কথা ছিল না,' বলল রানা। হ্যান্ডশেক করার পর আবার চেয়ারে বসে পড়েছেন জেনারেল, ওর কোটে টোকা দিয়ে ধুলোও ঝাড়েননি, কাটিঙের প্রশংসাও করেননি। এ ভদ্রলোক তা হলে ওর কনট্যাক্ট নন!

'সত্যি কথা বলতে কী, আমারও এখানে আসার কথা ছিল না,' জেনারেল জবাব দিলেন। 'কিন্তু প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এই অভিশপ্ত নরকে আমাদের কিছু অফিসারের থাকা দরকার। পরিচয় দিচ্ছি না, সেজন্যে ক্ষমা করবেন। আমার মনে হয় নাম জানাজানির মধ্যে না যাওয়াই সবদিক থেকে ভাল। এখানে আপনার আসার কথা নয়, এলে আপনাকে আমাদের গ্রেফতার করতে হবে। কাজেই কাগজে-কলমে থাকবে আপনি এখানে আসেননি।'

'তবু আপনাকেই ব্যাখ্যা করতে হবে এখানে আমি কী করছি,' বলল রানা।

'সম্ভবত বুনো একটা হাঁসকে ধাওয়া করছেন,' ক্ষীণ হেসে বললেন জেনারেল। 'শুনেছি, ঘোড়ায় আপনি খুব পারদর্শী?'

'না চড়েছি,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা, 'মাঝেমধ্যে।'

'আমাকে ধারণা দেয়া হয়েছে, চিলিতে আপনি বিশেষ একটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছেন,' বললেন জেনারেল। 'ধরে নিন, সেই অ্যাসাইনমেন্টেরই একটা রোমাঞ্চকর কাজে বেরুতে হবে আপনাকে। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করব আমরা। আসুন, মি. রানা, প্লীজ।'

রানা প্রতিবাদ করতে গিয়েও করল না। সোহেল বা বিসিআই ওকে দিয়ে কী করতে চাইছে, সে-সম্পর্কে ওর কোনও ধারণা নেই। তবে আশা করতে দোষ নেই যে ধীরে ধীরে রহস্যের জট খুলবে।

নিজের অফিস থেকে রানাকে নিয়ে রেডিওরুমে চলে এলেন জেনারেল। ঘরভর্তি অফিসার, এই মুহূর্তে তাঁদের মনোযোগ রিসিভার থেকে বেরিয়ে আসা রিপোর্টে। ... যাচ্ছে বোকা ডেল ডিয়াবলোর দিকে... সংখ্যায় খুব বেশি হলে পনেরো কি বিশজন হবে।'

'চিলি চারটে মিলিটারি ডিস্ট্রিক্ট-এ ভাগ করা, প্রতিটিতে কমপক্ষে একটা করে

ডিভিশন আছে,' রানাকে জানালেন জেনারেল। 'ডিভিশনগুলোয় লোকবল কম, কারণ সেনাবাহিনীর সব সদস্যকে সরকার পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছে না। আরও একটা কারণ, স্যাবটাজের আশঙ্কা থাকায় তামার খনিগুলো পাহারা দেয়ার জন্যে প্রচুর সৈনিক পাঠাতে হয়েছে। এখানে আসার পর আমরা ভেবেছিলাম, ঠাণ্ডায় হি-হি করা ছাড়া আমাদের কোনও কাজ নেই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সারপ্রাইজ দেয়ার মত একটা কিছু ঘটতেও পারে।'

রেডিওর রিপোর্ট থেমে থেমে আসছে। 'ওদের গতি কমে গেছে... সম্ভবত নিজেদের ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এসেছে ওরা...'

'কী ধরনের সারপ্রাইজ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চলুন, দেখতে পাবেন।'

কিনারায় ফার মোড়া একজোড়া ক্যামপেইন কোট নিয়ে এল একজন এডিসি। ওগুলো পরে ব্যারাক গ্রাউন্ডে বেরিয়ে এল ওরা। জলপাই রঙের একটা হেলিকপ্টার দাঁড়িয়ে আছে, বাতাসে অলসভঙ্গিতে ঘুরছে রোটরগুলো। ওরা উঠে বসতেই যান্ত্রিক ফড়িং উঠে এল আকাশে।

টিয়েররা ডেল ফুয়েগো বিশাল এক পাথুরে মালভূমি, ভেড়া চরানো ছাড়া আর তেমন কোনও কাজে আসে না। কুয়াশা এখানে মাটি থেকে খাড়া স্তম্ভের মত উঠে এসেছে আকাশে, স্তম্ভগুলোকে চিরে ছুটে চলল হেলিকপ্টার। নীচে গম্ভীরদর্শন পাহাড়চূড়া দেখা গেল, ভেড়াগুলো এঞ্জিনের আওয়াজ পেয়ে ছুটোছুটি করছে গোটা উপত্যকায়।

'সরকার বিরোধী আন্ডারগ্রাউন্ড পার্টিগুলো একজোট হয়ে একটা বাহিনী তৈরি করেছে,' চিৎকার করে বললেন জেনারেল 'লা পাইটাস, মানে হলো ল্যাটিন দরদী। শহরগুলোর কাছাকাছি খামার মালিকদের বন্দী করে পণ আদায়ে ব্যস্ত ছিল ওরা, এদিকটায় আগে কখনও আসেনি। পাথর আর ভেড়া ছাড়া কী আছে যে আসবে? কাজেই যখন এল, আমরা কড়া নজর রাখলাম। ভাবলাম আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে গোলাবারুদ চুরি করবে, কিংবা বোমা মেরে দু'একটা প্লেন উড়িয়ে দেবে। কিন্তু হঠাৎ করেই তারা গায়েব হয়ে গেল।'

নীচে কোথাও প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই।

'তারপর খবর পেলাম আমেরিকান নৌ-বাহিনীর একটা ফ্রেইটার জাহাজ আমাদের জলসীমার বাইরে নোঙর ফেলেছে। দূর থেকে ওটার ওপর নজর রাখা হলো। রিপোর্ট এল, ফ্রেইটার থেকে একটা বোট পাঠানো হয়েছে তীরে। এদিকে তীর বলতে খাড়া পাহাড়, সৈকত নেই বললেই চলে।'

পাহাড়চূড়া টপকে এসে একটা উপত্যকায় নামল কপ্টার। ওরা বেরিয়ে আসতেই মাউনটেড সোলজারদের একটা ট্রুপকে দেখা গেল, এতক্ষণ এক সারি বোল্ডারের আড়ালে লুকিয়ে ছিল, প্রত্যেকের স্যাডলের সঙ্গে যার যার সাবমেশিন গান স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো। ওদের ঘোড়ার নাক থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ট্রুপ লীডার একজন ক্যাপ্টেন, ঘোড়া থেকে নেমে স্যালুট করল সে, তারপর বলল, 'লা পাইটাসের গ্রুপটা নিজেদের ক্যাম্পে পৌঁছেছে, জেনারেল। স্কাউট রিপোর্ট করেছে, জিনিস-পত্র গোছগাছের লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে কাল সকালেই ওরা চলে যাবে।'

'গুড,' জবাব দিলেন জেনারেল। 'স্কাউটকে জিজ্ঞেস করো, পাইটাসদের ওই ক্যাম্পে পৌঁছাবার উপায় কী।'

ক্যাপ্টেনের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে রেডিও অপারেটর। হাতের রেডিও অন করে কারও সঙ্গে যোগাযোগ করল সে, সম্ভবত স্কাউটের সঙ্গেই। কয়েক সেকেন্ড পর সেট অফ করে বলল, 'স্কাউট বলছে, গিরিপথের ভেতর দিয়ে একটা পথ ওপর দিকে উঠে গেছে, সেটার মুখে পাহারা বসিয়েছে ওরা। তবে ক্যাম্পের পিছনে পাহাড়-প্রাচীর বা আগুনে জলার ওপর নজর রাখছে না।'

চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব ফুটিয়ে জেনারেল মাথা ঝাঁকালেন। 'তা হলে ওরা মারা গেছে,' ঘোষণা করলেন তিনি। তাঁর নির্দেশে দুটো অতিরিক্ত ঘোড়া আনা হলো।

সব মিলিয়ে বিশজন ঘোড়সওয়ার রওনা হয়ে গেল তখুনি। ঢালের গায়ে বাদামী ও সবুজ ঝোপগুলো বেশ উঁচু, তার ভেতর দিয়ে ওপরে উঠছে ওরা। বাতাস ক্রমশ আরও ঠাণ্ডা আর ভারী হয়ে উঠল। কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা রিজ-এ উঠে এল ওরা, দু'দিকে হাজার ফুট গভীর খাদ, দমকা বাতাস সরু ট্রেইল থেকে ঘোড়াগুলোকে হটিয়ে দেয়ার হুমকি দিচ্ছে। খানিক পরপর বাতাস বয়ে আনছে দু'এক প্রস্থ মেঘ, তখন বাধ্য হয়েই লাগাম টেনে দাঁড় করাতে হচ্ছে ঘোড়াগুলোকে। মেঘ না সরা পর্যন্ত সবাই ওরা অন্ধ।

'ক্যানিয়ন ট্রেইল ধরে যাওয়াটাই সহজ হবে,' রানাকে বললেন জেনারেল। 'তবে তা গেলে পাইটাসদের সারপ্রাইজ দেয়া যাবে না।'

অবশেষে ঢাল বেয়ে নামা শুরু হলো। হঠাৎ ট্রেইলে বেরিয়ে এল এক তরুণ রাখাল, গায়ে চামড়ার তৈরি ঢোলা কোট। ওদেরকে চিনতে পেরে হাতের সাবমেশিন গানটা নিচু করল। তার প্যাকে রেডিওর অ্যান্টেনা রয়েছে। এই-ই তা হলে ক্যাপ্টেনের স্কাউট।

'দু'জন গার্ড,' বলল সে। 'দু'জনেই ক্যানিয়ন পাহারা দিচ্ছে। আপনারা ঝুঁকি নিতে রাজি থাকলে পাহাড়চূড়া থেকে গিরিপথে নামার পথটা দেখিয়ে দিতে পারি।'

'পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে?' জানতে চাইলেন জেনারেল

'ক্যাম্পে? সাত কি আট ঘণ্টা।'

'ততক্ষণে ওরা চলেও যেতে পারে। নাহ্!' মাথা নাড়লেন জেনারেল। 'দ্বিতীয় পথটাই ধরতে হবে।'

দ্বিতীয় পথ মানে জলা, সেই জলাও এমন অদ্ভুত যে নাম রাখা হয়েছে টিয়েররা ডেল ফুয়েগো– আগুনে মাটি। বিপজ্জনক বাতাস ও অশুভ মেঘের চেয়েও জলাটাকে বেশি ভয় পাচ্ছে সৈনিকরা। কিনারায় পৌঁছে কারণটা বুঝতে পারল রানা।

নিরেট, যেন দুর্ভেদ্য, ফেনা ও ধোঁয়ার একটা মাঠ ওদের সামনে; পাতালের সমস্ত বিষনিঃশ্বাস যেন সহস্র কোটি ছিদ্রপথ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। নারকীয় দৃশ্যটা মাইলের পর মাইল বিস্তৃত, যেন প্রাণহীন একটা মাইন ফিল্ড, পা ফেলতে ভুল করলে সওয়ার সহ ঘোড়া ডুব দেবে টগবগে ফুটন্ত ডোবায় কিংবা বুদ্বুদে ঢাকা কাদায়, যেখান থেকে কাউকে কোনওদিন উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

আলোড়িত ফেনা আর ধোঁয়া দেখে জলার কিনারায় নার্ভাস ভঙ্গিতে ঘোড়াগুলো লাফালাফি শুরু করল।

'গরম ফেনায় গোসল করতে চিলিয়ান সৈন্যরা ভয় পায়, তা যেন ভাববেন না, মি. রানা, প্লীজ,' বললেন জেনারেল। 'জলার এ আর কী দেখছেন। সামনে আরও আছে।'

সামনে কী আছে তা আর বললেন না জেনারেল। নিজের ঘোড়া নিয়ে লাইনের সামনে চলে গেল স্কাউট, তার পনির পদক্ষেপে কোনও রকম দ্বিধা নেই। ওরা অনুসরণ করল, সবাই যে যার অনিচ্ছুক বাহনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত। একে একে সবাই ভৌতিক ধোঁয়ার ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

বুদ্বুদের বিস্ফোরণ, উথলানো কাদা, আর বাষ্পের বিরতিহীন হিসহিস শব্দে খুরের আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। এক এক সময় মাটি পাথরের মতই দৃঢ়, কিন্তু অকস্মাৎ সেই মাটিই ডেবে গিয়ে ঘোড়সওয়ারকে আত্মঘাতী ভুল পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত করছে। তারপর হঠাৎ ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাস ফেলার আওয়াজ শুনল রানা, চাক্ষুষ দেখতে না পেলেও উপলব্ধি করল একজন ঘোড়সওয়ার আত্মরক্ষার জন্যে প্রাণপণে লাগাম টেনে ধরেছে। পরে এক সময় দেখা গেল ঘন ঘন ঢেকুর তুলে পাতাল যেখানে বাষ্প ছাড়ছে, তার চারপাশে থরথর করে কাঁপছে মাটি, মাটির সঙ্গে কাত হতে চাইছে ঘোড়াও। বিনা নোটিসে ছুটে এসে সওয়ার আর ঘোড়ার গায়ে আঘাত করছে পাথর, পাথর মেশানো কাদা আর বাষ্প এমন এক জায়গা থেকে চোখের পলকে হাজার ফুট উঁচু হলো যেখানে কয়েক সেকেন্ড আগেও কিছু ছিল না।

হাতঘড়ি দেখল রানা। জলায় নামার পর পনেরো মিনিট পার হয়ে গেছে। ওরা সম্ভবত ক্যাম্পের কাছাকাছি চলে এসেছে। বাকি পথে আর কী থাকতে পারে?

তারপর রানা দেখতে পেল। প্রথমে কাঁপা কাঁপা নীল একটা শিখা, তারপর আরেকটা। বাষ্প আর ধোঁয়ার ভেতর প্রতি পদক্ষেপে অন্তত পঞ্চাশটা শিখা মাটি চাটছে। 'আগুনে জলা,' রেডিও অপারেটর বলেছিল। ওরা একটা প্রাকৃতিক গ্যাস ফিল্ডে ঢুকে পড়েছে। এমন একটা গ্যাস ফিল্ড, যাতে আগুন ধরে গেছে।

হাসি হাসি ভাব উবে গেছে, ঘাড় ফিরিয়ে রানাকে একবার দেখে নিলেন জেনারেল, তারপর রুমাল দিয়ে বেঁধে নিলেন নাকটা। সবার দেখাদেখি রানাও তাই করল। বাষ্প এখন কটুগন্ধী, নাকের পট্টি ভেদ করে মগজে আঘাত করছে। পরিবেশটা এখন আর শুধু ভৌতিক নেই, ওদের যেন অধঃপতন ঘটেছে সরাসরি নরকে। বাষ্প আর কাদার বিস্ফোরণ পিছনে ফেলে এসেছে ওরা, ত্রিশ ফুট দূরের জ্বলন্ত গ্যাসের নীল ও কমলা রঙের টাওয়ার লাফ দিয়ে আকাশ ছুঁতে চাইছে, তার আলোয় অস্থির ও সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলোর দীর্ঘ ছায়া পড়ছে মাটিতে। সৈনিকরা এত কেন ভয় পাচ্ছিল, এতক্ষণে উপলব্ধি করল রানা। এই আগুনে জলা থেকে বেরুবার আগেই যদি পাইটাসরা ওদেরকে দেখে ফেলে, বিশজনের একজনকেও আর প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে হবে না। কারণ গোটা গ্যাস ফিল্ডে অগ্নিগিরির মত বিস্ফোরণ ঘটাতে দরকার শুধু একটা গ্রেনেড।

মিনিট যেন ঘণ্টার মেয়াদ পেয়ে গেছে, প্রতি পদক্ষেপে চলছে শয়তানের সঙ্গে জুয়াখেলা। ওদের পিছনে আগুনের একটা স্তম্ভ আকাশ ছুঁলো, ঢেকে দিল ফেলে আসা ট্রেইল। এখন আর ফিরে যাবার কোনও উপায় নেই। রানার সামনের লোকটা স্যাডলের ওপর নেতিয়ে পড়ল, ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে পড়ে যাচ্ছে। দ্রুত তার কাছে চলে এল রানা, একেবারে শেষ মুহূর্তে ধরে ফেলায় ঠেকানো গেল পতনটা। ক্ষতিকর বাষ্পে আক্রান্ত হয়ে জ্ঞান হারিয়েছে লোকটা, তার চামড়া সবুজ হয়ে গেছে। প্রতি পদে ওত পেতে আছে মৃত্যু, তবু থেমে থাকার উপায় নেই। কেউ জানে না কখন পায়ের নীচে বিস্ফোরিত হবে গ্যাস। এ যেন কেয়ামত অগ্রাহ্য করে শুধু সামনে এগিয়ে চলা।

জেনারেল একটা হাত তুলতে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। সামনে আগুনের আর মাত্র একটা পর্দা দেখা যাচ্ছে, ওই পর্দার ওপারে পাথরের একটা প্রাচীর, প্রাচীরের ওদিকে পাইটাসদের ক্যাম্প। স্যাডলে আটকানো সাবমেশিন গান যার যার হাতে চলে এল, জ্বলন্ত গ্যাসের হিসহিস শব্দে ধাতব আওয়াজ চাপা পড়ে গেল। নিঃশব্দ সংকেতে জেনারেল ও ক্যাপ্টেন সৈনিকদের দুই ভাগে ভাগ করলেন, বিদ্রোহীদের পালানো বন্ধ করার জন্যে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে ক্যাম্পে হানা দেবে তারা। রানা নিঃসঙ্গ থাকল, কোনও দলে যোগ দিল না। মার্কিন ফ্রেইটার থেকে সিআইএ-র কোনও স্পাই যদি তীরে নেমে থাকে, পাইটাসদের সঙ্গে এই ক্যাম্পেই তার থাকার কথা। কোণঠাসা স্পাই যদি দেখে পালাবার কোনও পথ নেই, আত্মহত্যা করা বিচিত্র নয়। আত্মহত্যা যদি না-ও করে, জেনারেলের গুলি খেয়ে অবশ্যই তাকে মরতে হবে। রানার সিদ্ধান্ত, সেরকম কিছু ঘটার আগে হতবিহ্বল পাইটাসদের ভেতর ঢুকে লোকটাকে ছিনিয়ে আনবে ও। সিদ্ধান্তটা নিজের বলেই কাজটাকে ওর অসম্ভব বলে মনে হলো না। কিন্তু দায়িত্বটা অন্য কেউ চাপালে তাকে নির্ঘাত পাগল মনে করত।

সৈনিকদের চোখে-মুখে স্বস্তি ও প্রত্যাশা, বাগিয়ে ধরা অস্ত্র হাতে সবাই তৈরি। জেনারেল হাত নামালেন। দু'ভাগ হয়ে ছুটল ঘোড়া, গতি ক্রমশ বাড়ছে। জলার সামান্য ভেতরে রানা যেখানে দাঁড়িয়ে, সেখান থেকে একজন সেন্ট্রিকে দেখতে পাচ্ছে ও। সেন্ট্রি তাকিয়ে আছে ক্যানিয়ন ট্রেইলের ওপর, খুব কাছ থেকে খুরের আওয়াজ পাচ্ছে অথচ ট্রেইলে কোনও ঘোড়া না দেখে হতভম্ব। তারপর সে ঘাড় ফেরাল, দেখতেও পেল সৈনিকদের। একজোড়া সাবমেশিন গান গর্জে উঠল, বিস্মিত সেন্ট্রিকে নাচানাচি করতে বাধ্য করছে ঝাঁক ঝাঁক বুলেট।

ক্যাম্পের লোকজন লাফ দিয়ে সিধে হলো, ঘুম জড়ানো চোখে দু'দল ঘোড়সওয়ারকে লক্ষ্য করে গুলি করছে। ফাঁদে আটকা পড়েছে তারা, পালাবার দুটো দিকই বন্ধ করে দিয়েছে সৈন্যরা। ঘোড়ার পিঠে বুটের গুঁতো মেরে জলা থেকে তীর বেগে বেরুল রানা, উদ্দেশ্য কোণঠাসা পাইটাসদের মাঝখানে পৌঁছানো।

দু'দিক থেকে ছুটে আসা দু'দল সৈনিককে ঠেকাতে ব্যস্ত ওরা, খেয়াল করল না আরেকদিক থেকে নিঃসঙ্গ একজন ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছে। বিস্ময়ের ঘোর এখনও ওদের কাটেনি, তার ওপর মৃত্যুভয় আতঙ্কিত করে তুলেছে। ওদের দশ

গজের মধ্যে পৌঁছে গেল রানা, এতক্ষণে এই প্রথম একজন ওকে দেখতে পেয়ে হাতের একে-ফরটিসেভেনটা ওর দিকে ঘোরাল। লাইট মেশিন গান থেকে গুলি বেরুবার আগেই রানার হাতে খেঁকিয়ে উঠল ওয়ালথারটা। তবে লোকটাও গুলি করেছে। ছিটকে মাটিতে পড়ল রানা, শরীরটাকে গড়িয়ে দিয়ে সদ্য নিহত ঘোড়ার কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। স্থির হলো ও, পাথুরে পেট, আরেকটা গুলি করার জন্যে তৈরি। লোকটা এখন আর দাঁড়িয়ে নেই, দুই হাঁটু পাথুরে মাটিতে গাঁথা, টলছে; কপালে গাঢ় রঙের একটা গর্ত।

জেনারেলের হামলা দ্রুত কাছে চলে আসছে, প্রতিপক্ষ পাইটাসদের প্রতিরক্ষা পুরোপুরি ভেঙে পড়ছে। এরইমধ্যে ওদের অর্ধেক লোক হয় মারা গেছে নয়তো আহত হয়েছে। বাকি সবাই মাটিতে শুয়ে পাল্টা গুলি করছে। তবে দু'জন লোককে বসে থাকতে দেখল রানা।

ক্যাম্প ফায়ারের পাশে দু'জনকেই খুব ব্যস্ত মনে হলো। আগুনের আভায় রানা দেখল, একজন দীর্ঘদেহী শ্বেতাঙ্গ হাঁটু মুড়ে বসে জ্বলন্ত কয়লায় কাগজ-পত্র ফেলছে, মাথায় হ্যাট। ওই হ্যাটই বলে দিল, লোকটা ফ্রেইটার থেকে এসেছে।

আঁকাবাঁকা পথ ধরার সময় নেই, আহত পাইটাসদের টপকে সোজা ছুটল রানা। জেনারেলের দেয়া ভারী ওভারকোটে হ্যাঁচকা টান পড়ল একবার, সেটাকে ভেদ করে বেরিয়ে গেল দুটো বুলেট। মাটি থেকে লাফ দিয়ে সিধে হলো একজন পাইটাস, ম্যাচেটি চালাল ওর মাথা লক্ষ্য করে। ঝট করে মাথা নামিয়ে তার পেটে পা ছুঁড়ল রানা। ক্যাম্প ফায়ারের উল্টোদিকে তৃতীয় একটা লোক শুয়ে ছিল, সিধে হয়ে রানার দিকে একে-ফরটিসেভেন তুলল সে। আরেকবার খেঁকিয়ে উঠল পিস্তল, অস্ত্র ফেলে আগুনে লাফ দিল লোকটা।

লোকটা আগুনে পড়তেই চমকে উঠে সিধে হলো পাইটাসদের লীডার, কোমর থেকে .৪৫ বের করছে। ইতিমধ্যে আবার ট্রিগার টেনেছে রানা, কিন্তু চোখের কোণে ধরা পড়ল বিদ্যুৎগতি ইস্পাতের ওপর আলোর প্রতিফলন। একজন পাইটাস, রানা তাকে দেখতে পায়নি, ম্যাচেটির আঘাতে ওর হাত থেকে খসিয়ে দিল ল্যুগারটা। বাতাস চিরে আবার ছুটে এল ম্যাচেটি, এবার লক্ষ্যস্থির করেছে রানার গলা। ধারাল ম্যাচেটির নীচে বসে পড়ল ও, লোকটার হাঁটু ধরে টান দিল নিজের দিকে। কিন্তু তাল হারিয়ে লোকটার সঙ্গে রানাও চিৎ হয়ে পড়ল, শুরু হলো ধস্তাধস্তি। তারপর একসঙ্গে দাঁড়াল, ম্যাচেটিটা রানার হাতে চলে এসেছে। ধারাল ফলা কণ্ঠায় ছোঁয়াল রানা, শরীরটাকে ঢাল হিসেবে ধরে রেখেছে সামনে। 'অস্ত্র ফেলে দাও!' পাইটাস লীডারকে বলল ও।

লাল দাড়ি আর লালচে চোখ, বুনো মোষের মতই প্রকাণ্ড আর কালো, রানার নির্দেশ অমান্য করে সহযোদ্ধার বুক বিদীর্ণ করে দিল পাইটাস লীডার একের পর এক গুলি করে, আশা করছে হিউম্যান শিল্ড ভেদ করে রানাকেও আঘাত করবে ওগুলো।

ঢালটাকে লীডারের দিকে ছুঁড়ে দিল রানা। স্যাৎ করে একপাশে সরে গেল সে, তবে ইতিমধ্যে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠে পড়েছে রানা, নেমে এল সরাসরি তার বুকে। নিস্তেজ হয়ে আসা ক্যাম্প ফায়ারের মাঝখানে পড়ল ওরা। খুলিতে

কনুইয়ের গুঁতো লাগায় চোখে অন্ধকার দেখল রানা, জ্বলন্ত কয়লার ভেতর ঠেসে ধরায় মাথার চুল পুড়ে যাচ্ছে। খিস্তি করছে লীডার, আঙুলগুলো রানার গলা খুঁজছে।

লীডার খেয়াল করেনি তার ফেটিগের কলার রানার মুঠোয় ধরা। হ্যাঁচকা টানে তার মুখটা সরাসরি আগুনে নামিয়ে আনল ও। আর্তনাদ জুড়ে দিয়ে যখন সিধে হচ্ছে, ওর হাতের কিনারা নাকে এসে লাগল ভোঁতা ম্যাচেটির মত। নাক-মুখ থেকে গলগল করে রক্ত বেরিয়ে আসছে, তবে এরইমধ্যে রানা তার প্রধান টার্গেটের দিকে মনোযোগ সরিয়ে নিয়েছে।

সিআই এ মেসেঞ্জার অটোমেটিকের ব্যারেলটা হাঁ করা মুখের ভেতর পুরছে। বিদ্যুৎ বেগে ছুটে এসে হাতটা ধরে ফেলল রানা, উদ্দেশ্য হাতটাকে সরিয়ে আনা নয়, কব্জির প্রেশার পয়েন্টে চাপ দিয়ে আঙুল অবশ করে ফেলা।

রণক্ষেত্রের মাঝখানে বসে আছে লোকটা, খোলা মুখে তাক করা অস্ত্রটা দেখছে, ভাবছে বুলেটটা বেরিয়ে এসে মগজ উড়িয়ে না দেয়ার কী কারণ। হতভম্ব ও অসহায়, বোকার মত মুখ তুলে রানার দিকে তাকাল। রণক্ষেত্রের শেষ গুলিটার শব্দও বাতাসে মিলিয়ে গেছে, ওদের দিকে এগিয়ে আসছেন উল্লসিত জেনারেল: একটা বাহু থেকে রক্ত ঝরছে ান্ত ভাবে সিআই এ এজেন্টের অসাড় হাত থেকে অস্ত্রটা নিলেন তিনি, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে রানার হাতে ঘায়েল হওয়া পাইটাসদের দিকে তাকালেন। 'অভিনন্দন, মি. রানা।' বললেন তিনি। 'আপনি সত্যি একজন সাহসী যোদ্ধা।'

পুনটা আরেনায় ফিরে এসে আর্মি হেডকোয়ার্টারে ইন্টারোগেট করল ওরা সিআইএ মেসেঞ্জারকে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, রানাকে ছাড়াই ইন্টারোগেশন শুরু করা হয়। রানা যখন কামরায় ঢুকল, তার আগেই চিলিয়ান মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স অভিযানের সুফল নষ্ট করে ফেলেছে, টরচারে তাদের হাতে মারা পড়েছে বারো জন বিদ্রোহী লা পাইটাস।

'গলদটা আমি ধরতে পারছি না,' অফিসার ইন চার্জ বলল রানাকে। 'আমি শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে লোকটা এরকম হয়ে গেল।'

ঘরে দুশো পাওয়ারের বালব জ্বলছে। মাঝখানে একটা চেয়ারে শিবদাঁড়া খাড়া করে বসে আছে সিআইএ মেসেঞ্জার প্রথমেই রানা লক্ষ করল, লোকটার চোখে পলক পড়ছে না। মুখের সামনে একটা হাত আগুপিছু করাল ও, তার চোখ সেটাকে অনুসরণ করল না কানের পাশে হাততালি দেয়া হলো। কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। বাহুতে একটা সুই ঢোকাল রানা। কিছুই ঘটল না।

'এটাকে ক্যাটাটনিক অবস্থা বলে।' রানা চিন্তিত। 'কোনও মেডিসিন দায়ী হতে পারে, কিংবা...' কথাটা শেষ করল না। 'শ্বাস-প্রশ্বাস ধীর হয়ে গেছে, হার্টবিটও অনেক স্লো। বলছেন, আপনি যখন ঢুকলেন তখন ওর অবস্থা এরকম ছিল না?'

'না। শুধু দেখলাম ভয় পাচ্ছে। জিজ্ঞেস করলাম, পাইটাসদের জন্যে কী মেসেজ নিয়ে এসেছে সে, ব্যস, তারপরই হঠাৎ এরকম হয়ে গেল। আপনার কি

ধারণা, ব্যাটা অভিনয় করছে?'

জবাব না দিয়ে আরেকটা প্রশ্ন করল রানা, 'প্রশ্নটা আপনি তাকে স্প্যানিশ ভাষায় করেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। এ লোক নিশ্চয়ই স্প্যানিশ জানে, তা না হলে সিআইএ তাকে পাঠাবে কেন।'

রানা ভাবল, বরং উল্টোটাই সত্যি হবার বেশি সম্ভাবনা। সিআইএ-র কাজের ধারা সম্পর্কে ওর অভিজ্ঞতা আছে। ফ্রেইটার থেকে একটা বোট মেসেঞ্জারকে তীরে পৌঁছে দেবে। পাইটাসরা সান্টিয়াগোয় নিয়ে যাবে তাকে। ওখানে একজন অনুবাদক অপেক্ষা করছে, মেসেঞ্জার তার হাতে তুলে দেবে মেসেজটা। কিন্তু পথে কোথাও যদি পাইটাসদের হাতছাড়া হয়ে যায় সে, ধরা পড়ে আর্মির হাতে, তখন যদি জিজ্ঞেস করা হয় কেন সে চিলিতে এসেছে, শোনামাত্র পোস্ট-হিপনটিক ট্রান্স-এ পৌঁছে যাবে। এর আয়োজন করা হয়েছে সাইকোলজিকাল কন্ডিশনিং-এ স্পেশালাইজড্ একটা ল্যাবরেটরিতে, আর উপকরণ হিসেবে দরকার হয়েছে শুধু একটা টেপ, ওই টেপ থেকেই বেরিয়েছে স্প্যানিশ ও ইংরেজিতে ট্রিগার কোশ্চেনটা। ব্যাখ্যাদানের জন্যে একটা ইলেকট্রিক জেনারেটরও দরকার হয়েছে। রানা যদি আর পাঁচ মিনিট আগে আসার সুযোগ পেত, মেসেঞ্জারের মনের ভেতর ঢোকার জন্যে কৌশলে কোমল কিছু শব্দ ব্যবহার করার সুযোগ নিতে পারত। এখন ওদের হাতে যে রয়েছে, তাকে মৃত বললেই হয়। মরা মানুষ কথা বলতে পারে না।

'এইরকম সম্মোহিত অবস্থায় কতক্ষণ থাকবে সে?' নার্ভাস অফিসার জানতে চাইল।

'ট্রেইন্ড একজন সাইকোলজিস্ট রিকন্ডিশনিং-এর দায়িত্ব নিলে এই ঘোর থেকে ওকে বের করে আনতে এক মাসও লেগে যেতে পারে। সেরকম কাউকে যদি না পাওয়া যায়, কম করেও ছ'মাস লাগবে। যেভাবেই দেখা হোক, এ লোক আপনাদের কোনও কাজে আসবে না।'

'সত্যি আমি দুঃখিত! আমি আসলে বুঝতে পারিনি...'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এল রানা।

চার

মেসেঞ্জার মুখ না খুললেও, অভিযান পুরোপুরি ব্যর্থ হয়নি। ব্যাপারটা রানা উপলব্ধি করল সান্টিয়াগোতে ফেরার সময় প্লেনে বসে পোড়া কাগজের কয়েকটা টুকরো জোড়া লাগাতে গিয়ে। ওগুলোয় রোমান হরফে লেখা সংকেত রয়েছে। অনেক হরফেরই অস্তিত্ব নেই, কাগজের সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, তবু রানার মনে হলো আংশিক হলেও এই কোড ভাঙা সম্ভব। তবে ভাঙতে হলে রানা এজেন্সির লন্ডন শাখার স্পেশাল-অ্যাফেক্ট ও এডিটিং ল্যাব-এর সাহায্য প্রয়োজন

হবে। অর্থাৎ সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

প্লেন ল্যান্ড করার পর বন্ধ একটা লিমাজিনে ওকে অভ্যর্থনা জানালেন একজন মন্ত্রী, সাবেক মেজর জেনারেল। গাড়িতে রানা উঠতে চায়নি, দু'জন সশস্ত্র বডিগার্ড বারবার অনুরোধ করায় উঠতে হলো। 'আবার কি আমাকে প্রেসিডেন্ট ভবনে যেতে হবে, দাওয়াত খেতে?' প্রশ্নটায় সামান্য বিরক্তি, খানিকটা শ্লেষ প্রকাশ পেল। ভদ্রলোককে ওখানেই কাল রাতে দেখেছে রানা।

'মেসেঞ্জারের কাছ থেকে কিছু পেলেন, মি. রানা?' মার্জিত কণ্ঠস্বর; তবে প্রশ্নটা সরাসরি, তাগাদার সুর স্পষ্ট।

ভদ্রলোক একহারা, চোখে মুখে বুদ্ধিমত্তার ছাপ। রানা জবাব দিচ্ছে না দেখে মুচকি একটু হাসলেন, হাত বাড়িয়ে ওর কোটের কাঁধে টোকা দিয়ে কাল্পনিক ধুলো ওড়ালেন, তারপর আবার বললেন, 'এত সুন্দর কাটিং, টেইলর মাস্টারের নামটা বলবেন, প্লীজ?'

সোহেলের কাছ থেকে পাওয়া পাসওয়ার্ড মিলে যাচ্ছে। ইনিই তা হলে ওর বিসিআই কনট্যাক্ট। রানা বলল, 'সরি, ভদ্রলোক মারা গেছেন।'

'কিন্তু আমাদের মেসেঞ্জার, মি. রানা?'

'তাকেও আপনি জ্যান্ত একটা লাশ বলতে পারেন,' বলল রানা। 'কী পেয়েছি? কয়েক টুকরো আধ পোড়া কাগজ। অ্যানালাইজ না করা পর্যন্ত কোনও সাহায্যে আসবে না।'

'তার এখন সময় নেই,' মিনিস্টার বললেন। 'এটা পড়ুন, প্লীজ।' রানার হাতে একটা এনভেলাপ ধরিয়ে দিলেন তিনি।

সেটা খুলে ভাঁজ করা একটা চিঠি বের করল রানা, ফ্যাক্সযোগে মস্কো থেকে এসেছে। চিঠির নীচে সোহেলের সই, চিনতে কোনও অসুবিধে হলো না। বেশ বড় চিঠি, পড়তে সময় লাগল। কীভাবে কী ঘটল, এরপর কী ঘটতে যাচ্ছে, সবই জানিয়েছে সোহেল।

সিআইএ হেডকোয়ার্টার ল্যাংলিতে বিসিআইএ-র একজন ইনফর্মার আছে, সে তার নিয়মিত রিপোর্টে বিসিআই হেডকোয়ার্টারকে গোপন একটা ষড়যন্ত্রের কথা জানায়– কমিউনিস্ট বিরোধী যে-সব রাজনৈতিক দল আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গেছে তারা সেনাবাহিনীর একটা অংশ, দলীয় ক্যাডার এবং আদিবাসীদের নিয়ে লা পাইটাস নামে একটা জোট গঠন করেছে, উদ্দেশ্য চিলিতে একটা সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটানো আদিবাসীরা রাইফেল চালাতে জানে, কিন্তু তাদের কাছে আধুনিক অস্ত্র বা অ্যামিউনিশন নেই; সেনাবাহিনীর যে অংশটাকে কাজে লাগাবে লা পাইটাস তাদের মধ্যে অফিসার পর্যায়ের লোক খুব কম, ফলে তারাও আর্মস-অ্যামিউনিশন খুব কমই যোগাড় করতে পারবে। কাজেই এ-সব কেনার জন্যে লা পাইটাস নেতারা আন্তর্জাতিক ব্ল্যাকমার্কেটে খোঁজ-খবর নিতে শুরু করেন। তাদের এই তৎপরতা সম্পর্কে জানতে পারে সিআইএ, জানার সঙ্গে সঙ্গে সাহায্য করার প্রস্তাব দেয়। সিআইএ-র প্রস্তাবে বলা হয়, শুধু চিলিতে নয়, একই সঙ্গে পেরু ও বলিভিয়াতেও সশস্ত্র অভ্যুত্থান সংঘটিত হতে হবে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ কিনতে হবে না, প্রচুর পরিমাণে তারাই সাপ্লাই দেবে। শর্ত একটাই, তাদের পছন্দমত

কমিউনিস্ট বিরোধী লোকজনকে দিয়ে সরকার গঠন করতে হবে। সিআইএ-র এই প্রস্তাব লা পাইটাস নেতারা লুফে নেয়।

এরপরই জানা গেল, রাশিয়ার বাণিজ্যমন্ত্রী চিলি সফরে যাচ্ছেন শুনে সিআইএ চীফ মারফি ডানকান সাহায্য করার প্রস্তাবে নতুন একটা শর্ত জুড়ে দিয়েছেন। ভ্লাদিমির বেলায়েভ কেজিবির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর থাকার সময় সিআইএ-র প্রচুর ক্ষতি করেছেন, সে-কারণে মারফি ডানকান তাঁর ওপর সাংঘাতিক খেপা। তাঁর নতুন শর্ত হলো, বেলায়েভকে খুন করাটা হবে অভ্যুত্থান শুরু করার সংকেত।

এ-সব গোপন তথ্য সময়মতই চিলি সরকার ও কেজিবিকে জানিয়েছে বিসিআই। কিন্তু তবু একটা ফাঁক থেকে গেছে। সেটা হলো, সিআইএ লা পাইটাসকে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ দিয়ে সাহায্য করবে ঠিকই, কিন্তু কখন কীভাবে সে সাহায্য চিলিতে পৌঁছাবে তা জানা যায়নি।

বিসিআই সতর্ক করার পর আতঙ্কিত চিলি সরকার তাড়াহুড়ো করে সামরিক মহড়ার আয়োজন করে। উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিপক্ষকে জানিয়ে দেয়া যে সরকার বিদ্রোহ দমনে প্রস্তুত হয়েই আছে। কিন্তু এর মধ্যেও খুঁত আছে। বড় শহরগুলোয় সেনাবাহিনীর যে-সব সদস্যকে নামানো হয় তারা সবাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ দেশপ্রেমিক হিসেবে চিহ্নিত, কিন্তু মোট সেনাসদস্যের তিন ভাগের মাত্র এক ভাগ। বাকি দুই ভাগ সম্পর্কে সরকার নিশ্চিত নয়। তারমানে এই নয় যে তারা সবাই বিশ্বাসঘাতকতা করবে। তবে সাবধানের মার নেই ভেবে তাদেরকে শুধু অস্ত্র দেয়া হয়েছে, গোলা-বারুদ দেয়া হয়নি। পেরু আর বলিভিয়ারও প্রায় এই একই সমস্যা।

সমস্যা ভ্লাদিমির বেলায়েভকে নিয়েও। কেজিবির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর হিসেবে খুবই দক্ষতা দেখান তিনি। সবাই জানত, এরপর তিনিই ডিরেক্টর হবেন। কিন্তু মাতাল অবস্থায় একটা অঘটন ঘটিয়ে বসায় কেজিবি থেকে সরে আসতে হয় তাঁকে। এই যে সরে আসতে বাধ্য হয়েছেন, এটাকে তিনি সহজভাবে নিতে পারেননি। তাঁর মানসিক অবস্থা এখন এমন দাঁড়িয়েছে, কেজিবির নাম শুনলেই খেপে যান, সবাইকে অবিশ্বাস করেন, সেই সঙ্গে হয়ে উঠেছেন আনপ্রেডিক্টেবল একটা চরিত্র। এরকম অবস্থায় তাঁকে সতর্ক হতে বলাটা হিতে বিপরীত হয়ে উঠতে পারে, অন্তত কেজিবি চীফ ম্যাক্সিম বুখারিনের সেরকমই ধারণা। সব দিক চিন্তা করে সোহেলকে তিনি অনুরোধ করেন, কেজিবির সাবেক অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরকে বিসিআই যেন প্রোটেকশন দেয়। সেজন্যেই রানাকে বলা হয়েছিল সে যেন তার বুলেটপ্রুফ ভেস্টটা ভ্লাদিমির বেলায়েভকে ধার দেয়।

সবশেষে সোহেল চিঠিতে লিখেছে, রানার কাজ হবে সিআইএ-র ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করা অর্থাৎ আলোচ্য তিনটে দেশে সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটতে না দেয়া। শুনে মনে হতে পারে কাজটা খুব কঠিন, আসলে কিন্তু তা নয়। 'শালা বলে কী!' বিড় বিড় করল রানা, তারপর আবার মন দিল পড়ায়। সোহেলের ভাষায়, রানাকে আসলে 'ছোট্ট' দুটো দিকে নজর রাখতে হবে। দুটোর মধ্যে প্রথমটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। সেটা হলো, কোনও অবস্থাতেই বেলায়েভকে খুন হতে না দেয়া। কারণ

বেলায়েভের খুন হওয়াটাকে সিআইএ অভ্যুত্থান শুরুর সংকেত হিসেবে গণ্য করবে। আর দ্বিতীয় 'ছোট্ট' কাজটি হলো, চোখ-কান খোলা রেখে জানতে চেষ্টা করা সিআইএ কীভাবে লা পাইটাসকে অস্ত্র ও গোলা-বারুদ সরবরাহ করবে।

চিঠিটা এনভেলাপে ভরছে রানা। বিগড়ে যাওয়া মেজাজটাকে শান্ত করতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ও। সোহেল তো বলেই খালাস, কিন্তু যে লোক ওকে খুন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, তাকে বাঁচাবার কী দায় পড়েছে ওর? বেলায়েভ মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, তাই ওর সঙ্গে উদ্ভট আচরণ করেছেন, এটা বিশ্বাস করতে রাজি নয় ও। ব্যক্তিগত আক্রোশ না থাকলে এরকম অযৌক্তিক আচরণ কেউ করে না। তবে কী কারণে আক্রোশ, তা ওর জানা নেই।

চিঠিতে একটা বিষয়ে কিছুই লেখেনি সোহেল। সিআইএ-র ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে চিলি সরকার ও কেজিবিকে সাহায্য করার পিছনে বাংলাদেশ সরকার বা বিসিআই-এর কী স্বার্থ? না লিখলেও, চিলির কাছ থেকে কী পাওয়া যাবে তা রানা আন্দাজ করে নিল। চিলি এখন থেকে রাশিয়াকে খুব কম তামাই দেবে, বেশিটা পাবে বাংলাদেশ। কাজেই চিলিকে সাহায্য করার মধ্যে যুক্তি আছে। কিন্তু কেজিবির কাছ থেকে বিসিআই কী আশা করে?

তারপর নিজেই একটা ব্যাখ্যা দাঁড় করাল রানা। বিসিআই আসলে কেজিবিকে সাহায্য করছে না। বেলায়েভকে বাঁচিয়ে রাখার কথা উঠছে আসলে চিলিরই স্বার্থে।

মিনিস্টার বললেন, 'মেসেঞ্জার যখন ল্যাংলি থেকে এনেছে, নিশ্চয়ই কাগজগুলোয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে, তাই না, মি. রানা? কিন্তু এখন আর ল্যাবরেটরির ব্যবস্থা করার সময় নেই। আমার মন্ত্রণালয়ের বেসমেন্টে আপনার বসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, দয়া করে দেখুন কোডটা ভাঙতে পারেন কিনা।'

পর্দা ঢাকা গাড়ি থেকে সরকারি অফিস বিল্ডিঙের বেসমেন্টেই নামল রানা। মিনিস্টার ওকে পথ দেখিয়ে একটা কামরায় পৌঁছে দিয়ে ফিরে গেলেন। কোনও জানালা নেই, তবে এয়ারকুলার আছে। একটা চেয়ার, একটা টেবিল, টেবিলের ফ্লুরোসেন্ট ল্যাম্প থেকে সবুজাভ আলো ছড়াচ্ছে। টেবিলের ওপর আর মাত্র একটা জিনিস রয়েছে, একজোড়া খুদে চিমটা, পোড়া কাগজের টুকরোগুলো ধরার জন্যে।

সময়সাপেক্ষ হলেও, কোড ভাঙার পদ্ধতিটা জানা আছে রানার। একটানা ছ'ঘণ্টা লেগে থাকার ফলে ওর পিঠে ব্যথা ধরে গেল, তবে মনটা খুশি হয়ে উঠল পরিশ্রমটা সার্থক হতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে। কোড ভাঙার কাজে হাত দিল রানা পরে, তার আগে পোড়া কাগজগুলো জোড়া লাগাতে হলো। বন্ধ দরজায় নক করতে একজন গার্ড বাইরে থেকে দরজা খুলে দিল। 'মিনিস্টারকে ডেকে দাও,' বলল রানা।

দু'মিনিট পর মিনিস্টার কামরায় ঢুকলেন জোড়া লাগানো কাগজগুলো টেবিলের ওপর দেখে ভুরু কোঁচকালেন তিনি, বললেন, 'আমি হতাশ। জোড়া লাগাবার পরও তো দেখছি অর্ধেক গ্যাপ পূরণ হয়নি। এ থেকে কীভাবে আপনি অর্থ বের করবেন?'

'এটা তো আর প্রেমপত্র নয় যে মনের মাধুরী মিশিয়ে যা খুশি তাই লেখা হয়েছে,' বলল রানা। 'এটা একটা মিলিটারি অ্যানালিসিস। সিআইএ-র সামরিক বিশেষজ্ঞরা এটা তৈরি করেছে, ফলে মিলিটারি টার্মসগুলো বাধ্য হয়েই ব্যবহার করতে হয়েছে তাদেরকে। গ্যাপগুলো আমাকে কল্পনা ও অনুমানের সাহায্যে পূরণ করে নিতে হয়েছে। এই কোডের এ হরফটা পি-র প্রতিনিধিত্ব করে। দেখলাম মহাসাগরের আগে এ হরফটা বারবার ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ হলো, প্যাসিফিক ওশেন।'

'ইন্টারেস্টিং।'

'তারপর বলা হয়েছে কার্গো প্লেন উড়ে যাবে। কোনও জায়গার নাম উল্লেখ করা হয়নি, শুধু বলা হয়েছে গ্রীন সেক্টর, ব্লু সেক্টর, রেড সেক্টরের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে। তবে প্রতিটি সেক্টরের আগে দুটো করে হরফ ব্যবহার করা হয়েছে– কোথাও ডি-ওয়াই, কোথাও এল-কে, কোথাও সি-এম। ডি, এল ও সি যথাক্রমে সি, পি ও বি-র প্রতিনিধিত্ব করে। কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে ডি, এল ও সি তিনটে দেশের প্রতিনিধিত্ব করছে– চিলি, পেরু আর বলিভিয়ার। দেশের নামের পর সেক্টরের আগে আরও একটা করে হরফ আছে, ওই হরফ সম্ভবত সংশ্লিষ্ট দেশের বিশেষ কোনও এলাকার নাম। সব মিলিয়ে সেক্টরের আগে ডি আছে এগারোটা, ডি-র পর আছে বিভিন্ন হরফ। এর মানে হলো, চিলির এগারোটা সেক্টরের ওপর দিয়ে কার্গো প্লেন উড়ে যাবে।'

'বাহ্, আপনি দেখছি অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন, মি. রানা!' মিনিস্টার টেবিলের কোণে বসে রানার পিঠ চাপড়ে দিলেন। পকেট থেকে নোটবুক আর পেন্সিল বের করলেন তিনি। 'ডি-র পর হরফগুলো বলে যান, আমি লিখে নিচ্ছি। এলাকার নাম বের করতে খুব বেশি সময় লাগবে বলে মনে হয় না।'

অক্ষরগুলো বলে গেল রানা, মিনিস্টার লিখে নিলেন। 'এবার জিজ্ঞেস করুন, কার্গো প্লেন সেক্টরগুলোর ওপর দিয়ে কেন উড়ে যাবে।'

'কেন?'

'অস্ত্র আর গোলা-বারুদ ফেলবে ওরা,' বলল রানা। 'শুধু তাই নয়, বেলায়েভকে খুন করা সম্ভব হওয়া মাত্র ক্যু শুরু হয়ে যাবে, আর ক্যু শুরু হবার পর মার্সেনারিদের নিয়ে একটা জাহাজ ভিড়বে চিলিয়ান পোর্ট অ্যান্টোফ্যাগাস্টায়।'

'ওখানেই আমার জন্ম।'

'অ্যান্টোফ্যাগাস্টা প্রথমেই দখল করা হবে এই জন্যে যে ভারী অস্ত্রের চালান নিয়ে ওখানকার বন্দরে ভিড়বে আরও কয়েকটা জাহাজ। ওগুলোয় ট্যাংক, অ্যান্টিএয়ারক্রাফট গান, মেশিন গান ও মিসাইল থাকবে। হাসবেন না, মিসাইলগুলো রাশিয়ায় তৈরি সার্ক, কেনা হয়েছে ব্ল্যাকমার্কেট থেকে। ওগুলোর রেঞ্জ সতেরোশো কিলোমিটার– পেরু ও বলিভিয়ার রাজধানীর নাগাল পেতে কোনও অসুবিধে হবে না। সান্টিয়াগোর কথা না-ই বা বললাম।'

এরইমধ্যে কামরার ভেতর পায়চারি শুরু করেছেন মিনিস্টার। 'মি. রানা, উই নিড ইওর হেলপ। আপনি পরামর্শ দিন, অভ্যুত্থান ঠেকাবার উপায় কী?'

'শুরু করতে না দেয়াই ঠেকানোর একমাত্র উপায়,' বলল রানা। 'ট্রিগার হলো বেলায়েভের মৃত্যু। আমার তেমন ইচ্ছা নেই, তবু তাঁকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

'সেক্ষেত্রে আমরা তাকে কোনও একটা আর্মি বেসে লুকিয়ে রাখি।'

'তা রাখলে ট্রিগার হিসেবে ব্যবহার করা হবে আপনাদের প্রেসিডেন্টকে,' বলল রানা। 'সিআইএ বলেছে, বেলায়েভকে যদি খুন করার জন্যে পাওয়া না যায়, বিকল্প হবে চিলির প্রেসিডেন্ট।'

'ওহ্, গড!'

'সমস্যা আরও আছে,' বলল রানা। 'বেলায়েভকে লুকিয়ে ফেললে লা পাইটাসরা ধরে নেবে ওদের প্ল্যান সম্পর্কে আমরা জেনে ফেলেছি। কাজেই প্রেসিডেন্টকে তো মারতে চেষ্টা করবেই, নিজেদের প্ল্যানটাও তারা বদল করবে।' মাথা নাড়ল রানা। 'বেলায়েভকে প্রকাশ্যেই রাখতে হবে; চর্বিভরা মোটা একটা টার্গেট, সুযোগ মত যার খুশি সে-ই গুলি করতে পারবে।'

মিনিস্টার ঠোঁট কামড়ালেন।

কাগজের টুকরোগুলো মেঝেতে জড়ো করে পুড়িয়ে ফেলল রানা। মিনিস্টারকে বলল, 'চুপ করে না থেকে আপনি বরং বেলায়েভের জন্যে প্রার্থনা করুন।'

একজন স্পাইয়ের জীবনে প্রায়ই এমন কিছু ঝামেলা বা সমস্যা দেখা দেয়, মানবিক কারণে না যায় এড়ানো না যায় সমাধান করা। নিজের ঝুল-বারান্দা থেকে রেইলিং টপকে মেপলকে ওর বারান্দায় আসতে দেখে সেরকম একটা সমস্যার কথাই ভাবল রানা। মেপল্ একা নয়, তার সঙ্গে আরেকটা মেয়ে রয়েছে। এ নিশ্চয়ই সিলভিয়া, মেপলের বান্ধবী। মেপলের সম্পদ যেমন নজরকাড়া যৌবন, তেমনি সিলভিয়ার সম্পদ তার মুখশ্রী– সেখানে কোনও খুঁত খুঁজে পাওয়া যাবে না, চোখ দুটোয় আশ্চর্য এক বিষাদভরা সরলতা।

তবে রানার দৃষ্টি চলে গেল ওদের পিছনে, সেখানে ফুটে আছে দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর দৃশ্য– চূড়ায় চূড়ায় সফেদ তুষারের মুকুট পরে চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে আন্দেজ পর্বতমালা।

ডেল প্লাটা নামে একটা সরাইখানায় উঠেছে ওরা। শহরটা ইন্ডিয়ানদের, নাম আউকানকুইলচা। এটাই ভ্লাদিমির বেলায়েভের ভ্রমণসূচির প্রথম বিরতি। আউকানকুইলচা দুনিয়ার সবচেয়ে উঁচু শহর।

দুই বান্ধবী রানাকে নিয়ে ঘরে ঢুকল। মেপল্ বলল, 'সিলভিয়া, আমার বান্ধবী। বেলায়েভ তুলোভরা ভালুকের মত ঘুমাচ্ছে, আমরা ভাবলাম এই সুযোগে তোমার সঙ্গে গল্প করে আসি।'

সিলভিয়ার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরল রানা, মেপলকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তো দারুণ নাচো। সিলভিয়া কী করে?'

'আসলে এই কথাটা বলার জন্যেই আসা আমাদের,' বলল মেপল্। 'তুমি আমার নাচ দেখে যদি খুশি হয়ে থাকো, সিলভিয়ার গান শুনলে নির্ঘাত পাগল হয়ে যাবে। ঠাট্টা করছি না বা বাড়িয়ে বলছি না, সিলভিয়া সত্যি খুব ভাল গায়।'

'গুড। শুনে খুশি হলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু এই গভীর রাতে যদি সিলভিয়া গায়, বেলায়েভের ঘুম ভেঙে যাবে না?' একটু গম্ভীর হলো ও। 'মনে নেই, তোমার সঙ্গে কথা বলতে দেখে কেমন রেগে গিয়েছিল সে? তারপরও কোন সাহসে এলে তোমরা?'

'ঝুঁকি আছে জানি, তবু আমাদেরকে আসতে হয়েছে,' বলল সিলভিয়া 'মেপল্ নিশ্চয়ই তোমাকে বলেছে যে আমরা আসলে বেলায়েভের নজর বন্দি?'

রানা জবাব দেয়ার আগে মেপল্ বলল, 'দু'বছর হলো জানোয়ারটার কাছ থেকে আমরা পালাবার কথা ভাবছি, রানা। কিন্তু ওর ব্যক্তিগত দেহরক্ষীরা সারাক্ষণ আমাদেরকে পাহারা দিয়ে রাখে। প্রথম দিকে যার সঙ্গে পরিচয় হত তারই হাতে-পায়ে ধরে অনুরোধ করতাম আমাদেরকে যেন উদ্ধার করে কিউবায় পাঠিয়ে দেয়, কিন্তু কেউ কোনও সাড়া দেয়নি। কার এত বুকের পাটা যে বেলায়েভকে চটাবে? অনেক দিন হলো কাউকে আর অনুরোধ করি না আমরা। কিন্তু তোমাকে দেখার পর মনে হলো, তুমি আমাদের দুঃখটা বুঝবে। প্লীজ, রানা...'

মেপলকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'সব কাজেরই একটা সময় আছে, মেপল্। তোমাদের কথা ভাবব, এই মুহূর্তে তার কোনও সুযোগ আমার নেই। আমার ঘাড়ে তিক্ত একটা দায়িত্ব চেপেছে, সেটা পালন করতে গিয়ে আমার মৃত্যুও হতে পারে। এরকম একটা পরিস্থিতিতে কীভাবে আমি বলি যে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারব?'

'সাহায্য করতেই হবে, এমন দাবি আমরা করছি না,' বলল মেপল্।

'এ-ও বলছি না যে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে,' মেপল্ থামতেই শুরু করল সিলভিয়া।

বান্ধবীর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মেপল্ আবার বলল, 'আমরা শুধু চাই তুমি আমাদের কথা ভুলে যাবে না।'

'এবং হাতের কাজ শেষ হলে, যদি সম্ভব হয়, আমাদের জন্যে কিছু একটা করবে।' আলতো করে রানার কাঁধে একটা হাত রাখল সিলভিয়া।

হঠাৎ নক হলো দরজায়। ঠোঁটে আঙুল রেখে ওদেরকে কথা বলতে নিষেধ করল রানা, তারপর ইঙ্গিতে ঝুল-বারান্দা হয়ে নিজেদের কামরায় ফিরে যেতে বলল। ওদের পিছু নিয়ে বারান্দায় বেরিয়ে এল ও, ওরা রেইলিং টপকাচ্ছে দেখে ঘরে ফিরে এসে দরজা খুলে দিল।

বেলায়েভের এই দেহরক্ষীটার মাথায় টাক আছে। উঁকি দিয়ে প্রথমে রানার কামরাটা ভাল করে দেখে নিল সে, তারপর বলল, 'আপনার ঘরে কি কেউ ছিল?' তার চোখে রাজ্যের সন্দেহ। 'মনে হলো কারা যেন কথা বলছে। কেউ এসেছিল নাকি?'

'হ্যাঁ, এসেছিল, কিন্তু পালিয়ে গেছে। ধরা পড়লে আমাকে জানিয়ো,' বলে তার মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করে দিল রানা।

লোকটা রানার দিকে বারবার সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাল পরদিন সকালেও একজন সরকারী গাইড ওদেরকে শহর দেখাতে নিয়ে এসেছে, বেলায়েভকে সঙ্গ

দিচ্ছেন চিলির পর্যটন মন্ত্রী নিকো ডেলাফিয়া। ভদ্রলোক এমনিতেই ছোটখাট মানুষ, বেলায়েভের অভব্য আচরণ আরও জড়োসড়ো করে তুলল তাঁকে। বেলায়েভ এমন ভাব দেখাচ্ছেন, যেন রাশিয়া নয়, তিনিই একটা সুপারপাওয়ার। দিচ্ছেন প্রস্তাব, শুনে মনে হলো নির্দেশ, 'রাশিয়া বিশাল দেশ, অনেক কিছু দেখার আছে, আপনারা প্রতি বছর কমপক্ষে এক লাখ ট্যুরিস্টকে পাঠাবেন– নিয়ম করে দেবেন, প্রত্যেককে কমপক্ষে পাঁচ হাজার মার্কিন ডলার সঙ্গে নিতে হবে।'

তারপর বললেন, 'আপনাদের প্রেসিডেন্টকে আমি বলে দিয়েছি, চিলির সমস্ত তামার খনি আমাদের সৈন্যরা পাহারা দেবে, কিন্তু শর্ত হলো সব তামা শুধু আমাদের কাছে বেচতে পারবেন আপনারা।'

বেলায়েভ নিষেধ করলেও মেপল্ তা মানছে না, সারাক্ষণ রানার পাশেই থাকছে সে। মেপল্ একা নয়, বেলায়েভ তাঁর হারেমের সবগুলো মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছেন। রানার অবশ্য সেদিকে মনোযোগ নেই। ওর দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছে শহরবাসী আউকানকুইলচারা। সী লেভেল থেকে সাড়ে সতেরো হাজার ফুট ওপরে বৈরী প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করে টিকে আছে তারা।

শহরের চৌরাস্তায় পৌঁছে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন বেলায়েভ। অক্সিজেনের অভাব রানাও অনুভব করছে। অথচ বিশাল ছাতি নিয়ে লামাগুলোর পিছনে ক্লান্তিহীন দৌড়াচ্ছে শহরের লোকজন। তাদের পরিধেয় সবই খুব রঙচঙা। প্রিয় পোশাক লামার চামড়া দিয়ে তৈরি আলখেল্লা। সরু ও দীর্ঘ চোখে ছায়া ফেলছে লাল ও সবুজ উলে বোনা ক্যাপ।

বেলায়েভের ভ্রমণসূচিতে আউকানকুইলচা রাখার কারণ হলো, এটাই ছিল ইনকা সাম্রাজ্যের সর্বশেষ ঘাঁটি। এলাকায় প্রচুর পাথুরে কাঠামো দেখতে পাওয়া যায়।

'আমি অসুস্থবোধ করছি,' রানাকে বললেন বেলায়েভ। 'সেজন্যে আপনিও খানিকটা দায়ী।'

'ভেস্টটা পরে আছেন তো?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ, পরতে বাধ্য হয়েছি। আর সেজন্যেই শ্বাস নিতে এত কষ্ট হচ্ছে আমার!' চোখ গরম করে রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেন বেলায়েভ।

রানা হাসি চাপল। ও দ্বিতীয়বার অনুরোধ করেনি, বেলায়েভ নিজের গরজেই তোবড়ানো ও কিনারা ছেঁড়া ভেস্টটা পরেছেন। জিনিসটা সত্যি কাজের, সাবমেশিন গান দিয়েও ফুটো করা যায়নি, এটা দেখেই হয়তো। কিংবা কে জানে, মস্কো থেকে কোনও নির্দেশও আসতে পারে।

শহরে একটাই মাত্র চৌরাস্তা, তা-ও পাকা নয়। আসলে শহর নয়, গ্রাম। তবে রাস্তার পাশে আধুনিক কয়েকটা ভবনও আছে। একটা একতলা বিল্ডিঙে ঢুকল ওরা। এটা মিউজিয়াম। গেটে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন কিউরেটর। স্বল্পবসনা প্রচুর তরুণী দেখে তাঁর চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল।

ওদেরকে মিউজিয়ামে পৌঁছে দিয়ে পর্যটন মন্ত্রী জরুরী কাজ আছে বলে চলে গেলেন। হ্যান্ডশেক করার সময় কিউরেটরকে আলিঙ্গন করলেন বেলায়েভ, তারপর প্রায় কাতর সুরে বললেন, 'আমি বসতে চাই।'

'অক্সিজেনের অভাব,' বলে হাসলেন কিউরেটর। 'সেজন্যেই ভিজিটরদের জন্যে সব সময় খানিকটা ব্র্যান্ডি রাখি হাতের কাছে।'

মিউজিয়ামের বারান্দায় চেয়ার পাতা আছে, তারই একটায় বসে কিউরেটরের পরিবেশন করা ব্র্যান্ডির গ্লাসে চুমুক দিতে যাচ্ছেন বেলায়েভ। হঠাৎ তাঁর হাত চেপে ধরল একজন দেহরক্ষী।

কারণটা বুঝতে পেরে আঁতকে উঠলেন বেলায়েভ। 'ওহ্, ডিয়ার! সব সময় কি মনে থাকে!'

'ও চাইছে ব্র্যান্ডির গ্লাসে প্রথমে আপনি চুমুক দেবেন,' কিউরেটরকে বলল রানা।

কিউরেটরকে ইতস্তত করতে দেখা গেল। বিষ খেয়ে মরে যাবার ভয় নয়, অপমানটাই কারণ। ব্র্যান্ডিতে চুমুক দিয়ে গ্লাসটা আবার ফিরিয়ে দিলেন তিনি বেলায়েভকে।

'কিছু হচ্ছে?' জানতে চাইলেন বেলায়েভ। 'মানে, পেটে ব্যথা? কিংবা বমির কোনও লক্ষণ?'

ঠোঁট উল্টে মাথা নাড়লেন কিউরেটর।

'যাক, বাঁচা গেল!' বলে ঢকঢক করে গ্লাসটা খালি করে ফেললেন বেলায়েভ, সশব্দে একটা ঢেকুরও তুললেন।

'স্যার, আপনিও কি রাশিয়ান?' কৌতূহলী কিউরেটর জিজ্ঞেস করলেন রানাকে।

'না,' বলে চেয়ার ছাড়ল রানা, একাই ঢুকে পড়ল মিউজিয়ামের ভেতর।

দুই কামরার মিউজিয়াম। স্প্যানিশ হানাদাররা গোটা অঞ্চলে লুটপাট চালাবার পর ছড়ানো-ছিটানো অবস্থায় প্রাচীন যে-সব জিনিস পাওয়া গেছে তাই এখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। প্রথম কামরার একদিকের দেয়াল জুড়ে সাঁটা রয়েছে ইনকা সাম্রাজ্যের মানচিত্র, মহাদেশের প্রায় পুরো পশ্চিম উপকূল জুড়ে বিস্তৃত। বাকি তিন দেয়াল ঘেঁষে কাঁচ-মোড়া শো-কেসে রাখা হয়েছে সেই সময়কার বিশাল সভ্যতার নগণ্য কিছু নিদর্শন।

পিছনে পায়ের আওয়াজ পেল রানা। তারপর বেলায়েভের গলা। 'ধারণা করছি, ইনকাদের সম্পর্কে জ্ঞানদান করার সুযোগ পেলে আপনি বর্তে যান। সত্যি কথা বলতে কী, আমি এ-ব্যাপারে একেবারেই অজ্ঞ। শুরু করুন, আমি শুনব।'

'ইনকা ও রোম সাম্রাজ্য প্রায় একই পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে,' কিউরেটর বললেন। 'নতুন নতুন দেশ দখল করেছে তারা, সেখানে কলোনি তৈরি করেছে, শহরগুলোকে এক সুতোয় বাঁধার জন্যে হাজার হাজার মাইল রাস্তা বানিয়েছে, পরাজিত রাজার ছেলেদেরকে নিয়ে এসেছে নিজেদের রাজধানী কাজকো-য়, যাতে করে নতুন প্রজন্মের অভিজাত শ্রেণীও ইনকা হতে পারে। স্প্যানিশরা না এলে ইনকা সভ্যতা কোথায় পৌঁছাত কেউ তা বলতে পারে না। ওরা মাত্র সাম্রাজ্য গড়তে শুরু করেছে, এই সময় পিজারো আর তাঁর বাহিনী সেটাকে ধ্বংস করে দেয়।'

'এ কেমন সভ্যতা, কেমনই বা সাম্রাজ্য যে মাত্র কয়েকজন অ্যাডভেঞ্চারার

রাতারাতি ধ্বংস করে দিল?' হেসে উঠে ব্যঙ্গ করলেন বেলায়েভ।

কিউরেটর বললেন, 'এর জন্যে দায়ী দুর্ভাগ্যজনক কিছু ঘটনা। সর্বনাশা সিভিল ওঅর তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে, এই সময় পিজারো পৌঁছান। গৃহযুদ্ধে পরাজিত পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে স্প্যানিশ বাহিনীর সঙ্গে হাত মেলায়, ফলে স্প্যানিশদের নেতৃত্বে একটা ইন্ডিয়ান আর্মি তৈরি হয়ে গেল। আরেকটা কারণ, ক'দিন পরই গুটি বসন্ত আর হাম মহামারী হয়ে দেখা দেয়। রোগ দুটো স্প্যানিশরাই নিয়ে আসে।'

কিউরেটর থামতে রানা বলল, 'তবে এ-সবের চেয়েও বড় কারণ, ইনকারা ইউরোপিয়ান বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। পিজারো যখন ইনকা সম্রাটের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সঙ্গে ছিল শান্তির প্রতীক সাদা পতাকা। কিন্তু সম্রাটের সরলতার সুযোগ নিয়ে পিজারো তাঁকে কিডন্যাপ করলেন, তারপর তাঁকে খুন করার হুমকি দিয়ে সেনাবাহিনীকে বাধ্য করলেন আত্মসমর্পণ করতে। ব্যাপারটা স্রেফ ব্ল্যাকমেইলিং ছিল।'

'মি. রানা, আপনি আসলে পরোক্ষভাবে আমার নিন্দা করছেন! আপনার স্পর্ধা দেখে আমি তাজ্জব!'

বুঝতে না পেরে কিউরেটর জিজ্ঞেস করলেন, 'এর মধ্যে আপনি কোত্থেকে এলেন বলুন তো?'

মনে মনে হাসল রানা। ও জানে বেলায়েভ কেন অভিযোগ করছেন। তাঁর আমলে কেজিবি সোভিয়েত রাশিয়ার কয়েকটা অঙ্গরাজ্য ও পূর্ব-ইউরোপের দু'একটা স্বাধীন রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে প্রায় ওই একই পদ্ধতিতে ব্ল্যাকমেইল করে বশ্যতা স্বীকার করিয়েছে। ওর হাসি পাবার কারণ হলো, কিউরেটরের সামনে বিষয়টা নিয়ে তর্ক করতে রাজি হবেন না বেলায়েভ।

'উনি আমার সঙ্গে কৌতুক করছেন,' কিউরেটরকে বলল রানা। 'আপনি বলুন, প্লীজ।'

'ইউরোপিয়ানরা, মানে স্প্যানিশরা,' আবার শুরু করলেন কিউরেটর, 'সোনা ও রূপোর তৈরি যেখানে যত শিল্পকর্ম পেল সব গলিয়ে ইনগট বানিয়ে জাহাজে তুলল স্পেনে পাঠাবার জন্যে। সফিসটিকেটেড আর্ট বলতে আমরা শুধু পেলাম পটারি আর বুননজাত আর্টিফ্যাক্ট।'

হঠাৎ অস্ফুট শব্দ করে আড়ষ্ট হয়ে গেল মেপল্। ওদিকের একটা সেলফে সিরামিক জাগ রয়েছে, জাগের পাইপ বা নল একটা স্ট্যাচু– গাছের সঙ্গে এক লোককে বেঁধে রাখা হয়েছে। লোকটা বিবস্ত্র, নিরাবরণ শরীর থেকে মাংস ঠুকরে খাচ্ছে একটা শকুন।

'ওটা সম্ভবত যীশুর আমল শুরু হবার দুশো বছর আগে তৈরি,' বললেন কিউরেটর। 'এ থেকে প্রমাণ হয়, ইনকাদের সময় অপরাধ করলে গুরুদণ্ড দেয়া হত। এক্ষেত্রে অপরাধীকে শকুন দিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। আসলে, এরকম দুর্গম পাহাড়ের ওপর অস্তিত্ব রক্ষা করা খুব কঠিন ছিল, এমনকী ছোটখাট চুরি আরও মৃত্যুর কারণ সৃষ্টি করত, কাজেই অপরাধীকে কঠিন শাস্তি না দিয়ে উপায় ছিল না।'

ওরা অন্য একটা শো-কেসের সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতরের বস্তুটি চিনতে সবারই কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। এটা একটা মাথাবিহীন মমি, ভাঁজ করে ভ্রূণের আকৃতি দেয়া হয়েছে। মমিকে ঢেকে রেখেছে উন্নতমানের কাপড় দিয়ে তৈরি আলখেল্লা, বুননের সঙ্গে ফুটে উঠেছে কয়েকটা জাগুয়ার।

'চিলির শুকনো আবহাওয়ায় লাশ প্রায় অবিকল থাকে,' কিউরেটর মন্তব্য করলেন।

'মমির মধ্যে কী যেন একটা নেই মনে হচ্ছে না?' জিজ্ঞেস করল মেপল্।

'ওহ্, আপনি মাথার কথা বলছেন। হ্যাঁ। ইনকারা একটা যুদ্ধে জেতার সময় এই লোকটা মারা যায়। সেসময় প্রচলিত নিয়ম ছিল সৈনিক তার শত্রুর মাথা কেটে নেবে। আমাদের এখানে পুরানো যে-সব কবরস্থান পাওয়া গেছে, মাথাবিহীন লাশে ভর্তি।' কিউরেটর ওদেরকে ডেকে এনে আরেকটা জিনিস দেখালেন। 'আমি নিশ্চিত, এই অস্ত্র দিয়েই দেহ থেকে আলাদা করা হত মাথা।' হাত তুলে কুৎসিতদর্শন একটা হাতিয়ার দেখালেন তিনি, বাক্সের ভেতর ভেলভেটে শুয়ে আছে। জিনিসটার সঙ্গে ছোরার সাদৃশ্য আছে, কিন্তু হাতলটা শেষ মাথার বদলে বেরিয়ে এসেছে ছোরার পিঠ থেকে। অলঙ্কৃত হাতল, খোদাই করা দেবতারা মানবেতর প্রাণীর মত দেখতে। ফলাটা কাস্তে আকৃতির, এত ধারাল যে তাকালেই ভয় লাগে।

'ইনকাদের যুদ্ধে ব্যবহার করা হত, এরকম আর্টিফ্যাক্ট আরও কিছু আছে এখানে,' কিউরেটর একটু গর্বের সুরেই বললেন। 'যেমন, কয়েক প্রস্থ কাপড় দিয়ে তৈরি সুট, বর্ম হিসেবে ব্যবহার করা হত। আর আছে তীর ও ধনুক। পাহাড়ে যারা থাকত, তীর চালাতে ছিল ভারি ওস্তাদ। আর পাহাড়ের নীচের লোকজন বর্শা ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করত। আপনারা কেউ হেডব্রেকার-এর নাম শুনেছেন? ওঅর ক্লাব-ও বলতে পারেন। যুদ্ধ হাতাহাতির পর্যায়ে নেমে আসছে দেখলে ইনকারা এই অস্ত্রটা ব্যবহার করত।'

হেডব্রেকার হলো একজোড়া অমসৃণ ব্রোঞ্জের তাল ভার হিসেবে দুটো কর্ডের শেষ মাথায় ঝুলছে। অনেকটা এ-ধরনের অস্ত্রই ব্যবহার করেছেন ক্রুসেডাররা, তবে ধাতব আর্মার-এর বিরুদ্ধে। অরক্ষিত মাথায় এ অস্ত্র ব্যবহার করা হলে ফলাফল যে কী ভয়ঙ্কর হবে, ভেবে শিউরে উঠল রানা।

আতঙ্কিত করার জন্যে কামরাটায় আরও একটা ভীতিকর জিনিস রয়েছে কিউরেটর সম্ভবত চাইছিলেন শেষ চমক হিসেবে জিনিসটা ওদেরকে দেখাবেন। অদ্ভুতভাবে বিকৃত করা মানুষের মাথার একটা খুলি। লম্বা করা হাড়গুলো সোনার একটা পাত বা প্লেট বহন করছে। 'এটা আমাদের প্রদর্শনীর গর্ব,' বললেন কিউরেটর, শুকনো হাত দুটো এক করে ঘষছেন। 'প্রাচীন সাম্রাজ্যের বহু এলাকাতেই শিশুদের মাথাকে অস্বাভাবিক আকৃতি দেয়ার জন্যে বোর্ড দিয়ে চাপ প্রয়োগ করা হত। তারা বড় হত, কেউ পুরোপুরি গোল, কেউ অসম্ভব লম্বা, কেউ পিরামিড আকৃতির, আবার কেউ টেবিলের মত সমতল মাথা নিয়ে, নির্ভর করত সংশ্লিষ্ট এলাকাবাসীর রুচি ও সৌন্দর্যবোধের ওপর এখানে আপনারা দেখছেন অস্বাভাবিক লম্বা ও সরু একটা মাথা।'

'দেখে তো মনে হচ্ছে একটা সাপ!' ফিসফিস করল মেপল্, এখনও আড়ষ্ট হয়ে আছে সে।

'জিনিসটা ইন্টারেস্টিং,' বেলায়েভ বললেন, 'তবে আদিম।'

'এই খুলির বৈশিষ্ট্য হলো তেকোনা ওই সোনার প্লেটটা,' বললেন কিউরেটর। 'সার্জিকাল অপারেশনের সাহায্যে স্কাল বোন সরানো হয়েছে, কেটে বা ড্রিল করে। এটা খুব বেশি প্রচলিত ছিল পাহাড়ী ইনকাদের মধ্যে, অথচ এই অপারেশনে শতকরা পঞ্চাশজনই মারা যেত। শুধু যে মাথাকে বিচিত্র আকৃতি দেয়ার শখ থেকে এই অপারেশন করা হত, তা নয়। চিকিৎসার প্রয়োজনেও করা হত। তবে অল্পবয়েসী কিছু ছেলের মাথার আকৃতি বদলানো হয় তাদেরকে সম্রাটের ব্যক্তিগত দেহরক্ষী হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্যে, দেখামাত্র যাতে তাদেরকে চেনা যায়।'

'মাথার এই সোনা স্প্যানিশরা নেয়নি কেন?' জানতে চাইল রানা।

'নেবে কী করে, এটা তো এই সেদিন পাওয়া গেছে, মাত্র বিশ বছর আগে,' বললেন কিউরেটর 'চলুন, পাশের কামরায় যাই।'

দ্বিতীয় কামরায় শুধু হাতে বোনা আর্টিফ্যাক্ট রাখা হয়েছে। কিউরেটর প্রতিটি আইটেমের ইতিহাস বলে যাচ্ছেন। দশ মিনিট পর আউকানকুইলচার মেয়র এসে ওদেরকে উদ্ধার করলেন, তাঁর সাদর আমন্ত্রণে সবাই ওরা লাঞ্চ খেতে এল মেয়র হাউসে।

ওদেরকে প্রথমে প্রচুর বিয়ার, তারপর মুরগির রোস্ট, হাতে সেঁকা রুটি, ওকা নামে এক জাতের আলু আর পাকা পেয়ারা খেতে দেয়া হলো। বেলায়েভ একাই গোটা তিনেক মুরগি খেয়ে ফেললেন। কয়েকটা ঢেকুর তুলে মেয়রকে তিনি বললেন, 'আপনাদের মিউজিয়াম ভালই লাগল, তবে কখনও যদি সুযোগ পান রাশিয়ায় আসবেন, আমাদের প্রগতিশীল লোকগীতির সংগ্রহ দেখে যাবেন।'

আড়চোখে রানার দিকে একবার তাকিয়ে মেয়র মাথা ঝাঁকালেন। 'হ্যাঁ, অবশ্যই যাব, লা পাইটাসরা যদি প্রতিবিপ্লব ঘটিয়ে কমিউনিস্ট সরকারকে উৎখাত না করে।'

'লা পাইটাস? ওরা তো সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকার পা চাটা একদল কুকুর,' খেঁকিয়ে উঠলেন বেলায়েভ। 'আপনাদের উচিত কুকুরগুলোকে গুলি করে মারা।'

স্থান-কাল-পাত্র, সবদিক থেকেই নিজেকে বেমানান লাগছে রানার। হঠাৎ ওর ইচ্ছা হলো পরীক্ষা করে দেখে বেলায়েভ নিজের বিপদ সম্পর্কে সত্যি কিছু জানেন কিনা। 'হ্যাঁ,' নিচু গলায় বলল ও, 'তা না হলে কুকুরগুলো আপনাকে কামড়ে দিতে পারে।'

'আমি ভয় পাচ্ছি ছদ্মবেশে আপনিও ওগুলোর একটা কিনা,' হিসহিস করে বললেন বেলায়েভ।

'আমি তা হলে ফিরে গিয়ে রিপোর্ট করি আমাকে আপনি চান না?'

প্রকাণ্ড মুখটা রানার দিকে আরও একটু সরিয়ে এনে বেলায়েভ গলা নামিয়ে বললেন, 'বুখারিনকে আমি বিশ্বাস করি না।

সেজন্যেই বলে দিয়েছি, তার কোনও নির্দেশ বা অনুরোধ আমি মানব না।'

'কিন্তু বুখারিনের নির্দেশই যখন আপনাদের প্রিমিয়ারের মুখ থেকে রিপিট হলো, আমাকে আনঅফিশিয়াল উপদেষ্টা হিসেবে মেনে নিতে আপনি আপত্তি করলেন না।'

'নামে উপদেষ্টা, আসলে বডিগার্ড,' বললেন বেলায়েভ। 'প্রিমিয়ার অবশ্যই জড়িত নন, তবে আমি মনে করি এখানে আপনার উপস্থিতি আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্রের অংশ। আমাকে বলা হয়েছে, আমার জীবনের ওপর হামলা হতে পারে। হামলা? চিলিতে? ওহ্, ডিয়ার! কী করে তা সম্ভব!'

'অথচ তারপরও প্রিমিয়ারের নির্দেশ আপনাকে পালন করতে হচ্ছে।'

'হামলার ধারণাটা যে ভুল সেটা প্রমাণ করার জন্যেই তাঁর প্রস্তাব মেনে নিয়েছি আমি।' ঢক ঢক করে এক গ্লাস বিয়ার খেলেন বেলায়েভ। 'কীভাবে প্রমাণ করব, বলুন তো? আপনার চোখকে ফাঁকি দিয়ে যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াব আমি, দেখি কে আমার ওপর হামলা চালায়।'

নিজেকে তিরস্কার করল রানা। উজবুক লোকটাকে উত্তেজিত করা উচিত হয়নি ওর।

ওদের কথা মেয়র শুনতে পাননি, তবে বুঝতে পারলেন দু'জনের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে। পরিবেশটা হালকা করার জন্যে তিনি প্রস্তাব দিলেন, 'চলুন, পাহাড়ে চলুন, আপনাদেরকে বুনো ঘোড়া দেখিয়ে আনি।'

বেলায়েভ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন। মেয়র জানালেন, পাহাড়ে উঠতে হলে মালবাহী ঘোড়ার পিঠে চড়তে হবে। সেভাবেই রওনা হলো ওরা। বন্যপ্রাণী তেমন কিছু চোখে পড়ল না, তবে আন্দেজ পর্বতমালার সৌন্দর্য ওদেরকে মুগ্ধ করল। হিমালয় হয়তো সবচেয়ে উঁচু, কিন্তু সাউথ আমেরিকান রেঞ্জের মত খাড়া পাহাড়-প্রাচীর কোথাও নেই।

পাহাড়ের গা কেটে সরু ট্রেইল তৈরি করেছে ইনকা মিস্ত্রীরা, আঁকাবাঁকা, অপরপাশে এক মাইল গভীর খাদ। এই ট্রেইল ইনকাদের প্রযুক্তি জ্ঞান ও দক্ষতার প্রমাণ, সেই সঙ্গে সামরিক দূরদৃষ্টিরও উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ট্রেইলে এমন কোনও জায়গা নেই যেটা অন্তত দুটো পজিশন থেকে ক্রসফায়ারের আওতায় পড়বে না। ট্রেইলটা তৈরিই করা হয়েছে অ্যামবুশ করার জন্যে।

'যাই,' বেলায়েভের বডিগার্ড খমাকরস্কিকে বলল রানা, 'ঘুরে দেখে আসি এইডেলভাইস পাই কিনা।'

'পাগল নাকি? আন্দেজে এইডেলভাইস আসবে কোত্থেকে? ওই ফুল বা চারা আপনি...'

বেলায়েভকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'আন্দেজে আন্দাজে একটা ঢিল ছুঁড়ে দেখি না, যদি লেগে যায়!'

হেঁয়ালিটার অর্থ করতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলেন বেলায়েভ। ঘোড়া থেকে নেমে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হলো রানা, ওদের চোখের আড়ালে চলে এসে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করল। শরীরটা সী লেভেলের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট হয়ে আছে, একটু পরই বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস শুরু করল। ইন্ডিয়ানদের ফুসফুস অস্বাভাবিক বড়, তার ওপর তাদের রেড ব্লাড করপাসল

সংখ্যায় বেশি থাকায় শরীরের টিস্যুতে অক্সিজেনের সাপ্লাই দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। কষ্ট করে ট্রেইল থেকে একশো ফুট ওপরে উঠল রানা. পাহাড়ের একটা কাঁধ ঘুরে নীচে তাকাতে দেখতে পেল মেয়র আর তাঁর অতিথি বেলায়েভকে।

অ্যামবুশ পাতার জন্যে পাহাড়ের উঁচু কোনও জায়গাই আদর্শ। প্রথম কারণ, নীচের দিকে গুলি করা সহজ। বিশেষ তাৎপর্য রানা যে কারণে পাহাড়ে উঠতে কষ্ট পাচ্ছে ঠিক সেই একই কারণে আউকানকুইলচার একজন শক্তিশালী ইন্ডিয়ান। পাহাড়-চূড়া হয়ে সহজেই পালাতে পারবে।

দু'একবার মনে হলো, পা দুটো পাথরে ঠেকে নেই, শূন্যে ভাসছে। রানা জানে, এই অনুভূতির জন্যে অক্সিজেনের অভাবই দায়ী। নীচের ঘোড়সওয়ারদের দেখছে যেন চোখে উল্টো করে ধরা টেলিস্কোপ দিয়ে। দলটার সামনে খাড়া নেমে গেছে আন্দেজ, অনেক নীচে দৃশ্যটা ঝাপসা। একটু জিরিয়ে নেয়ার জন্যে একটা পাথরের ওপর বসল রানা। চারদিকে চোখ বুলাচ্ছে।

আকৃতিটা কী কারণে চোখে ধরা পড়ল, বলতে পারবে না ও। প্রায় তিনশো গজ দূরে, পাথরের একটা অংশের মতই স্থির, অথচ দেখামাত্র চিনে ফেলেছে জিনিসটা কী। বেলায়েভ রেঞ্জের মধ্যে আসা মাত্র আকৃতিটা নড়ে উঠবে, তখন স্পষ্টভাবে চেনা যাবে ওটা একটা মানুষ, কাঠামো থেকে লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসবে টেলিস্কোপ লাগানো একটা রাইফেল। রানা বুঝতে পারল, সময় মত আততায়ী বা বেলায়েভের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে না। জ্যাকেটের ভেতর থেকে ওয়ালথারটা বের করল ও, উদ্দেশ্য ফাঁকা গুলি করে সতর্ক সঙ্কেত দেয়া। কিন্তু পরক্ষণে স্থির হয়ে গেল ও। এই মুহূর্তে ট্রেইলের যে অংশটা পার হচ্ছেন বেলায়েভ, সেটা এত ঘন ঘন বাঁক নিয়েছে আর এত বেশি সরু যে গুলির শব্দ হলে ঘোড়া ও ঘোড়সওয়ার দুটোই চমকে উঠে কিনারা থেকে খাদে পড়ে যেতে পারে।

মরিয়া হয়ে পিস্তলে সাইলেন্সার লাগাল রানা। সময় থেমে নেই। প্রতিটি সেকেন্ড বেলায়েভকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে টেনে আনছে। বাম হাতটাকে রেস্ট হিসেবে ব্যবহার করছে রানা, সাইটে আনার চেষ্টা করছে রেঞ্জের বাইরে থাকা টার্গেটকে। রাইফেলটা সত্যি সোজা হলো, চোখে সেটা ধরা পড়তেই ট্রিগার টেনে দিল ও।

আততয়ীর দশ ফুট সামনে খানিকটা ধুলো উড়ল। লোকটা ঘুরল, দেখতে পেল রানাকে, তারপর রাইফেল তুলল ওর দিকে। আরেকটা গুলি করল রানা। লোকটা একটা বোল্ডারের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, ল্যুগারের দ্বিতীয় গুলিটা লাগল রাইফেলের হাত খানেক সামনে বোল্ডারের মেঝেতে, আগুনের ফুলকি পরিষ্কার দেখা গেল। বোল্ডারে ঘষা খেয়ে বুলেটটা আততায়ীকে আহত করে থাকলে রানা বিস্মিত হবে না। অবশ্য আহত হয়েছে বলেই বোল্ডারের নীচে বসে পড়েছে, তা নাও হতে পারে আবার মাথা তুলবে, সেই আশায় অপেক্ষা করছে ও। নীচে, কী ঘটছে কোনও ধারণা নেই, মেয়র তাঁর মেহমানদের নিয়ে ট্রেইল ধরে এগোচ্ছেন উল্টোদিকে। ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে নামছে রানা, বোল্ডারটার ওপর থেকে ভুলেও চোখ সরায়নি।

ওখানে পৌঁছে না লোকটাকে পাওয়া গেল, না কোনও রক্ত দেখা গেল। তবে দ্বিতীয় বুলেটটা চ্যাপ্টা হয়ে পড়ে আছে বোল্ডারের পাশে। একটু পরই বোঝা গেল লোকটা কোন পথে পালিয়েছে, আর কেনই বা পালানোটা দেখতে পায়নি রানা। বোল্ডারের সরাসরি পিছনে ছোট একটা গুহার মুখ দেখা যাচ্ছে। হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হলো ওকে। এক হাতে আগে থেকেই পিস্তল আছে, অপর হাতে বেরিয়ে এল পকেট টর্চ। গুহার দেয়াল ভেজা ভেজা! মাকড়সার ছেঁড়া জাল দেখে বোঝা গেল এই গুহা দিয়েই পালিয়েছে আততায়ী। পালিয়েছে, নাকি অন্ধকারের ভেতর লুকিয়ে আছে কোথাও? এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে সাবধানেই এগোল রানা। মাঝে মধ্যে থেমে কান পাতছে। টর্চের আলো খুব বেশি দূর যাচ্ছে না।

টানেলটা পাহাড়ের মাঝ বরাবর এসে ইউ টার্ন নিয়েছে। বাঁকটা ঘোরার পর চোখে-মুখে ঠাণ্ডা বাতাস অনুভব করল রানা। ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে টানেল, সেই সঙ্গে ডান দিকের দেয়াল সরে যাচ্ছে দূরে। আরও ত্রিশ ফুট এগোবার পর দাঁড়াল রানা, হন হন করে হাঁটছে। একটু পরই আলোর একটা বৃত্ত দেখা গেল

টানেলের বাইরে বেরিয়ে এসে শুধু রাইফেলটা পড়ে থাকতে দেখল রানা আততায়ী পালিয়েছে। পাহাড়ের এদিক থেকে ট্রেইলটা দেখা যাচ্ছে না। টানেল হয়েই ফিরতে হবে ওকে।

ফেরার পথে ওর পদশব্দ প্রতিধ্বনি তুলল। টর্চের আলোয় ধরা পড়ল উল্টো হয়ে ঝুলছে একজোড়া বাদুড়। টানেলের সবচেয়ে চওড়া অংশে পৌঁছে থামল রানা। একদিকের দেয়াল মাকড়সার জালে সম্পূর্ণ অদৃশ্য। ওদিকে দেয়াল, নাকি শাখা টানেল আছে? কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করে টর্চ ধরা হাতটা লম্বা করে খানিকটা জাল ছিঁড়ল ও দেয়াল নয়, টানেলের কোনও শাখাও নয়, ক্ষীণ আলোয় একটা পিলার দেখা গেল। পিলারটা অসম্ভব চওড়া, গায়ে একটা সেলফ বা তাক। তাকের ওপর এক সারিতে কয়েকটা জার রয়েছে। পিলারটা গোল, তাকটা অর্ধবৃত্তাকার, পিলারের অর্ধেক জুড়ে। প্রতিটি জার তিন ফুট উঁচু, গায়ে জাগুয়ারের ছবি আঁকা। বাড়ানো হাতের আঙুল দিয়ে একটা জার স্পর্শ করল রানা।

পাঁচশো বছরের পুরানো জার ছোঁয়ামাত্র গুঁড়িয়ে ধুলো হয়ে গেল। সেই সঙ্গে আতঙ্কে হিম হয়ে গেল রানার সারা শরীর। জারের ভেতর বন্দী ছিল একটা মমি, ঠিক মিউজিয়ামে যেমনটি দেখেছে ও। এটারও মাথা নেই। লাশটা এমনভাবে ভাঁজ করা, জারটা সম্ভবত লাশের চারধারে ধীরে ধীরে তৈরি করা হয়েছিল। তবে মিউজিয়ামে দেখা মমির সঙ্গে এটার একটা পার্থক্য আছে। শক্ত চামড়ার মত শরীরের একটা পাশ আর বাহুর মাঝখানে খুলি দেখা যাচ্ছে– চোখবিহীন, লম্বা করা খুলি, পাঁচশো বছর আগে হেডব্রেকার দিয়ে ভাঙা হয়েছে।

গুহাটা আর্কিওলজিস্টদের স্বর্গ হতে পারে, কিন্তু রানার জন্যে স্রেফ দুঃস্বপ্ন। জারে বন্দী দূষিত বাতাস গুহার ভেতর ছড়িয়ে পড়েছে, বমি পাচ্ছে ওর। টর্চ ধরা হাতের আঙুলগুলো জ্যাকেটে মুছে আবার ফিরতি পথ ধরল ও। তাজা বাতাস দরকার।

শহরে ঢোকার মুখে দলের সঙ্গে মিলিত হলো রানা। বেলায়েভ তাঁর বডিগার্ডদের শুনিয়ে ওকে বললেন, 'যতক্ষণ আপনি চোখের আড়ালে ছিলেন,

প্রতি মুহূর্তে ভয় হচ্ছিল গুলি খাব।'

'খেতেন,' বলল রানা। 'কিন্তু আমাকে দেখে লোকটা পালিয়ে গেল।'

'আমি কোনও লোকের কথা বলছি না,' বেলায়েভ বললেন। 'আপনি অত্যন্ত যোগ্য লোক, তাতে কোনও সন্দেহ নেই, আর তাই আমার ভয় আপনাকেই।'

'তার সময় এখনও আসেনি,' বলে বেলায়েভকে ছাড়িয়ে মেয়রের পাশে চলে এল রানা।

পাঁচ

রাতে আবার ঝুল-বারান্দার রেইলিং টপকে রানার কামরায় ঢুকল মেপল্ আর সিলভিয়া। নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়াবার কোনও ইচ্ছা নেই, তাই ওদেরকে বসতে না বলে কী কারণে এসেছে জানতে চাইল ও।

'আমরা কি তোমাকে ডিসটার্ব করছি?' ম্লান সুরে জিজ্ঞেস করল মেপল্।

সিলভিয়া বলল, 'মেপলের ধারণা, আমি যদি তোমাকে গান শুনিয়ে খুশি করতে পারি, তা হলে নিশ্চয়ই তুমি আমাদেরকে বেলায়েভের হাত থেকে মুক্ত করে...'

'একবার তো বলেছি, সময় ও সুযোগ পেলে আমার যতটুকু সাধ্য করব আমি,' বলল রানা। 'আমাকে খুশি করতে হবে, এমন কথা কি আমি বলেছি?'

দুই বান্ধবীর মুখে কথা নেই।

কয়েক সেকেন্ড পর রানা টলে উঠল। যেন ওর দেখাদেখি মেপল্ ও সিলভিয়াও একটু দোল খেল।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কিছু একটা ঘটছে!' ফিসফিস করল মেপল্। 'পায়ের নীচে মেঝে দুলে উঠল বলে মনে হলো...'

রানার দেখাদেখি ওরা দু'জন স্থির হয়ে গেল। তিনজনই কান পেতে আছে। অস্পষ্ট ভাবে শুনতে পেল রানা, নীচ তলায় কে যেন দরজায় ঘুসি মারছে। একটু পর একই ধরনের আরও শব্দ ভেসে এল। তারপর ভারী একটা আওয়াজ, যেন ঘাতক কোনও ট্রাক জানালার বাইরে গর্জন করছে। শব্দটা বদলে ভোঁতা হয়ে গেল, যেন একটা বয়লার চাপা গর্জন ছাড়ছে। রানার মাথা কাজ করছে অত্যন্ত ধীর ভঙ্গিতে। ওর মনে পড়ল আউকানকুইলচায় কোনও ট্রাক নেই, সরাইখানাতেও নেই কোনও বয়লার। এতক্ষণ যেন একটা ঘোরের ভেতর ছিল ও, সংবিৎ ফিরল দেয়ালগুলো কাঁপতে শুরু করায়। বিছানাটাও নাচছে।

'ভূমিকম্প! বেরোও! জলদি!'

রানার কথা শেষ হতেই নিভে গেল আলো। দেয়ালের ছবিগুলো পড়ে গেল, মেঝেতে ছড়িয়ে পড়ল কাঁচ। দেয়াল ধরেও ওরা ভারসাম্য রক্ষা করতে পারছে না। হলরুম থেকে বহু লোকের চিৎকার ভেসে আসছে।

দরজা খুলল রানা, জড়াজড়ি করে হলরুমে বেরিয়ে এল তিনজন। আতঙ্কে দিশেহারা সবাই, যে যেদিকে পারে ছুটছে। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে উন্মাদ হয়ে গেছেন বেলায়েভ, তাঁর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ছে লোকজন। ছাদটাকে ধরে থাকা কড়িকাঠ থেকে ধুলোবৃষ্টি হচ্ছে। মেয়রের হাতে বড় একটা টর্চ দেখা গেল, তার আলোয় কয়েকটা দরজা পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল ওরা।

পাহাড় যেন নিজের গা থেকে শহরটাকে ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করছে। মৃদু কাঁপুনি ইতিমধ্যে ভয়ঙ্কর ঝাঁকি হয়ে উঠেছে। মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে ঘোড়া আর লামা, সবার চোখেই নগ্ন আতঙ্ক। আদিবাসীরা খাঁচা ও রশি খুলে দিয়েছে, গৃহপালিত পশুগুলো নিজেদের চেষ্টায় যদি বাঁচতে পারে তো বাঁচুক। ছোট্ট বাজারে ঢুকে পড়েছে বিশ-পঁচিশটা লামা, অন্ধকারে তাদের সাদা লোম চকচক করছে।

তারপর হঠাৎ করেই থেমে গেল কম্পন। এখন আবার পরস্পরের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছে ওরা। মেপল্ আর সিলভিয়া এখনও রানাকে ধরে ঝুলে আছে।

'এদিকের পাহাড়ের বয়স কম,' বললেন মেয়র, যেন নিজেকে শান্ত করার জন্যেই। 'গঠন প্রক্রিয়া এখনও শেষ হয়নি।'

নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে বিপদ কেটে গেছে, কারণ ভূমিকম্প সাধারণত পরপর দু'বার হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা গেল ইন্ডিয়ানরা তাদের পোষা প্রাণীগুলোকে এক জায়গায় জড়ো করে যে যার বাড়ির দিকে খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। বডিগার্ডদের একজন ছুটে রানার সামনে এসে হাঁপাতে লাগল।

'বেলায়েভ কোথায়?' জানতে চাইল রানা।

'সে-কথাই বলতে এলাম! আমাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন তিনি, তারপর সরাইখানা থেকে বদ্ধ উন্মাদের মত বেরিয়ে এলেন। আমরা তাঁর পিছু নিতে একটু দেরি করে ফেলি। এখন তো কোথাও তাঁকে দেখছি না!'

সরাইখানার আলো আবার জ্বলে উঠল। হাতে অস্ত্র নিয়ে রাস্তায় ছুটোছুটি করছে বডিগার্ডরা। আউকানকুইলচায় চারটে মাত্র রাস্তা, বেলায়েভকে কোথাও না পেয়ে একটু পরই ফিরে আসতে দেখা গেল তাদেরকে। বেলায়েভ যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছেন। একজন বলল, 'বাড়ি বাড়ি ঢুকে তল্লাশী চালাতে হবে। মেয়র, আপনি কী বলেন?'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ। চলো, তোমাদের সঙ্গে আমিও থাকি।'

'আপনি, মি. রানা?'

রানা বলল, 'তোমরা তোমাদের কাজ করো। আমার মাথায় অন্য একটা আইডিয়া এসেছে।'

মেয়রকে নিয়ে বডিগার্ডরা চলে গেল।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও রানার নির্দেশে সরাইখানায় ফিরে যেতে হলো মেয়েগুলোকে। নোংরা একটা রাস্তা ধরে একা হাঁটছে ও। ইন্ডিয়ানরা আশ্চর্য এক নির্লিপ্ত ভঙ্গি নিয়ে লক্ষ করছে ওকে। লা পাইটাসরা বেলায়েভকে ছোট্ট এই শহরের কোনও বাড়িতে আটকে রেখেছে, রানা তা বিশ্বাস করে না। দলে বেশ কয়েকজন বডিগার্ড সহ স্বয়ং মেয়র আছেন, কাজেই তারা জানে বেলায়েভকে পাওয়া না গেলে

শহরের প্রতিটি বাড়িতে তল্লাশী চালানো হবে। ওদেরকে সাধারণ প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখতে রাজি নয় রানা, আজ সকালের অভিজ্ঞতা থেকে ধরে নিতে হবে ওরা প্রফেশন্যাল। আউকানকুইলচাও সাধারণ কোনও শহর নয়। এখানে রক্তাক্ত অতীত যেন তার সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহাল আছে আজও।

শহর থেকে প্রাচীন মন্দিরটা দেখা যায়। আজকের মত আরও হাজারটা ভূমিকম্প অগ্রাহ্য করে দাঁড়িয়ে আছে ওটা। চাঁদের মায়াবী আলোয় কাঠামোটা রহস্যময় লাগল, সেই সঙ্গে চুম্বকের মত একটা তীব্র আকর্ষণও অনুভব করছে রানা। ইনকারা যা কিছু নির্মাণ করত, উদ্দেশ্য থাকত শ্রদ্ধা ও মুগ্ধবিস্ময় জাগিয়ে মানুষকে অভিভূত করে তোলা। মন্দিরগুলোও তৈরি করা হয়েছে বন্দীদেরকে দেখানোর জন্যে, তারা যাতে ভয়ে ও শ্রদ্ধায় বশ্যতা স্বীকার করে। শত্রু ভক্তিতে গদগদ হতে ব্যর্থ হলে, পরে আবার তাকে ধরে আনা হত মন্দিরে, এবার বলির পাঁঠা হিসেবে।

একটা পিরামিডের গা বেয়ে সিঁড়ির বিশাল ধাপগুলো উঠে গেছে। এই ধাপ বেয়েই উঠত ইনকারা, পাশ কাটাত দু'পাশে খোদাই করা দেবতাদের। রানা খুব সাবধানে, প্রতিবারে একটা করে ধাপ বেয়ে উঠছে। এক সময় এই পাথরের বুকে মানুষ বলি দেয়ার বীভৎস সব দৃশ্য আঁকা ছিল। দৃশ্যগুলো কালের আঁচড়ে মুছে গেলেও, বলি দেয়ার নেশাটা লা পাইটাসদের মন থেকে এখনও মোছেনি বলেই রানার ধারণা।

ইনটিউশন রানাকে এখানে টেনে এনেছে। আজ সকালে টানেলের অভিজ্ঞতা থেকে ও জেনেছে, আততায়ী আউকানকুইলচার রহস্যময় ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল, এবং বেলায়েভ হত্যাকাণ্ডে প্রাচীন রীতিগুলো সে অনুসরণ করতে চায়। এমনকী লোকটা যদি পাহাড়-চূড়ার এই মন্দিরে এসে বলি দেয়ার টেবিলটাও ব্যবহার করে, রানা এতটুকু অবাক হবে না।

শেষ ধাপটা টপকাতে যাবে রানা, এই সময় স্থির হয়ে গেল। ওর ইনটিউশন কাজে লেগে গেছে। বাস্তব সত্য চোখের সামনে দৃশ্যমান। টেবিলে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছেন বেলায়েভ, হাত ও পা ঝুলছে। টেবিলের কিনারায় মাথাটা তাঁর ইচ্ছায় নড়ছে না, নড়ছে একজোড়া ভার-এর দোলায়। ভার দুটো কর্ডের সঙ্গে ঝুলছে, কর্ডের বাকি অংশ বেলায়েভের গলায় পেঁচানো। ইনকাদের এই অস্ত্র মিউজিয়ামে দেখেছে রানা। এর নাম বোলা, শ্বাসরুদ্ধ করে মারার কাজে ব্যবহার করা হয়

রানাকে অবশ করে রেখেছে বেলায়েভের ওপর ঝুঁকে থাকা মূর্তিটা। ওটার ওপর চাঁদের আলো পড়তে রানা উপলব্ধি করল আজ সকালের দিকে পাহাড়ী ট্রেইলে খুনী যখন বেলায়েভকে রেঞ্জের মধ্যে পাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল তখন তাকে হঠাৎ দেখতে পাবার কারণটা কী ছিল। কারণটা ছিল খুলির ওপর বসানো সোনার চাঁদি। তাতে রোদ প্রতিফলিত হওয়াতেই অ্যামবুশ পেতে বসে থাকা লোকটা রানার চোখে ধরা পড়ে যায়। লোকটার মাথার হাড় বিশেষ কৌশলে লম্বা করা হয়েছে, তার ওপর বসানো হয়েছে সোনার প্লেট।

বলি দেয়ার জন্যে সাজানো ও প্রস্তুত করা হচ্ছে বেলায়েভকে। মূর্তিটা তার আততায়ী, সাধারণ কোনও পাইটাস নয়। এ যেন ইতিহাসের পাতা থেকে উঠে

আসা একজন ইনকা যোদ্ধা জাগুয়ারের নকশা করা সুতি কাপড়ের বর্ম পরে আছে, সোনার বেল্ট থেকে ঝুলছে নানা ধরনের হাতিয়ার। খুলিটা বিকৃত হলেও, লোকটাকে সুদর্শনই বলা যায়। চোখ দুটো অসম্ভব সরু আর কালো। দাঁড়ানোর ভঙ্গিই বলে দেয়, শরীরে প্রচণ্ড শক্তি। লোকটা একা এসেছে, রানা তা বিশ্বাস করে না। হয়তো শহরে নয়, সঙ্গীদের সে রেখে এসেছে আশপাশের পাহাড়ে।

ইন্ডিয়ান লোকটা বেলায়েভের মাথাটা টেবিল থেকে তুলল, তারপর নামিয়ে রাখল পাথরের একটা লম্বা টুকরোর ওপর। বেলায়েভের গলা থেকে বোলা খুলে নিল সে। কর্ডের দাগ স্পষ্ট ও লাল হয়ে ফুটে রয়েছে গলায়। বেলায়েভ নড়ে উঠলেন; বাতাসের অভাবে মাছের মত খাবি খাচ্ছেন।

কী যেন একটা তুলল লোকটা, বেলায়েভের মাথার ওপর চকচক করে উঠল। মিউজিয়ামে দেখেছে বলেই চিনতে পারল রানা– বলি দেয়ার ছোরা। এখন শুধু একটা কোপ দেয়ার অপেক্ষা, বেলায়েভের বিচ্ছিন্ন মাথা লাফাতে লাফাতে ধাপ বেয়ে নেমে যাবে পিরামিডের নীচে।

'আমার ধারণা তুমি আথাহুয়ালপা,' বলল রানা, শেষ ধাপটা টপকে উঠে এল পিরামিডের মাথায়।

এবার ইনকার অবাক হবার পালা। স্থির হয়ে গেল সে, হাত দুটো শূন্যে ভেসে থাকল। শেষ ইনকা সম্রাটের নাম উচ্চারণ করে লোকটাকে চমকে দিয়েছে রানা। আগেও একবার দেখা হওয়ায় ও যেমন লোকটাকে চিনতে পেরেছে, লোকটাও এবার ওকে চিনতে পারল। লোকটার উপস্থিত বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়। ওকে চিনতে পেরেই দু'হাতে ধরা ছোরাটা ক্ষিপ্রবেগে বেলায়েভের গলায় নামিয়ে আনল সে।

পরিস্থিতির সুযোগ নেয়ার জন্যে গভীর মনোযোগের সঙ্গে ওদের দু'জনকে লক্ষ করছিলেন বেলায়েভ। ইনকা আততায়ীর চোখ দেখেই তিনি বুঝতে পারলেন, রানা বাধা হয়ে দাঁড়াবার আগেই লোকটা তাকে জবাই করবে। যেই দেখলেন তাঁর বাহুর পেশীতে টান পড়ছে, অমনি টেবিল থেকে শরীরটাকে গড়িয়ে ফেলে দিলেন নীচে। পরক্ষণে লম্বা পাথরের ওপর নেমে এল ছোরাটা।

ইন্ডিয়ান আততায়ী বিচলিত হলো না। ভূমিকম্প শুরু হওয়ায় ঘর ছেড়ে পালিয়ে এসেছে রানা, কাজেই ওর সঙ্গে পিস্তলটা নেই, আছে শুধু বাহুর সঙ্গে আটকানো খাপে ভরা ছুরিটা। সেই ছুরি ওর হাতে চলে এল দেখে ভয় পাওয়া তো দূরের কথা, সাদা দাঁত বের করে হাসল লোকটা। 'দৌড়ান, বেলায়েভ!' বলল রানা। 'থামবেন না!'

সিধে হয়েই ধাপগুলোর দিকে ছুটলেন বেলায়েভ। বেশি দূর যেতে পারেননি, ছোঁ দিয়ে বোলাটা তুলে ছুঁড়ে মারল লোকটা, নড়াচড়ায় এতটুকু বিরতি নেই। বোলার কর্ড বেলায়েভের পায়ে প্যাঁচ খেলো, দড়াম করে পড়ে গেলেন তিনি। হেসে উঠে কী যেন বলল লোকটা, এক বর্ণও রানা বুঝতে পারল না। প্রায় অলস ভঙ্গিতে ছোরাটা তুলল সে, ছুঁড়ল বেলায়েভের স্থির শরীর লক্ষ্য করে।

একটা গ্রহের মত ছুটল অস্ত্রটা, বনবন করে ঘুরছে, গন্তব্য সরাসরি বেলায়েভের হৃৎপিণ্ড। বুকেই লাগল, তবে আর্মার ভেস্ট ভেদ করতে পারল না,

ছিটকে পড়ল অন্ধকারে।

বেলায়েভকে টপকে আততায়ীর মুখোমুখি হলো রানা।

কোমর থেকে একটা অস্ত্র আলগা করল সে, সোনালি হাতলের সঙ্গে একজোড়া ব্রোঞ্জ চেইন। চেইন দুটোর শেষ মাথায় তারকা আকৃতির একজোড়া বল। দেখেই চিনতে পারল রানা, হেডব্রেকার। মাথার ওপর তুলে ভারী বল দুটো ঘোরাচ্ছে সে, শোঁ শোঁ শব্দ করছে বাতাস। তারপর টেবিল ঘুরে রানার দিকে এগিয়ে এল, খালি পা পাথুরে মেঝেতে থপ থপ আওয়াজ তুলছে।

একটা হেডব্রেকার অরক্ষিত মাথার কী ক্ষতি করতে পারে, জানে রানা। যেভাবে ঘোরাচ্ছে, বোঝাই যায় যে অস্ত্রটা ব্যবহার করতে অভ্যস্ত সে। এরকম পরিস্থিতিতে আত্মরক্ষা করাই কঠিন, বেলায়েভকে রানা বাঁচাবে কীভাবে? পা দিয়ে খোঁচা মারল ও, কিন্তু বেলায়েভ নড়লেন না। পায়ের আরও একটা জোরাল ধাক্কায় অচেতন শরীরটা পিরামিডের মাথা থেকে সিঁড়িতে ফেলে দিল ও। ধাপগুলোর ওপর দিয়ে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছেন বেলায়েভ।

প্রাচীন অস্ত্র হেডব্রেকার এগিয়ে আসছে দেখে পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো রানা। লোকটার প্রতিটি নড়াচড়া মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করছে, তার বৈশিষ্ট্য আর স্টাইল যাতে দৃষ্টি না এড়ায়। বার-এ মারামারি লাগলে, খুনের নেশা চেপে যাওয়া কোনও লোক যখন ভাঙা বোতল ঘোরায়, শরীরের ঝোঁক নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারলে ভারসাম্য হারাতে সে বাধ্য। কিন্তু এই লোক পনেরো পাউন্ড ধাতব ভার ঘোরাচ্ছে নিজের জায়গা থেকে এক ইঞ্চিও না নড়ে। শুধু তাই নয়, লোকটা প্রতি মুহূর্তে তার কৌশল বদল করছে। হেডব্রেকারের ভার বা বল রানার বুকে লাগতে গিয়েও লাগল না, পরমুহূর্তে লোকটা হামলা চালাল সম্পূর্ণ নতুন ও অপ্রত্যাশিত একটা অ্যাঙ্গেল থেকে।

হঠাৎ ওগুলো রানার পায়ের নাগাল পাবার চেষ্টা করল। লাফ দিল রানা, ঠিক যেমনটি আশা করেছে প্রতিপক্ষ; ধরে নিয়েছে লাফ দিয়ে অসহায়ভাবে নামবে তার বোলার ফিরতি পথের ওপর। এই সময় তার সরু চোখ চওড়া হলো, কারণ রানার খালি পা ছুটে এসে আঘাত করল তার বুকে, দশ ফুট পিছু হটিয়ে ফেলে দিল টেবিলের গায়ে। অন্য কোনও লোক হলে টেবিলে ধাক্কা খেয়ে মেঝেতে পড়ে যেত, বুকের ভাঙা হাড় খামচে ধরে ছটফট করত প্রচণ্ড ব্যথায়। কিন্তু এ লোকটার কিছুই হলো না। বুকটা একবার হাত দিয়ে ডলে আবার সে রানার দিকে এগিয়ে এল তবে এবার তাকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছে। বিড় বিড় করে কিছু বললও সে।

'তোমার এটা কী ভাষা? জিজ্ঞেস করল রানা। 'মরার আগে ঈশ্বরের কাছে ক্ষমা চাইছ নাকি?'

ইতিমধ্যে রানার তালুতে পাক খেতে শুরু করেছে স্টিলেটো, একটা ফাঁক পাবার অপেক্ষায় আছে ও, সুযোগ পেলেই ছুরিটা ইনকা আততায়ীর হৃৎপিণ্ডে সেঁধিয়ে দেবে। একবার চেইন দুটো পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। ছুরির ডগার পিছন থেকে সামনের দিকে লাফ দিল রানা। লোকটা নাচের ভঙ্গি করে সরে গেল, একই সঙ্গে হেডব্রেকার ঘোরাল মাথার ওপর। ব্রোঞ্জের জোড়া নক্ষত্র রানার চুল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল, সময় মত রানা মাথাটা নিচু করে নেয়ায় এ-যাত্রা বেঁচে গেল।

'দেখা যাক খালি হাতে কেমন লড়তে পারো তুমি,' বলে আরেকটা হামলার ভঙ্গি করল রানা। হেডব্রেকার তুফান মেলের মত ছুটে এল। খপ্ করে তার হাতটা ধরে সোনার হাতলটা ছিনিয়ে নিল ও। দুটো শরীর যখন এক হতে যাচ্ছে, পেটে একটা লেফট হুক মারল। মনে হলো পাথরের আঘাত করেছে। হেডব্রেকার আর স্টিলেটো খসে পড়েছে পাথরে। বোনা বর্ম মুঠোয় নিয়ে হ্যাঁচকা টান দিয়ে নিজস্ব হেডব্রেকারে নামিয়ে আনল বিকৃত মাথাটা, অর্থাৎ ওর হাঁটুর ওপর। হাঁটুতে বাড়ি খেয়ে ফিরে যাচ্ছে মাথা, কাঁধে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল।

মেঝেতে ছিটকে পড়ার কথা, অথচ লোকটা ছুটে এসে লাথি মারল রানার পেটে। হুস করে খালি হয়ে গেল রানার ফুসফুস। চোখে সর্ষে ফুল দেখছে, সেই সঙ্গে ভাবছে– দক্ষিণ আমেরিকান ইন্ডিয়ানরা লাথি মারতে হয় এমন যে-কোনও খেলায় খুব দক্ষ। তারপর একটা গন্ধ ঢুকল নাকে। কোকা পাতা চিবাচ্ছে লোকটা। কোকেনের নেশা হয়ে থাকলে লোকটাকে ব্যথা দিতে হলে বুলেট দরকার হবে।

নতুন একটা বিপদ, বাতাসের অভাবে হাঁপাতে শুরু করেছে রানা। লাথি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল, দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা লাথি খেল। লোকটা মজা পেয়ে গেছে। গোল্ড বেল্টে আটকানো দ্বিতীয় বোলাটা হাতে নেয়ার প্রয়োজন বোধ করছে না। রানা উপলব্ধি করল, এরকম লাথি খুব বেশি সহ্য করতে পারবে না, ছিটকে পড়ার পর উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা ফুরিয়ে যাবে এক সময়।

শেষবার দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘুরতে শুরু করল রানা। পুতুলের মত আড়ষ্ট ভঙ্গি। মনে মনে সাহায্য প্রার্থনা করছে। আর হয়তো একটা, বড় জোর দুটো লাথি সহ্য করতে পারবে ও।

আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে লোকটা। আবার লাফ দিল, এবার পা দুটোকে নামিয়ে আনবে রানার মাথায়। ঢলে পড়াটা সহজ, তবে ঢলে পড়ার সময় একটা হাত তুলে ঝুলন্ত বোলাটা ধরে ফেলল রানা, শরীরের সবটুকু শক্তি এক করে টান দিল। আতঙ্কে চিৎকার করছে প্রতিপক্ষ, বুঝতে পেরেছে শরীরের গতি আরও বেড়ে যাওয়ায় প্ল্যাটফর্মে পড়ছে না সে। পাখির ডানার মত হাত-পা ঝাপটে পিরামিডের ছাদ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল নীচে।

কনুই আর হাঁটুর ওপর উঁচু হয়ে হাঁপাচ্ছে রানা, লোকটাকে অনুসরণ করার শক্তি নেই। এখন যদি লোকটা ধাপ বেয়ে উঠে আসে, শুয়ে পড়ে খুন করার সুযোগ করে দেবে ও।

লড়াইয়ের সময় পায়ের ধাক্কায় হেডব্রেকার আর স্টিলেটো প্ল্যাটফর্ম থেকে খসে পড়েছে। রানার সঙ্গে শুধু গ্যাস বোমা আছে, এখানে কোনও কাজে আসবে না। তবে হাতে আছেন বেলায়েভ। প্রয়োজনে বেলায়েভকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। দশ ধাপ নীচে নেমে তাঁকে পেল রানা।

'আমি এখানে কেন?' মাথা তুলে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন বেলায়েভ 'মনে পড়ছে... ওরা আমাকে ধরে আনে... তারপর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও আপনি আমাকে বাঁচালেন...'

'তাড়াতাড়ি পালাই চলুন, তা না হলে আবার ধরে নিয়ে যাবে,' বলল রানা।

নিজের চেষ্টাতেই দাঁড়াতে পারলেন বেলায়েভ। তবে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ধাপ বেয়ে নামছেন। ইনকা প্রতিপক্ষকে শেষ ধাপে পড়ে থাকতে দেখল রানা। পিরামিডের মাথা থেকে নীচের শেষ ধাপে মাথা দিয়ে পড়েছে, গোল্ড প্লেট সেঁধিয়ে গেছে মগজের ভেতর। লোকটা তেমন কষ্ট পেয়ে মরেনি। পা দিয়ে মাথাটা কাত করল রানা, গোল্ড প্লেট খসে পড়ল পাথরে।

আউকানকুইলচার সীমানায় পৌঁছুতে বেলায়েভের দায়িত্ব বুঝে নিল তাঁর বডিগার্ডরা। মেয়র ও কিউরেটরও ছুটে এলেন ওদেরকে অভিনন্দন জানাতে। ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে, এমন একটা আইটেম দেখতে চাইলে ওঁদেরকে মন্দিরে যেতে হবে, বলল রানা। কিউরেটর তাড়া খাওয়া শেয়ালের মত ছুটলেন তখুনি।

এক ঘণ্টা পর ফিরে এলেন তিনি। 'কোথায়? মন্দিরের প্রতিটি ইঞ্চি সার্চ করলাম, কিছুই তো দেখলাম না! মি. রানা, আপনি সম্ভবত কোনও ভূতের সঙ্গে লড়েছেন।'

'এগুলো কোনও ভূতের কাজ হতে পারে না,' শহরের একমাত্র ডাক্তার বললেন, রানার ক্ষতগুলো ধুয়ে মলম লাগিয়ে দিচ্ছেন তিনি।

'কিন্তু ওখানে তো কিছুই পেলাম না!' প্রতিবাদ করলেন কিউরেটর।

'কিন্তু আমি পেয়েছি,' বলে তোবড়ানো গোল্ড প্লেটটা কিউরেটরের হাতে ধরিয়ে দিল রানা।

জিনিসটা অত্যন্ত সাবধানে পরীক্ষা করলেন কিউরেটর, আঙুলে ধরে সম্ভাব্য সবদিকে ঘুরিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর দ্রুত ফিরিয়ে দিলেন রানাকে, ধোয়ার ভঙ্গিতে হাত দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষছেন। 'এ আপনি কোত্থেকে পান? কীভাবে পান?' এমন ভাবে তাকিয়ে আছেন, রানাকে যেন এই প্রথম দেখছেন।

'আপনিই তো বললেন, ভূতের সঙ্গে লড়াই হয়েছে আমার,' বলল রানা, হাসছে ও। 'নিশ্চয়ই তার কাছ থেকেই পেয়েছি।'

ছয়

দু'দিন পর আউকানকুইলচার ঠাণ্ডা বাতাস মধুর স্মৃতিতে পরিণত হলো। সান্টিয়াগোর নাইট্রেট কারখানা আর চুককামাটার তামার খনি দেখে এসে বেরিয়ে পড়ল ওরা মরু ভ্রমণে। আটাক্যামা মরুর কোনও তুলনা নেই, উত্তর চিলির অর্ধেকটা দখল করে রেখেছে। বালিতে কোনও ঢেউ নেই, মাইলের পর মাইল সাদা, দিগন্তের রঙবিহীন আকাশে ঝাপসা হয়ে মিশে আছে। গিরগিটি আর সাপ রাত নামার অপেক্ষায় থাকে। দিনের বেলায় পাথুরে খোপ থেকে বেরিয়ে এসে পচা মাংসের খোঁজে উড়ে বেড়ায় শকুন। প্রাণী বলতে আর তেমন কিছুর দেখা পাওয়া যায় না। দুনিয়ার সবচেয়ে শুকনো মরুভূমি আটাক্যামা।

মেয়েদের জন্যে ফেলা তাঁবুতে ঢুকে গর্ত খুঁজছে রানা। কাঁকড়া বিছের ভয়ে সিটকে আছে তারা 'না, কোনও গর্ত নেই,' বলে তাঁবুটা থেকে বেরিয়ে এল ও

কাছেই এক সারিতে কয়েকটা ল্যান্ডরোভার দাঁড়িয়ে রয়েছে। লাইনের শেষ মাথায় একটা দ্বীপ, পিছন দিকে বসানো হয়েছে একটা মেশিন গান। সান্টিয়াগো থেকে রওনা হবার সময় প্রতিরক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে নিজের নিরাপত্তার জন্যে ওটা চেয়ে নিয়েছেন বেলায়েভ। মেশিন গানের সঙ্গে দু'জন গানারও আছে।

খাবার ও পানি রাখা হয়েছে একটা ল্যান্ডরোভারে। গার্ডদের সঙ্গে নিয়ে তাতে বসে আছেন বেলায়েভ।

'ওই আসছেন স্পাই সম্রাট,' বলে কুৎসিত শব্দে নাক ঝাড়লেন তিনি। 'আমি যদি বলি, উনি আমাকে মরুভূমিতে টেনে এনেছেন খুন করার জন্যে?'

'এদিকে বেড়াতে আসার আইডিয়াটা আপনার ছিল, কমরেড,' বলল রানা। 'প্লেন বা জাহাজে চড়তে ভয় পান আপনি, মনে আছে? ওগুলোয় বোমা লুকিয়ে রাখা খুব সহজ।'

'এখানে আপনি সম্পূর্ণ নিরাপদ,' বডিগার্ডদের একজন, খমাকরস্কি আশ্বস্ত করল। 'অন্তত যতক্ষণ সঙ্গে পানি আছে ততক্ষণ ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। কেন, বলেই তো দেয়া হয়েছে, এদিকে কোনও ইন্ডিয়ান নেই। তা ছাড়া, সান্টিয়াগোর সঙ্গে সারাক্ষণ রেডিও কনট্যাক্ট আছে। সরকারী স্টেশনে কাল রাতের মধ্যেই পৌঁছে যাব আমরা।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে কয়েকটা আওয়াজ ছেড়ে গাড়ি থেকে নেমে নিজের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন বেলায়েভ। বডিগার্ডদের একজন বলল, 'উনি ভদকা খেতে গেলেন।'

বডিগার্ডদের লীডার বলল, 'কমরেড ভ্লাদিমিরের প্রাণ বাঁচিয়েছেন আপনি, সেজন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, মি. রানা।'

'ফরগেট ইট,' বলল রানা।

'না, মানে কমরেড ভ্লাদিমিরই আপনার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করছিলেন,' বলল লীডার। 'তবে কী কারণে জানি না আপনার সামনে ঠিক উল্টো ভাব দেখান।'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিল রানা।

একটু পরেই রাতের খাবার পরিবেশন করা হলো। তাঁবুগুলোর সামনে অ্যালুমিনিয়াম টেবিলের ভাঁজ খোলা হয়েছে। সবাই একসঙ্গে বসে জেলি, মধু, রুটি আর ক্যান থেকে বের করা মাংস ও আলু খেলো, একা শুধু বেলায়েভ ছাড়া। ভদ্রতার খাতিরে টেবিলে তিনি উপস্থিত থাকলেন, তবে কিছুই খেলেন না, একাই একটু একটু করে ভদকার বোতলটা খালি করছেন।

একটু পর পিকনিক টেবিল ছেড়ে দাঁড়াল রানা, স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে রওনা হলো আরেক দিকে। ক্যাম্প থেকে খানিকটা দূরে রাত কাটাবে ও। আটাক্যামায় লা পাইটাসরা হামলা করবে, এমন আশংকা কম। তবে সাবধানের মার নেই। হামলা হলে ভিড়ের মধ্যে আটকা পড়তে চায় না ও।

ক্যাম্প থেকে দুশো গজ দূরে সামান্য উঁচু একটা জায়গা পছন্দ হলো রানার। ঝোপ-ঝাড় কেটে এনে বাতাস ঠেকাবার মত নিচু একটা দেয়াল তৈরি করল। তারপর, দিনের আলো থাকতে থাকতে, গোটা এলাকাটা একবার চক্কর দিতে বেরুল; দেখতে চায় সম্ভাব্য ক'টা দিক থেকে ক্যাম্পে পৌঁছানো যায়।

আটাক্যামায় বালিয়াড়ি নেই। বালিও এখানে জমাট বাঁধা, প্রায় পাথুরে, পানিশূন্যও বটে। অল্প কিছু ঝোপ-ঝাড় যা জন্মায়, শুকিয়ে খটখটে আর বিবর্ণ হতে বেশি সময় নেয় না। বেশিরভাগই ক্যাকটাস, কাঁটার সমষ্টি বললেই হয়। আটাক্যামা মরুতে এগুলোই পানির ট্যাংক। কী পরিমাণ পানি মউজুদ থাকে দেখার জন্যে একটা ক্যাকটাস কাটল রানা। প্রেস মেশিনে ভরে নিঙড়ালে ভেতরের শাঁস থেকে এক-আধ ফোঁটা হয়তো বেরুবে, কিন্তু এই রসের ওপর নির্ভর করে বেঁচে থাকার সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ। খাদ্য ও পানীয় হিসেবে আটাক্যামা মরুতে মানুষই সবচেয়ে আদর্শ। শকুনগুলো হয়তো ওদেরকে তাই মনে করছে, অন্তত বেলায়েভকে তো বটেই, কারণ ওদের মধ্যে তাঁর গায়েই সবচেয়ে বেশি মাংস আর চর্বি পাওয়া যাবে।

নিজের স্লীপিং ব্যাগের কাছে ফিরে এসেছে রানা, কাছেই একটা শুকনো নালার ভেতর কয়েকটা ঝোপ দুলে উঠল। দেখেও না দেখার ভান করে বসল ও, ফ্লাস্ক থেকে কফি ঢালছে। বেলায়েভের সঙ্গে যে ক'টা মেয়ে এসেছে, তাদের মধ্যে এই মেয়েটিকেই সবচেয়ে বুদ্ধিমতী ও সতর্ক বলে মনে হয়েছে ওর। সবদিকেই তার তীক্ষ্ণ নজর, কিন্তু কারও ব্যাপারে নাক গলায় না, কথাও বলে খুব কম। বেলায়েভ কেজিবির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিলেন, অথচ তাঁর সঙ্গে কেজিবির কোনও বডিগার্ড নেই, এটা বিস্ময়কর। মেয়েটির আচরণ লক্ষ করার পর সে বিস্ময় রানার দূর হয়ে গেছে।

'আমাকেও এক কাপ কফি খাওয়াবে নাকি?' ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল সে।

দিগন্তে তাকিয়ে আছে রানা, চোখ না ফিরিয়ে বলল, 'হেলপ ইওরসেলফ।'

রানার পাশে এসে কম্বলের ওপর বসল মেয়েটি। ফ্লাস্কের ক্যাপে কফি ঢেলে বলল, 'আমি সালিনা।'

'মাসুদ রানা,' হ্যান্ডশেক করল রানা। 'যোগাযোগ করতে এত দেরি করলে কেন?'

আড়ষ্ট হয়ে গেল সালিনা। 'মানে?'

'তুমি কেজিবি এজেন্ট নও?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

মাথা নেড়ে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল সালিনা। 'জানলে কীভাবে?'

'এ তো অবভিয়াস, বুদ্ধি না খাটিয়েও জানা যায়,' বলল রানা। 'বেলায়েভ যেখানেই যাবেন, কেজিবির একজোড়া চোখ তাঁর সঙ্গে থাকতে বাধ্য।'

'কিন্তু আমিই যে সেই চোখ, তা তোমাকে কে বলল?'

'বেলায়েভের হারেমে তুমিই একমাত্র রুশ,' বলল রানা। 'পলক ফেলো কম, কথা বলো কম, বেলায়েভকে ছেড়ে বড় একটা নোড়ো না– এরপর আর বুঝতে বাকি থাকে?'

চিন্তিত দেখাল সালিনাকে। 'তা হলে তো আমি কমরেড বেলায়েভের চোখেও ধরা পড়ে গেছি।'

'হ্যাঁ, তিনি বোকা নন।'

'কিন্তু কেজিবি তো ওঁর দু'চোখের বিষ,' সালিনাকে বিস্মিত দেখাল। 'জানার

পর আমাকে বিদায় করে দেননি কেন? এর আগে যে মেয়েটা প্রোটেকশন দিচ্ছিল, মস্কোয়, তাকে উনি গুলি করতে চেয়েছিলেন।'

ঘাড় ফিরিয়ে সালিনাকে দেখল রানা। 'তুমি সুন্দরী, সেজন্যেই হয়তো এখনও কিছু বলছেন না।'

'কিন্তু আগের মেয়েটা তো আমার চেয়েও সুন্দরী ছিল।'

'তা হলে হয়তো বেলায়েভ ভয় পাচ্ছেন সত্যি তাঁর ওপর হামলা হবে,' বলল রানা। 'ভাবছেন, কেজিবির একজন এজেন্ট পাশে থাকলে নিরাপত্তা আরও খানিকটা নিশ্চিত হবে।'

'ওঁর বিপদটা আসলে কতটুকু মারাত্মক?' জানতে চাইল সালিনা।

'বুখারিন তোমাকে ব্রিফ করেননি?'

মাথা নাড়ল সালিনা। 'আমাকে বলা হয়েছে, এটা একটা রুটিন ডিউটি।'

তা হলে গোপন তথ্যটা তোমাকে দেয়া যায় না, ভাবল রানা। কিছু বলতে গিয়ে হঠাৎ চমকে উঠল ও। সর্বনাশ! বেলায়েভ তো দেখা যাচ্ছে দুনিয়ার সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত লোক। মাথাটা দ্রুত কাজ করায় হিসাব মেলাতে বেশি সময় লাগল না। বেলায়েভ হত্যাকাণ্ডকে অভ্যুত্থান শুরুর সময়-সংকেত হিসেবে ব্যবহার করবে লা পাইটাস। তার খুন হবার খবর প্রচার হবার সঙ্গে সঙ্গে সিআইএ-র এক ঝাঁক কার্গো প্লেন উড়ে আসবে চিলির আকাশে, আর্মস ও অ্যামিউনিশন ড্রপ করবে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায়। এ তথ্য লা পাইটাস জানে, কাজেই অস্ত্র আর গোলাবারুদ সংগ্রহ করার জন্যে ওই সব এলাকায় তাদের লোকজন আগে থেকেই অপেক্ষা করবে।

এ তথ্য রানার মাধ্যমে এখন সরকারও জানে। অনুগত সেনা সদস্যরা সতর্ক অবস্থায় আছে, ক্যামোফ্লেজ নিয়ে পৌঁছে গেছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। বেলায়েভ খুন হলে লা পাইটাসদের গ্রেফতার করা হবে, সিআইএ-র ড্রপ করা অস্ত্র আর গোলাবারুদ তারা যাতে সংগ্রহ করতে না পারে।

রানার মনে বিদ্যুৎচমকের মত নতুন যে আশঙ্কাটা জেগেছে সেটা আরও মারাত্মক। বেলায়েভের একমাত্র বিপদ লা পাইটাস, এই ধারণা মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে। কারণ, সরকার বা সেনাবাহিনীর কোনও কর্মকর্তা ঠাণ্ডা মাথায় গোটা ব্যাপারটা যদি চিন্তা করে, বেলায়েভের খুন হওয়াটাকে তারাও দেশ ও সরকারের জন্যে উপকারী বলে মনে করবে। বেলায়েভ খুন না হলে লা পাইটাসদের কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব নয়, অন্তত এ-যাত্রায় সম্ভব নয়। আরও সম্ভব হবে না সিআইএ-র ড্রপ করা অস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করা।

এরকম পরিস্থিতিতে, লা পাইটাস বেলায়েভকে খুন করতে ব্যর্থ হলে, সরকার কেন সফল হতে চাইবে না?

ভুরু কুঁচকে রানাকে লক্ষ করছে সালিনা। 'হঠাৎ তোমার কী হলো বলো তো? ধ্যানমগ্ন হয়ে কী ভাবছ?'

'ভাবছি বেলায়েভকে কীভাবে বাঁচানো যায়,' বলল রানা 'এই মুহূর্তে তিনিই সম্ভবত দুনিয়ার সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত মানুষ।'

'কী বলছ তুমি!' উদ্বিগ্ন সালিনার গলা লম্বা হয়ে গেল।

'এখুনি তাঁর কাছে ফিরে যাও, সালিনা,' বলল রানা। 'কাউকে বিশ্বাস করবে না, কেমন? মেয়েগুলোকে নয়, বডিগার্ডদেরও নয়। কোনও ঝুঁকি নেবে না– যদি দেখো বেলায়েভ আক্রান্ত হতে যাচ্ছেন, ইতস্তত না করে গুলি করবে। কেউ খুন হয়ে গেলে তোমাকে সমর্থন করব আমি। ঠিক আছে?'

'কিন্তু কেন তুমি ভাবছ সবাইকে সন্দেহ করা উচিত?' রানার বক্তব্য মেনে নিতে পারছে না সালিনা।

'দুঃখিত, সব কথা তোমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারছি না,' বলল রানা। 'তবে আমার কথা অবিশ্বাস কোরো না। বেলায়েভের সত্যি খুব বিপদ। শুধু লা পাইটাস নয়, যে-কেউ এখন তাঁকে খুন করতে পারে।'

'বলছ যখন অবশ্যই সতর্ক থাকব আমি। কিন্তু তোমার বক্তব্য পুরোপুরি মেনে নিতে পারছি না। যে-কেউ এখন খুন করতে পারে, তোমার এ-কথার মানে কী?'

'সবাই।'

সালিনা মাথা নাড়ল। 'মানতে পারলাম না। কই, আমি তো তাঁকে খুন করতে চাই না!'

'এখন চাইছ না– না। কিন্তু কেউ যখন তোমাকে দুই কি তিন মিলিয়ন মার্কিন ডলার সাধবে, সুইস অ্যাকাউন্টে, তখন?'

ব্যাপারটা বুঝতে দু'সেকেন্ড সময় লাগল সালিনার। তারপর লাফ দিয়ে সিধে হলো সে। 'ওহ্, গড!' বলেই ক্যাম্পের দিকে ছুটল।

কী করা যায় ভাবছে রানা। ক্যাম্পে রেডিও আছে, কিন্তু রেডিওতে এরকম একটা বিষয় নিয়ে কথা বলাটা বোকামি হয়ে যাবে। কে কোথায় আড়ি পেতে আছে কে বলবে। ওর কনট্যাক্ট-এর সঙ্গে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট দরকার। কিংবা স্বয়ং প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। বেলায়েভকে বাঁচিয়ে রেখেও লা পাইটাসদের গ্রেফতার করা সম্ভব, সম্ভব সিআইএ-কে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ড্রপ করতে প্ররোচিত করা। ওর কাছ থেকে এরকম একটা বুদ্ধি পেলে সরকার নিশ্চয়ই ভাড়াটে খুনীকে দিয়ে বেলায়েভকে খুন করতে চাইবে না।

যা করার কাল সকালে। স্লীপিং ব্যাগে ঢুকে ঘুমাবার চেষ্টা করল রানা।

রাতে প্রচুর ভদকা খাওয়ায় অনেক বেলায় ঘুম ভাঙল বেলায়েভের। কোনও কারণ ছাড়াই মেজাজ দেখাচ্ছেন। নাস্তার প্লেট ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'আমাকে শুধু কফি দাও।' টেবিলে আরও অনেকের সঙ্গে রানাও বসে আছে, ওর দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চাপলেন। 'আর দেড় দিন পর সান্টিয়াগোয় ফিরছি আমি, ফিরেই আমার প্রথম কাজ হবে আপনাকে বিদায় করা।'

রানা কথা বলছে না।

সবাইকে আরেক প্রস্থ কফি পরিবেশন করছে মেপল্। রানার পাশে এসে ফিসফিস করল, 'তোমাকে দেব না।'

'কেন?'

'তুমি জানো কেন,' বলে টেবিলের উল্টোদিকে বসা সালিনার দিকে অগ্নিদৃষ্টি

হানল মেপল্।

'তুমি শুধু শুধু রাগ করছ,' বলল রানা। 'কাল রাতে আমি লা পাইটাস খেদাতে ব্যস্ত ছিলাম।'

'এদিকে কোনও লা পাইটাস নেই, রিপোর্ট করল বডিগার্ড।'

'দেখলে!' বলেই সরে গেল মেপল্।

ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে যাওয়া ট্রেইলটা চেক করতে গিয়েছিল বডিগার্ডরা, ফিরে এসে রিপোর্ট করছে এখন। 'কমরেড বেলায়েভের নাস্তা খাওয়া শেষ হলেই ব্যাগগুলো আমরা গাড়িতে তুলে ফেলব। ট্রেইল নিরাপদ বলেই মনে হলো। স্টেশন অনেকটা দূরের পথ, পৌঁছাতে সারাদিন লেগে যেতে পারে। তবে স্টেশনে আমাদের জন্যে একটা বিশেষ ট্রেন অপেক্ষা করছে। ওখানে একবার পৌঁছাতে পারলে আর কোনও অসুবিধে হবে না।'

'গুড।'

বডিগার্ডদের নিয়ে তাঁবু খুলতে চলে গেল তাদের লীডার। মেপল্ রানার জন্যে কফি ঢালল। মগটা ধরতে যাবে রানা, কেঁপে উঠল ওটা। দূরে কোথাও ভূমিকম্প হচ্ছে, এ তারই ভাইব্রেশন, ভাবল ও। চিলিতে খুব ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়।

'শকুনগুলো আজ খুব সকাল সকাল আকাশে বেরিয়েছে,' টেবিলের ওদিক থেকে মন্তব্য করল সালিনা। 'সেই ভোর থেকে দেখতে পাচ্ছি মাথার ওপর চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে।'

রানার হাত টেবিলে। টেবিলটা এখনও কাঁপছে। আগের চেয়ে একটু যেন বেশিই মনে হলো। মুখ তুলে আকাশে চোখ বোলাল ও। একটু আগে হয়তো শকুন ছিল, কিন্তু এখন নেই। শকুনের বদলে একটা জেট প্লেন দেখা গেল। উড়ে আসছে বললে ভুল হবে। নেমে আসছে বলাই ভাল। নেমে আসছে সরাসরি যেন ওদের দিকে। মরুভূমি বলেই জেটটাকে দেখতে পেল রানা। মরু সমতল হওয়ায় যে-কোনও দিকে আকাশের পনেরো মাইল পর্যন্ত দেখা যায়। রানা একা নয়, বডিগার্ডদের লীডারও ওটাকে দেখতে পেয়েছে। হাতের কাজ ফেলে ছুটে এল সে। চিৎকার করে বলছে, 'শুয়ে পড়ুন! সবাই শুয়ে পড়ুন!'

শোবে কী, মেপল্ আর সিলভিয়া লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল, প্লেনের উদ্দেশে রুমাল দোলাচ্ছে বেলায়েভ ওদের নাচানাচিও দেখছেন না, প্লেনের দিকেও তাকাচ্ছেন না, টকটকে লাল চোখ মেলে তাকিয়ে আছেন কফির মগে।

প্লেনটা এখন অনেক নীচে, ছুটে আসছে একদিকের ডানা কাত করে। এঞ্জিনের গর্জনে ঝাঁকি খাচ্ছে অ্যালুমিনিয়ামের টেবিল। ওদের চিৎকার-চেঁচামেচি চাপা পড়ে গেল। ক্যাম্পকে পাশ কাটিয়ে আবার আকাশের অনেক ওপরে উঠে গেল জেট।

'তুমি শুয়ে পড়তে বললে কেন?' হেড বডিগার্ডকে জিজ্ঞেস করলেন বেলায়েভ।

মাথা চুলকে হেড বলল, 'একটু ভুল হয়ে গেছে, কমরেড বেলায়েভ। আমি ভেবেছিলাম প্লেনটা হামলা চালাতে আসছে।'

'কী প্লেন ওটা?' আবার প্রশ্ন করলেন বেলায়েভ। 'দেখে তো মনে হচ্ছে প্লেন নয়, মিসাইল।'

'স্টারফাইটার, কমরেড। আমেরিকান প্লেন।'

'হ্যাঁ, আমেরিকান প্লেন,' বলল রানা। 'তবে লেজে চিলিয়ান এয়ারফোর্সের মার্কিং আছে। সরকার কমিউনিস্ট হলে কী হবে, চিলি আমেরিকান প্লেনই কিনেছে।'

'এয়ারফোর্সের প্লেন যখন, নিশ্চয়ই আমাকে গার্ড দেয়ার জন্যে পাঠানো হয়েছে।' বেলায়েভের মোটা ঠোঁটে গর্ব আর তৃপ্তির হাসি।

মাথার অনেক ওপর দিয়ে উড়ে গেল জেটটা।

'আর্মি হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে সকালে আমার কথা হয়েছে,' হেড বডিগার্ড বলল। 'কিন্তু ওরা তো কোনও প্লেনের কথা বলেনি।'

'বলেনি তো কী হয়েছে?' খেঁকিয়ে উঠলেন বেলায়েভ। 'ওরা কি সব কাজ তোমাকে জানিয়ে করবে? যাও, আবার যোগাযোগ করো, আমার তরফ থেকে ধন্যবাদ দাও।'

থমথমে চেহারা নিয়ে একটা ল্যান্ড রোভারের দিকে এগোল হেড বডিগার্ড। ফ্লাস্ক থেকে নিজের মগে আরও খানিকটা কফি ঢালছেন বেলায়েভ। 'দেখছেন?' প্লেনের দিকে একটা হাত তুলে রানাকে দেখালেন। 'পাইলট আবার আমাকে স্যালুট করতে আসছে।'

এবার অনেক দূরে থাকতেই মরুভূমির কাছাকাছি নেমে এসেছে জেট, আগের মত সরাসরি ওদের ক্যাম্পের দিকে ছুটে আসছে, দিক না বদলালে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যাবে। বেলায়েভ ছাড়া সবাই দাঁড়িয়ে, রুমাল বা হাত নাড়ছে। স্টারফাইটার আরও একটু নিচু করল নাক, যেন উষ্ণ অভ্যর্থনায় সাড়া দিয়েই। ঠিক এই সময় কী একটা চিন্তা করে ঝাঁকি খেল রানা। কাভার এয়ারক্রাফট হিসেবে কেউ কোনও দিন স্টারফাইটার পাঠায় না। স্টারফাইটারকে বলা হয়, হাইলি স্পেশালাইজড্ বম্বার/ফাইটার, অ্যান অ্যাটাক প্লেন। 'ডাইভ! এভরিবডি ডাইভ!'

একশো গজ দূরে মরুভূমি ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বিশ ফুট উঁচু ধুলোর মেঘে। প্লেনের কামান থেকে ঝলসে উঠল আগুন। বেলায়েভ দাঁড়াবার সময় চেয়ারটা পিছনে উল্টে পড়ল। প্লেনটার ফ্লাইট পাথ-এর সরাসরি মাঝখানে তিনি। নড়াচাড়ার শক্তি নেই, মুখের হাঁ আতঙ্কে বিশাল হয়ে উঠল শুধু।

দু'হাত দিয়ে তাঁর বুকে ধাক্কা মারল রানা। চিৎ হয়ে পড়লেন, তারপর গড়িয়ে ঢুকে সেঁধিয়ে গেলেন টেবিলের তলায়। রানা ঢুকল সদ্য খোলা একটা তাঁবুর স্তূপে। ইতিমধ্যে বাকি সবাইও আলিঙ্গন করেছে মাটিকে– কেউ হামাগুড়ি দিচ্ছে, কেউ মড়ার মত পড়ে আছে। মাটি বিস্ফোরিত হতে শুরু করল। বিশ এমএম শেল-এর রোমহর্ষক সূচিকর্ম। ধোঁয়ার ভেতর অস্পষ্ট ভাবে টেবিলটা দেখতে পেল রানা, এমন ভাবে শূন্যে লাফ দিল যেন ডানা গজিয়েছে। এঞ্জিনের গর্জন কমতে শুরু করায়, এতক্ষণে শুনতে পেল সবগুলো মেয়ে চিৎকার করছে।

ঝাঁক ঝাঁক কামানের গোলা ক্যাম্পটাকে তছনছ করে দিয়ে গেছে। ছুটে এসে

রানা দেখল, এবারও ভাগ্যের জোরে বেঁচে গেছেন বেলায়েভ। কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছেন, কোথাও আঘাত পাননি। কপাল খারাপ তাঁর একজন বডিগার্ডের। সদ্য তৈরি একটা গর্তের পাশে পড়ে আছে লাশটা, হাতের অস্ত্র থেকে গুলি করা হয়নি।

'মি. রানা, আমি সন্দেহ করছি এই অপ্রত্যাশিত হামলার পিছনে আপনার হাত আছে!' সিধে হলেন বেলায়েভ, কাপড় থেকে ধুলো না ঝেড়েই মারমুখো হয়ে রানার দিকে হেঁটে আসছেন।

'শাট আপ!'

বেলায়েভ কী করে বসতেন বলা যায় না, চীপ বডি গার্ডের কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ল্যান্ড রোভার থেকে এইমাত্র ফিরে এসেছে লোকটা, বলল, 'এয়ারফোর্স থেকে ওরা বলছে, কোনও প্লেন পাঠানো হয়নি।'

'জানি পাঠানো হয়নি,' বলল রানা। 'এখন পাঠাচ্ছে তো?'

'তা পাঠাচ্ছে, কিন্তু দশ মিনিটের আগে পৌঁছাবে না। বলল, ততক্ষণ আমাদেরকে টিকে থাকতে হবে।'

সঙ্গে অ্যান্টি-এয়ারক্রাফট গান নেই, ফাঁকা মরুভূমিতে একটা স্টারফাইটারের বিরুদ্ধে কী করে টিকে থাকবে ওরা? প্রথম দফায় ওরা নিচিহ্ন হয়নি পাইলট সময়ের আগে গুলি শুরু করায় ক্যাম্পের সবাই ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল বলে।

'ওই আবার আসছে!' ফিসফিস করলেন বেলায়েভ। কোণঠাসা ইঁদুরের মত লাগছে তাঁকে।

আবার মরুভূমির কাছাকাছি নামছে জেট। শুরু হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় আক্রমণ।

ভাব দেখে মনে হলো বেলায়েভ পালাতে চাইছেন। আরেকটা ধাক্কা দিয়ে তাঁকে চীফ বডিগার্ডের গায়ের ওপর ফেলে দিল রানা। এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ বাড়ছে, কাজেই কথাগুলো গলা চড়িয়ে বলতে হলো ওকে। 'পঞ্চাশ গজ দূরে, বাম দিকে, একটা নালা আছে। শুধু ওখানেই খানিকটা প্রোটেকশন পেতে পারি আমরা। আমি গো বললেই ছুটবে সবাই, ঠিক আছে? এটা নিয়ে পিছনে থাকব আমি।' বাম হাতটা ঝাঁকাল রানা, বাহুর খাপ থেকে খসে তালুতে পড়ল স্টিলেটো। 'কেউ পিছিয়ে পড়লে বা অন্য কোনও দিকে ছুটলে, আমি এটা ব্যবহার করব। গো!'

ধুলোর মেঘ আবার ছুটে আসছে ক্যাম্প লক্ষ্য করে। মুহূর্তের জন্যে দলের সবাই সম্মোহিত হয়ে থাকল, যেন এক পাল পশু ফণা তোলা কেউটের সামনে স্থির হয়ে আছে। তারপর, রানার তালুতে ছুরিটা একবার নেচে উঠতেই, সবার শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। বিপদ হলো, যত জোরেই ওরা দৌড়াক, যে দুঃস্বপ্ন পিছু নিয়েছে তাকে এড়াবার জন্যে তা যথেষ্ট নয়। ভারী শেলের প্রবল বর্ষণ বাতাসকে পর্যন্ত ঝড়ো করে তুলল। ধুলোর ঘন মেঘ নিরেট জালের মত রানার পা জড়িয়ে ধরছে। সিলভিয়া হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। না থেমেই ছোঁ দিয়ে মাটি থেকে তুলে নিল ও। ধুলো আর ধোঁয়ার দেয়াল বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে, দলের বাকি কাউকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। যখন মুখ তুলল, স্টারফাইটার এক মাইল

দূরে সরে গেছে। ফেরার জন্যে আবার ওপর আকাশে উঠে যাচ্ছে পাইলট। বিশ সেকেন্ড পর নালায় নামল রানা।

'সবাই পৌঁছেছি?' জানতে চাইল ও।

আতঙ্কিত সবগুলো কণ্ঠস্বর একযোগে জবাব দিল। কেউ আহত হয়েছে বলে মনে হলো না।

জার্মান একটা মেয়ে, ফ্রেডারিকা, জানতে চাইল, 'এই নালায় কি আমরা নিরাপদ?'

'মনে হয় না,' বলল সালিনা। পরের বার নালার পাড় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। তার পরের বার গুলি খাব আমরা।'

আতঙ্কে কেঁপে গেল ফ্রেডারিকার গলা, 'তা হলে আমরা ল্যান্ড রোভারে উঠছি না কেন?'

সালিনা ধমক দিয়ে কিছু বলতে যাচ্ছিল, তাকে থামিয়ে দিয়ে রানা বলল, 'ল্যান্ড রোভারে গুলি লাগানো অনেক সহজ। এখানে আমরা শুধু নালার ভেতর নয়, ঝোপের ভেতর রয়েছি– পাইলট সহজে দেখতে পাবে না।'

তবে নালাও একটা মৃত্যুফাঁদ, দুপাশে উঁচু পাড় আর চারপাশে ঝোপ থাকায় দৌড়ে পালানো সম্ভব নয়। স্টারফাইটারের পাইলট আবার ছুটে আসছে। এবার সে কামান দাগতে দেরি করল। ঝোপের ভেতর থেকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ওরা, প্রায় সরাসরি ককপিটের ভেতর, এই সময় গোলাবর্ষণ শুরু হলো। বডিগার্ডদের একজন ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে প্লেনের দিকে রিভলভার তুলছে দেখে ছুটে গিয়ে তাকে বাধা দিল রানা, টেনে ঝোপের ভেতর ফিরিয়ে আনল। 'রিভলভার দিয়ে ফাইলটার প্লেন ফেলতে চাও?' ধমক দিল ও, কিন্তু চিৎকারটা গোলার বিস্ফোরণে চাপা পড়ে গেল।

নালার একটা পাড় ভেঙে গেল, পাথুরে মাটির বড় বড় টুকরো লাফ দিয়ে একশো ফুট পর্যন্ত শূন্যে উঠল। আবর্জনায় প্রায় চাপা পড়ে গেল ওরা। ধুলো সরে যাবার পর রানা দেখল, বডিগার্ডটার একটা বাহু থেকে রক্ত ঝরছে। রুশ ভাষায় খিস্তি করল সে।

ক্রল করে বেলায়েভের কাছে চলে এল রানা। 'আপনার ভেস্টটা খুলে দিন।'

'কী? নো!' চোখ রাঙালেন বেলায়েভ। 'নেভার!'

রানার হাতে তর্ক করার মত সময় নেই। আরেকটু জোরে মারলে রুশ বাণিজ্যমন্ত্রীর চোয়ালটা গুঁড়িয়ে যেত, তা না মারায় শুধু জ্ঞান হারালেন। ব্যস্ত হাতে ভেস্টটা খুলে নিল রানা। পরছে, আহত বডিগার্ডের রিভলভার কেড়ে নিয়ে ওর দু'চোখের মাঝখানে লক্ষ্যস্থির করল সালিনা। 'কী করছ তুমি, রানা?'

'শান্ত হও, সালিনা। পরের বার পাইলট মিস করবে না। বাঁচতে হলে কিছু একটা করতে হবে।'

'কী করতে চাও তুমি?'

'দেখি জীপটাকে কাজে লাগাতে পারি কিনা,' বলল রানা। 'ভেস্টটা ওঁর চেয়ে এখন আমারই বেশি দরকার।'

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাম্পের দিকে তাকাল সালিনা। জীপটা এখান থেকে বেশ

অনেকটা দূরে। ওটায় মেশিন গান আছে। মাথা নেড়ে সালিনা বলল, 'কোনও লাভ হবে না।'

'তবু কিছু একটা করে বাঁচতে চাই, আমাদের প্লেন না আসা পর্যন্ত। কেউ জীপ চালাতে জানে কি না জিজ্ঞেস করে দেখো।'

রিভলভার নামিয়ে মাথা নাড়ল সালিনা। বডিগার্ড বিড় বিড় করে বলল, এক হাতে জীপ চালাবার ঝুঁকি সে নিতে পারে না। মেপল বলল, 'আমরা কিউবান মিলিশিয়াতে ছিলাম, আমি আর সিলভিয়া। তখন সারাদিনই জীপ চালিয়েছি।'

'এ-যাত্রা আমরা যদি বেঁচে যাই, আমার হয়ে ফিদেলকে ধন্যবাদ জানাতে ভুলো না,' সহাস্যে বলল রানা।

স্টারফাইটার এবার আগের চেয়ে ধীরগতিতে, অন্য একটা দিক থেকে আসছে– নালাটাকে আড়াআড়িভাবে পার হবে না, লম্বা দিকটা ধরে আসছে। কামানের রেঞ্জের মধ্যে যখন পড়বে ওরা, কলের ফাঁদে পড়া ইঁদুরের অবস্থা হবে ওদের।

'এসো!'

ট্রেঞ্চ থেকে লাফ দিয়ে পাড়ের মাথায় উঠল ওরা, ক্ষতবিক্ষত মাটির ওপর দিয়ে খিঁচে দৌড়াচ্ছে। পাইলট দেখে ফেলল, ফলে প্লেনের ডানা মুহূর্তের জন্যে কাত হয়েও আবার সিধে হয়ে গেল। স্পীড কম হলেও, ঘণ্টায় এখন তা তিনশো মাইল, কাজেই সময়ের অভাবে স্বস্থির করার সুযোগ নেই তার। চমকে দেয়ার সুযোগটা পুরোপুরি ব্যবহার করল রানা, আঁকাবাঁকা পথ না ধরে সোজা ছুটছে। ওদের পিছনে জেট এঞ্জিনের গর্জন আরও বাড়ল। রানা অপেক্ষা করছে, যে-কোনও মুহূর্তে কামানের গোলা ছুটে এসে ওদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

স্টারফাইটার ডান দিকে কাত হলো, তারপর বাম দিকে– প্রথমে রানা ও মেয়ে দুটোকে লক্ষ্য করে শেল ছুঁড়ল, তারপর নালার ভেতর। মুহূর্তের ইতস্তত ভাব পাইলটকে লক্ষ্যভেদে সফল হতে দিল না। প্লেনের নাম আকাশের দিকে তুলে দিল সে, দেখতে দেখতে কালো একটা বিন্দুতে পরিণত হলো জেট।

গানাররা কোথায় পালিয়েছে কে জানে! জীপের সামনে উঠে বসল মেপল আর সিলভিয়া, রানা উঠল পিছনে। ইগনিশনেই পাওয়া গেল চাবি, এঞ্জিনে স্টার্ট দিল মেপল। রানা মেশিন গানে অ্যামিউনিশনের প্লাস্টিক বেল্ট পরাচ্ছে, মেপলকে জানিয়ে দিল স্টারফাইটার ফিরে এলে কোনদিকে চালাতে হবে জীপ।

খেপে গেছে পাইলট। খুব তাড়াতাড়ি টার্ন নিয়ে ফিরতি পথ ধরেছে আবার। এবার তার টার্গেট ক্যাম্প, নালা নয়। একেবারে শেষ মুহূর্তে মেপলের কাঁধ ছুঁলো রানা। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি খেয়ে রওনা হলো জীপ।

ফার্স্ট গিয়ারে পঞ্চাশ ফুট ছুটল, তারপর মেপল ডান দিকে নব্বুই ডিগ্রী বাঁক ঘুরল, থার্ড গিয়ার দিয়ে ছুটল আবার নাক বরাবর সামনে।

স্টারফাইটার পিছনে লেগে থাকল। পাইলটের আক্রোশ অনুভব করতে পারছে রানা। ফাইটারের এয়ার-টু-এয়ার মিসাইল রয়েছে, কিন্তু জরীপের বিরুদ্ধে তা কোনও কাজে আসবে না। এরইমধ্যে মূল্যবান অনেকটা সময় নষ্ট করে ফেলেছে সে, জানে চিলিয়ান এয়ারফোর্সের জেটগুলো যে-কোনও মুহূর্তে পৌঁছে

যাবে। তবু, মিসাইল র‍্যাক্সার করা না গেলেও, তার কাছে কামান তো আছেই, আরও আছে র‍্যাক ভর্তি বোমা– একেকটা পাঁচশো পাউন্ড। ঠিকমত লাগাতে পারলে একটা বোমাই ওদেরকে ছাতু বানাবার জন্যে যথেষ্ট।

অত্যন্ত দক্ষ হাতে চালাচ্ছে মেপল্, প্লেনটাকে রানা যাতে সহজে দেখতে পায় সেজন্যে জীপটাকে তির্যক একটা পথে রাখছে সে। রানা সরাসরি তাকিয়ে আছে ছুটে আসা জেটের নাকে। বেল্টের দশ ইঞ্চি খরচ করল ও, রেঞ্জের মধ্যে না থাকায় একটা বুলেটও প্লেনে লাগল না। পাইলট গ্রাহ্য করছে না, আগের মতই ছুটে আসছে জেট।

জীপের পিছনে উথলে উঠল মাটি।

'ডানে! ডান দিকে!'

জীপ ডান দিকে ঘুরে গেল। ধুলো-মাটির বিস্ফোরণ একটা প্যাটার্ন ধরে জীপের চাকা লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। ধুলো, ধোঁয়া আর মাটির আলোড়িত মেঘ আড়াল করে রেখেছে প্লেনটাকে, রানা গুলি করছে আন্দাজে।

'বাম দিকে!'

একটা। শেল চেসিসের খাকিটা ছিঁড়ে নিয়ে গেল, তবে গোলার তৈরি সূচিকর্ম বাঁকা হয়ে ওদের কাছ থেকে সগর্জনে দূরে সরে যাচ্ছে। দম ফেলার ফুরসত পেয়ে সিধে হতে যাবে রানা, এই সময় মনে হলো গোটা মরুভূমি বিস্ফোরিত হয়েছে। র‍্যাক থেকে পাইলটকে বোমা রিলিজ করতে দেখেনি ও। ছোট একটা পাথর ঠক করে বুকে এসে লাগল। হাড় ভেঙে পিঠ দিয়েই বেরুত, বাধা দিয়েছে ভেস্টটা। যেন জাদুবলে এখনও জীপটাকে চালিয়ে নিতে পারছে মেপল। মাউন্টের ওপর মেশিন গান অলস ভঙ্গিতে ঘুরছে। পাশে, মেঝেতে, কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে রয়েছে রানা।

'আবার ওটা আসছে, রানা!'

আসছে মরুর বালি প্রায় ছুঁয়ে। সম্ভবত সাউন্ড ব্যারিয়ার ভেদ করবে। রানা কোনও রকমে দাঁড়াতে পেরেছে, এই সময় ফ্লাইট স্টিকে চাপ দিল পাইলট, ফলে আবার পাথুরে মাটিতে হাতুড়ির বাড়ি পড়তে শুরু করল। বন বন করে ডান দিকে হুইল ঘোরাল মেপল্, বিরতিহীন একটা বৃত্ত তৈরি করছে।

'না! উল্টোদিকে ঘোরো!'

ঝাঁক ঝাঁক বুলেট পড়ছে, জীপটা সরাসরি সেই বর্ষণের দিকে ছুটছিল। শেষ মুহূর্তে দিক বদল করেও বিশেষ লাভ হলো না। উড়ন্ত একটা পাথর এসে লাগায় উইন্ডশীল মাকড়সার জাল হয়ে গেল। বুলেট বৃষ্টিকে এক পাশে রেখে দু'চাকার ওপর ভর দিয়ে সামনে ছুটছে জীপ। বাঁক ঘুরে আবার ফিরে আসছে পাইলট।

জেটের কামান এমকে ইলেভেন। টুইন-ব্যারেল, এয়ার-কুলড, গ্যাস-অ্যান্ড-রিকয়েল-অপারেটেড অটোমেটিক উইপন; আট চেম্বার বিশিষ্ট রিভলভিং সিলিন্ডার থেকে ইলেকট্রনিক্যালি প্রাইমড টোয়েনটি এমএম অ্যামিউনিশন ফায়ার করে। পাইলট ট্রিগার টানার পর শেল বেরুতে সময় লাগে এক সেকেন্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগ। একেই বলে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া। পাইলটের ব্রেন আর ট্রিগারে তার আঙুল, এই দুইয়ের মাঝখানে রিয়্যাকশন টাইম যেটুকু পাওয়া যাবে

সেটুকুই শুধু অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে কাজে লাগাতে পারবে ওরা। এর মানে হলো, গুলি লাগবেই, এটা ধরে নিয়ে পাল্টা ব্যবস্থা নিতে হবে রানাকে। এর কোনও বিকল্পও নেই। জায়গা কোথায় যে পালাবে?

পাল্টা ব্যবস্থা মানে পাইলটকে গুলি খাওয়াতে হবে। হয় পাইলটকে, নয়তো ফুয়েল ট্যাংককে।

'তোমার খবর বলো, মেপল্।' হঠাৎ জানতে চাইল রানা।

'কাঁপছি, রানা। ভয়ে মরে যাচ্ছি। প্লেনগুলো কি তা হলে আসবে না?'

সময়মত নয়, ভাবল রানা। ইতিমধ্যে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। পাইলট ওদেরকে অনেক আগেই খুন করে ফেলতে পারত। পারেনি, সেটা তার ব্যর্থতা। তবে ভাগ্য ওদেরকে বারবার সাহায্য করবে না।

'এখন আমার প্রতিটি নির্দেশ তোমাকে অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে। স্পীড ধরে রাখো ঘণ্টায় ত্রিশ মাইলে। যখন দেখবে জেট মাথার ওপর চলে এসেছে, গ্যাসে চাপ দিয়ে ডান দিকে বাঁক নেবে। তখন আমি চিৎকার করলেও তুমি শুনতে পাবে না, কাজেই তোমার কাজ হবে বুলেট-বৃষ্টির উল্টোদিকে ছোটা। এবার স্পীড আরও কমিয়ে, মাটি ছুঁয়ে আসবে পাইলট।'

ঘটলও ঠিক তাই। মাটি থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপরে থাকল জেট। দু'পা ফাঁক করে, শক্ত হয়ে দাঁড়াল রানা; মেশিন গান ঘোরাচ্ছে ধীরে ধীরে, লেলিয়ে দেয়া বুলেটের ঝাঁক উঠে যাচ্ছে আকাশে।

স্টারফাইটারের নাকের কাছে বুলেটগুলোকে নাচানাচি করতে দেখল রানা। ওদেরকে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দেয়ার জন্যে পাইলটও শেল ছুঁড়ছে, প্রতিটি শেল জীপটাকে এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দেয়ার ক্ষমতা রাখে। জেট ধাওয়া করছে, বন বন করে হুইল ঘুরিয়ে পাইলটকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে মরিয়া মেপল্। থ্রটল টেনে ধরে ট্রিগারটাকে আলিঙ্গন করল পাইলট। র‍্যাক থেকে দু'ফোঁটা অশ্রুর মত খসে পড়তে দেখল রানা বোমাগুলোকে। আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল সিলভিয়া। পতনরত সিলিন্ডারকে এড়াবার জন্যে বাঁক নিতে গেল মেপল্, ফলে পিছনের চাকা হড়কাতে শুরু করল।

পঞ্চাশ গজ দূরে পড়ল একটা বোমা, দ্বিতীয়টা প্রায় ওদের কোলের ওপর। যেন দানবীয় একটা শক্তি জীপটাকে সবেগে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। নীচে পড়ল কাত হয়ে, তোবড়ানো পুতুলের মত ছিটকে পড়ল ওরা, তারপরও ডিগবাজি খাচ্ছে জীপ। কীভাবে দাঁড়াতে পারছে বলতে পারবে না রানা, দৃষ্টিপথ লাল হয়ে উঠল। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের রক্ত মুছল ও। মেপল্ আর সিলভিয়া মাটির নীচে অর্ধেক চাপা পড়ে আছে। মেপলের কান থেকে রক্ত ঝরছে। দু'জনেই ওরা বেঁচে আছে, তবে বেশিক্ষণ টিকবে বলে মনে হয় না। মাটিতে বসে কতক্ষণ ঘোরের মধ্যে কাটিয়েছে রানার কোনও ধারণা নেই, দেখতে পেল শেষ আঘাতটা হানার জন্যে আবার ফিরে আসছে স্টারফাইটার।

জীপ লক্ষ্য করে ছুটল রানা। অনেকগুলো ডিগবাজি খেলেও; এখন সেটা চাকার ওপর দাঁড়িয়ে। উইন্ডশীল্ড বলে কিছু নেই, মেশিন গানটা দু'ভাজ হয়ে গেছে। হুইলের পিছনে উঠে চাবি ঘোরাল ও। দ্বিতীয় মোচড়ে স্টার্ট নিল এঞ্জিন

এক ফুটের মত এগিয়েছে, রানা বুঝতে পারল মারাত্মক কিছু একটা ঘটেছে।

জীপের সামনের একটা চাকা, ডান দিকেরটা, নেই।

তিন চাকার ওপর জীপ শুধু চক্কর খাবে। 'তাই বা মন্দ কী!' বিড় বিড় করল রানা।

ফাকা নীল আকাশে যান্ত্রিক একটা শকুনের মত লাগছে স্টারফাইটারকে। জীপ ছাড়ল রানা আবার, হুইলটা ডান দিকে ঘোরাচ্ছে। বাম দিকে হুইল ঘোরালে ওর বাহন নির্ঘাত উল্টে যাবে। জীপের পিছনে বাইশ এমএম শেল মাটি ছুঁড়ছে। প্রতিটি ঝাঁকের সঙ্গে জীপের সামনের ডান দিকটা শক্ত মাটি থেকে ছিটকে উঠে পড়ছে শূন্যে। এ যেন সত্যিকার একটা বুলফাইট শুরু হয়েছে তবে জীপটাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেরে ওর আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল।

স্টারফাইটার অত্যন্ত সফিসটিকেটেড প্লেন। অনেক পাইলটই এটা চালাতে সাহস করে না। পশ্চিম জার্মানীতে স্টারফাইটারকে বলা হয়, 'স্বামীখেকো'। মিসাইলের ধাঁচে তৈরি করা হয়েছে প্লেনটা; ফিউজিলাজ মোটাসোটা, ডানাগুলো খাটো ও তীক্ষ্ণ। কন্ট্রোল থেকে হাত সরিয়ে নিলে যে-কোনও প্লেন ডানার ওপর ভর করে গ্লাইড করবে। স্টারফাইটার গ্লাইড করবে না, ছেড়ে দেয়া ইঁটের মত খসে পড়বে। সেজন্যেই অত্যন্ত শক্তিশালী এঞ্জিন লাগানো হয়েছে। পাইলট সম্পর্কে ইতিমধ্যে রানার অভিজ্ঞতা হয়েছে, লোকটা যতটা ব্যগ্র ততটা অভিজ্ঞ নয়। এর কারণটাও পরিষ্কার। রানাকে আগেই বলা হয়েছে, লা পাইটাসরা অতি সম্প্রতি চিলিয়ান এয়ারফোর্সে অনুপ্রবেশ করেছে। এই পাইলট সম্ভবত প্রথম দলের সঙ্গে ভেতরে ঢুকেছে। একটা পিঁপড়ে মারার জন্যে দুনিয়ার সেরা হাতুড়ি রয়েছে লোকটার মুঠোয়, তবে তার হাতে পড়ায় হাতুড়িটা বুমেরাং হয়ে উঠতে পারে।

এক লাইনে গুলি করছে পাইলট, লাইনটাকে পার না হয়ে জীপ ঘুরিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে রানা, কামানটাকে গ্রাহ্য করছে না। অল্প সময়ের ব্যবধানে লক্ষ্যভেদে দু'বার সফল হলো পাইলট। জীপ লাফিয়ে উঠল। চেসিসের ভেতর দিগ্বিদিক ছুটোছুটি করল শেলগুলো, দু'একটা রানার ভেস্টে টোকা দিয়ে যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইল। নাক তুলে প্লেনটা যখন চলে যাচ্ছে, আফটার বার্নারের শুকনো তাপ অনুভব করল রানা।

চলে গিয়ে আবার ফিরে আসছে পাইলট। জীপের এঞ্জিন চালু রেখে তিন চাকার ওপর ওটাকে থামিয়ে রেখেছে রানা। ও নিশ্চিত, হারজিত যারই হোক, যুদ্ধটা এবারই শেষ হতে যাচ্ছে। সে-কথা পাইলটও জানে। দু'মাইল দূরে থাকতে থ্রটল পিছনে টানতে শুরু করল সে, সাইটে আটকাল রানাকে, স্পীড ধীরে ধীরে কমিয়ে এনে ঘণ্টায় দুশো পঞ্চাশ মাইলে স্থির রাখল।

একজন বুলফাইটার সত্যি দক্ষ কিনা বুঝতে হলে দেখতে হবে খেপা একটা ষাঁড়কে কত ধীরগতিতে নিজের চারধারে ঘোরাতে পারে সে। যত জোরে সম্ভব জীপটাকে ছোটাল রানা, লাফ দিয়ে দিয়ে ছোটার সময় মাটিতে গভীর গর্ত রেখে যাচ্ছে। আরেক ধরনের গর্ত ওর পিছু নিল, কামানের তৈরি ওর কবর। তারপর, লাইন অভ ফায়ারের ভেতর দিকে না থেকে, বড় একটা বৃত্ত তৈরি করে ছুটল

জীপ, পাইলটকে বাধ্য করল দিক বদলে ওকে অনুসরণ করতে। যতটা সম্ভব পাইলটকে সহজ টার্গেট পাইয়ে দিতে চেষ্টা করছে রানা। ওর পিছনে স্টারফাইটারের পাইলট থ্রটল টেনে আবার এঞ্জিনের স্পীড কমাল। একবার, তারপর আরেকবার। কামান নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল জীপকে। বিস্ফোরিত হলো আরেকটা টায়ার। জীপ এখনও চালাচ্ছে রানা। তারপর একটা শেল পাশ কাটাল ওর মাথাকে, বাতাস ছিনিয়ে নিয়ে গেল হুডটাকে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ঘন ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেল জীপ, এখনও ঘণ্টায় দশ মাইল ছুটছে। তারপর স্থির হয়ে গেল ওটা। হুইল ধরে বসে থাকল রানা। শুরু হলো অপেক্ষার পালা।

কামানটাও থেমে গেছে। মরুভূমির নীচে ও আকাশে ভৌতিক একটা নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে। এক কি দু'সেকেন্ড পর মাথার ওপর হাজির হলো স্টারফাইটার, শক্তিশালী এঞ্জিন শব্দ করছে না। ডানার চারপাশের বাতাস করুণ কান্নার সুর তুলল। মাথা নিচু করে জীপ থেকে নেমে পড়ল রানা, দু'হাতে মাথা ঢেকে রেখেছে।

ফ্লাইটের দীর্ঘ শেষ মুহূর্তে পাইলটের মনে কী চলছিল বলা মুশকিল। নিশ্চয়ই তার উপলব্ধি করার কথা যে মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছে সে। মিসাইল সদৃশ্য স্টারফাইটারকে আকাশে ধরে রাখার জন্যে দরকার ঘণ্টায় দুশো বিশ মাইল স্পীড। জীপকে অনুসরণ করতে গিয়ে স্পীড তারচেয়ে কমিয়ে ফেলা উচিত হয়নি তার। আফটার বার্নারের সুইচ অন করতেই গ্যাস ও ফুয়েলে আগুন ধরে গেছে। তার হাতে স্টারফাইটার একটা অস্ত্র ছিল, সেটা এখন কফিনে পরিণত হয়েছে। মাটির এত কাছে, ইজেক্ট করাও সম্ভব নয়।

স্টারফাইটার নিজেই একটা আগুনে বোমা হয়ে উঠল। এমন প্রচণ্ড বিস্ফোরণ আটাক্যামা মরুভূমি কখনও প্রত্যক্ষ করেছে বলে মনে হয় না। লাল-কালো একটা বল আকাশের হাজার ফুট ওপরে উঠে গেল। দ্বিতীয় বিস্ফোরণ নতুন আরেকটা অগ্নিগোলকের জন্ম দিল। মাটি থেকে ধীরে ধীরে সিধে হলো রানা, টলমল করতে করতে ক্যাম্পের দিকে হাঁটছে।

সাত

সান্টিয়াগোর মাপোচো স্টেশনে থামতে যাচ্ছে মিলিটারি ট্রেন। স্টেশনটা ভিক্টোরিয়া আমলে তৈরি, ক্যাটওয়াকে হেলমেট পরা সৈনিকরা টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। প্রথমে মনে হলো রুশ বাণিজ্যমন্ত্রীর জন্যে কড়া সিকিউরিটি ব্যবস্থা করা হয়েছে, তারপর রানা দৃঢ় ও ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল প্রেসিডেন্টকে।

ট্রেন থেকে নামলেন বেলায়েভ। হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসছেন চিলির বাণিজ্যমন্ত্রী, তাঁকে এড়িয়ে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে করমর্দন করলেন বেলায়েভ। প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন ওঁরা, পিছন থেকে মৃদু কণ্ঠে ডাকল

রানা, 'মি. প্রেসিডেন্ট, প্লীজ!'

ওকে দেখে নিঃশব্দে চোখ রাঙালেন বেলায়েভ, সেটা গ্রাহ্য না করে রানা এগোচ্ছে।

'হ্যালো, স্যার!' বলে বেলায়েভের হাত ছেড়ে প্রেসিডেন্ট রানার দিকে এক পা এগোলেন।

হ্যান্ডশেক করার সময় গলা আরও খাদে নামিয়ে রানা বলল, 'মি. প্রেসিডেন্ট, আপনার সঙ্গে নিভৃতে এক মিনিট কথা বলতে পারি?'

'ইয়েস, অফকোর্স।' চীফ প্রটোকল অফিসার ও বডিগার্ডদের ওপর চোখ বোলালেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর দৃষ্টি স্থির হলো বেলায়েভের ওপর। 'এক্সকিউজ আস, কমরেড ভ্লাদিমির,' বলে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এলেন, রানার হাতটা এখনও ছাড়েননি। স্টেশনের বাইরে এসে নিজের গাড়িতে চড়লেন।

রানা ওর বক্তব্য শেষ করতে এক মিনিটের বেশি সময় নেয়নি। কিন্তু পরিস্থিতির বর্ণনা ও প্রস্তাবের ব্যাখ্যা পাবার জন্যে আরও পনেরো মিনিট ওকে ধরে রাখলেন প্রেসিডেন্ট।

প্রেসিডেন্টের লিমাজিন থেকে হাসিমুখে নেমে এল রানা। প্ল্যাটফর্মে ঢোকার মুখে আবার ওর সঙ্গে মুখোমুখি হলেন বেলায়েভ। 'নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে আবার কোনও ষড়যন্ত্র চলছে!' হিসহিস করে বললেন তিনি। 'জানতে পারি, তাঁকে আপনি কী বললেন?'

'প্রেসিডেন্টকে? বললাম, আপনাকে যেন তিনি না মারেন,' কৌতুক করে বলা হলেও, কথাটার মধ্যে নির্মম সত্যতা আছে।

'আমার সঙ্গে ঠাট্টা করার ফল ভাল হবে না,' গজগজ করতে করতে চলে গেলেন বেলায়েভ।

ব্যুরোক্রাটরা স্টেশন ত্যাগ করার পর মেয়েগুলোকে একটা গাড়িতে তুলে দিল রানা। তারা চলে যাবার পর র‍্যাম্প বেয়ে ব্যাগেজ এরিয়ায় নামল নিজের ব্রিফকেস নেয়ার জন্যে। রেলওয়ের একজন অফিসার ওকে ডেকে সদ্য হাইড্রলিক লিফট থেকে নেমে আসা একটা কফিন দেখাল। রানা জানে, আটাক্যামায় নিহত বডিগার্ডের লাশ আছে ওটায়। অফিসার এমন একজনকে খুঁজছিল যে লাশটার দায়িত্ব বুঝে নিয়ে তাকে একটা রসিদ দেবে।

রানা বলল, 'ঠিক আছে, রসিদে আমিই সই করব।'

'কিন্তু আপনার পরিচয়, স্যার?'

'কেজিবি এজেন্ট, দেখে বুঝতে পারছেন না?'

রসিদে রানা নিজের নাম লিখল– সেগেই মাসুদ রানা। ঠিকানা, রাশিয়ান কনসুলেট, সান্টিয়াগো। যে লোক একটা হ্যান্ডগান দিয়ে স্টারফাইটার ফেলে দিতে চেষ্টা করেছিল, তার জন্যে এরচেয়ে কম আর কী করতে পারে রানা।

স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি নিতে যাবে, একটা লিমাজিন থামল সামনে। ইউনিফর্ম পরা শোফার নীচে নেমে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাল, বলল, 'স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গাড়িতে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

লিমাজিনে উঠে রানা দেখল, ওর কনট্যাক্ট সাবেক মেজর জেনারেল

হাসছেন। 'আসুন, আপনাকে একটা লিফট দিই, মি. রানা। কোথায় যাবেন বলুন। হোটেলে?'

'একজন ডাক্তারের চেম্বারে পৌঁছে দিলেই চলবে,' বলল রানা। 'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় ভালই হলো। বিষয়টা প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছি, আপনাকেও জানানো দরকার...'

সরকারী ডাক্তার বিব্রতকর কোনও প্রশ্ন করলেন না, সেলাই করে রানার ক্ষতগুলো মুড়ে দিলেন দক্ষ হাতে। স্টারফাইটারের একটা বুলেটও সরাসরি ওর নাগাল পায়নি, তবু আর্মারড ভেস্টটা প্রতি ইঞ্চি তুবড়ে গেছে, ওটার ফ্রেমওঅর্ক রানার বুকে অন্তত দশ-বারো জায়গায় ডেবে গেছে। ডাক্তার পরীক্ষা করে বললেন, 'এমন ভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়, একটা হাড়ও ভাঙেনি।'

ডাক্তারের চেম্বার থেকে বেরিয়ে শহরে কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করল রানা। দুপুরে একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে বিখ্যাত আর্জেন্টাইন স্টেক খেলো, সঙ্গে প্রচুর চিলিয়ান ওয়াইন– শেষটা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুসারে।

লেবু দেয়া কফি খাচ্ছে, পিছন থেকে ওর গলা জড়িয়ে ধরল কে যেন।

'মেপল্।'

গলা ছেড়ে সামনে চলে এল মেয়েটা, চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, 'কী করে বুঝলে?'

'আদর আবদার করতে পারে, এমন মেয়ে চিলিতে একমাত্র তোমাকেই পেয়েছি,' বলল রানা। 'তুমি ছাড়া আর কার সাহস হবে গলা জড়িয়ে ধরার? তোমার তো হোটেলে থাকার কথা, এখানে কী করছ?'

'আমার ধারণা, চিলিতে তোমার ডিউটি শেষ,' বলল মেপল্। 'ভাবলাম কথাটা আরেকবার মনে করিয়ে দিই। হোটেলে যাইনি আমি, গাড়ি থেকে নেমে স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা করছিলাম। তারপর একটা ট্যাক্সি নিয়ে মন্ত্রীর লিমাজিনকে অনুসরণ করি।'

রানা আর বলল না যে মেপলকে অনুসরণ করতে দেখেছে ও।

'কী কথা?' জিজ্ঞেস করল ও।

'কী কথা?' আহত দেখাল মেপলকে। 'এরইমধ্যে ভুলে গেলে? তুমি কথা দাওনি, আমাকে আর সিলভিয়াকে বদমাশটার হাত থেকে উদ্ধার করবে?'

'কথা দিইনি। বলেছি চেষ্টা করব,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার কাজ তো এখনও শেষ হয়নি, মেপল্।'

'সেক্ষেত্রে আমরা অপেক্ষা করব।'

'তোমরা আমার সঙ্গে না গেলেও পারো,' বলল রানা। 'মূল সমস্যা আসলে ভিসা। এখানকার ফ্রেঞ্চ কনসুলেটে আমার এক বন্ধু আছে, তাকে বললে সে হয়তো তোমাদেরকে ভিসা দিতে রাজি হবে।'

'ফ্রান্সের ভিসা?' চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এল মেপল্, লোকচক্ষুকে তোয়াক্কা না করে রানার কপালে চুমো খেলো কয়েকটা। 'প্লীজ, রানা, প্লীজ! তোমার প্রতি আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

ওয়েটারকে ডেকে মেপলের জন্যেও আর্জেন্টাইন স্টেক চাইল রানা।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সেই যে রানার হাত ধরল মেপল্, তা আর সন্ধের আগে পর্যন্ত ছাড়ল না। বিকেলে মোরগের লড়াই দেখল ওরা। একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে নাচল কিছুক্ষণ, গিটার বাজাল বুড়ো এক ইন্ডিয়ান। রাত আটটার দিকে হোটেলে ফিরে সরাসরি নিজের স্যুইটে চলে এল রানা, দরজায় দাঁড়িয়ে বিদায় জানাল মেপলকে।

হঠাৎ ছলছলে চোখে মেয়েটা জানতে চাইল, 'আমার অপরাধটা কী তা তো বলবে!'

'মানে? কে বলল যে তুমি অপরাধ করেছ?' রানা অবাক।

'তা হলে কেন এই শাস্তি?' ধরা গলায় প্রশ্ন করল মেপল্।

'শাস্তি?' রানা এবার হতভম্ব।

'নয়? কোনও অন্যায় না করলে একটা মেয়েকে কেউ এভাবে অপমান করে? সেই দুপুর থেকে তোমার মন জয় করার জন্যে কত কী-ই না করলাম। বলতে চাও, তুমি বুঝতে পারোনি? নাকি তুমি সত্যি আনাড়ী, একটা মেয়ে কী চায় বুঝতে অক্ষম?'

'কী চাও?' ঢোক গিলল রানা।

'কোনও মেয়ে যদি আত্মসমর্পণ করতে চায়, মুখ ফুটে কিছু বলা তার সাজে না, বোঝাতে হয় আচরণ দিয়ে,' বলল মেপল্, চোখ দুটো সত্যি সত্যি জলে ভরে উঠেছে। 'কী জানি, আমি হয়তো বোঝাতে পারিনি।'

দু'দিকে তাকিয়ে করিডরে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না রানা। নার্ভাস বোধ করছে ও। কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না।

'যাই হোক, এখন তো বুঝতে পারছ কী চাই আমি?' জিজ্ঞেস করল মেপল্। 'তারপরও আমাকে তুমি দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখবে?'

'না, মানে, সত্যি আমি দুঃখিত...'

'তুমি একটা পাষাণ। কোনও মেয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাইলে, পাষাণ ছাড়া কে তাকে বঞ্চিত করবে?' ঘুরে দাঁড়াল মেপল্, ফিরে যাচ্ছে।

এক পা এগিয়ে তার হাত ধরল রানা। 'কীসের কৃতজ্ঞতা, মেপল্?' টেনে ঘরে ঢোকাল, বন্ধ করে দিল দরজা। 'আমি যদি তোমার কোনও উপকার করিও, সেজন্যে আমার কিছু পাওনা হবে না। ভাল লাগার সঙ্গে লেনদেনের কোনও সম্পর্ক নেই...'

'বেশ, তা হলে ভাল লাগারই মর্যাদা দাও,' বলে রানার কাঁধে মাথা রাখল মেপল।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ইন্টারকম অন করল রানা, ইঙ্গিতে মেপলকে বসতে বলে রুম সার্ভিসকে দু'জনের জন্যে ডিনারের অর্ডার দিল।

দরজায় ঘন ঘন ঘুসির শব্দে ওদের ঘুম ভেঙে গেল। 'রানা, আমি সালিনা, দরজা খোলো।'

'এখন নয়, সালিনা, আমি ঘুমাচ্ছি।'

'কী আশ্চর্য! দরজা খোলো, জরুরী কথা আছে!'

'এখন আমি ব্যস্ত।'

'ঘুমোচ্ছ, আবার ব্যস্তও? ও, আচ্ছা, বুঝেছি,' সালিনার গলায় তিরস্কার। 'সেক্ষেত্রে, কালনাগিনীটা যেই হোক, তাড়াতাড়ি বিদায় করো। কমরেড বেলায়েভকে পাওয়া যাচ্ছে না।'

দম দেয়া পুতুলের মত একযোগে বিছানায় উঠে বসল মেপল্ ও রানা। গায়ে দ্রুত একটা চাদর জড়িয়ে দিয়ে মেপলকে বাথরুমে ঢুকিয়ে দিল রানা, তারপর কাপড় পরে দরজা খুলল।

বেডরুমে ঢুকে হুমকির সুরে সালিনা জানতে চাইল, 'কোথায় সে?'

'তার কথা বাদ দাও। এর মানে কী, বেলায়েভকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না?'

'মেপল্, নাকি সিলভিয়া? যেই হোক, ওকে আমি খুন করব।'

'এরইমধ্যে কমরেড বেলায়েভের কথা ভুলে গেলে? কী ঘটেছে?'

মাথা ঘুরিয়ে এখনও রানার শয্যাসঙ্গিনীকে খুঁজছে সালিনা, আলো লেগে চকচক করছে লালচে চুল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাজের কথায় ফিরতে হলো তাকে। কী ঘটেছে দীর্ঘ সময় নিয়ে বর্ণনা করল সে। সংক্ষেপে ব্যাপারটা হলো:

বেলায়েভ বরাতজোরে বেঁচে যাওয়ায় বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে একটা পার্টির আয়োজন করা হয়। পার্টিতে ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির বেশ কিছু ছাত্র উপস্থিত ছিল [illegible]গই তারা মেয়ে। বেলায়েভের চোখে তাদের সবাইকে খুব সুন্দরী বলে মনে হয়। কয়েকটা মেয়েকে হোটেলে দাওয়াত দেন তিনি। সালিনা তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে, এটা প্রটোকলের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তা ছাড়া, প্রথমে জানা দরকার ছাত্রীদের মধ্যে কেউ লা[illegible] সদস্য কিনা। বেলায়েভ যুক্তি দেখান, লা পাইটাস হলে ওদেরকে পার্টিতে ডাকা হত না। এরপর সালিনা তাঁর ওপর কড়া নজর রাখছে বুঝতে পেরে বেলায়েভ ইচ্ছা করে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যান। বডিগার্ডদের সঙ্গে নিয়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করে সালিনা, কিন্তু পায়নি। মন্ত্রণালয়ের বাইরে সৈনিকরা পাহারায় ছিল, তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করে জানা গেছে, বেলায়েভ একটা ট্যাক্সিতে চড়ে চলে গেছেন। তাঁর সঙ্গে দু'জন ছাত্রী ছিল।

রানা শার্টের বোতাম খুলছে।

সালিনা রাগ রাগ গলায় জিজ্ঞেস করল, 'শার্ট খুলছেন কেন? আপনি কিছু করবেন না?'

'দেখো, কেউ বলতে পারবে না আমি আমার দায়িত্ব পালন করিনি। তোমাদের এই বদ লোকটা গোটা চিলি চষে বেড়িয়েছেন, বহু কষ্টে আমি তাঁকে বাঁচিয়ে রেখেছি— অনেক ক্ষেত্রে নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়েও। সান্টিয়াগোয় তাঁকে আমি অক্ষত অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছি, তারপর তুলে দিয়েছি তোমাদের সিকিউরিটি অ্যাপারেটাসের হাতে। খুন হওয়ার এতই যদি শখ হয়ে থাকে তাঁর, সেটা তোমাদের মাথাব্যথা। আমার আর কিছু করার নেই।'

'চিলিতে কেজিবির যত এজেন্ট আছে, আমি নির্দেশ দিচ্ছি সবাই তোমার আন্ডারে কাজ করবে।'

'তোমাদের কাজের ধরন আমার জানা আছে। পাগলের মত রাস্তার এ-মাথা

থেকে ও-মাথা পর্যন্ত ছুটোছুটি করবে, কোথাও পৌঁছাবে না। আমি বাজি ধরে বলতে পারি, ট্যাক্সির সেই ড্রাইভারকে তোমরা খুঁজে পাওনি।'

'পাইনি, কিন্তু পাব।'

'তবে ততক্ষণে সাগরে হাঙরের খোরাক হয়ে যাবেন বেলায়েভ।'

স্যুইট থেকে বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল সালিনা। সঙ্গে সঙ্গে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল মেপল্। 'রানা, আমি ভেবেছিলাম রাতটা আমরা একসঙ্গে কাটাব। তুমি হোলস্টার পরছ কেন?'

কব্জিতে স্টিলেটোর খাপটা আটকাল রানা, তারপর প্র্যাকটিস করল– হাত ঝাঁকালেই ছুরিটা ওর তালুতে চলে আসছে।

'সালিনাকে বললে, তোমার কিছু করার নেই। তুমি কী মত পাল্টালে? এমন পাগল তো দেখিনি!'

'পাগল বলতে পারতে যদি গোটা কেজিবি বাহিনীকে পিছু নেয়ার অনুমতি দিতাম।' মেপলকে চুমো খেলো রানা। 'আমার জন্যে অপেক্ষা কোরো না।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে হাঁটছে রানা, ট্যাক্সি নিল বার্নাডো ও'হিগিন্স বুলেভার্ড-এ এসে, ড্রাইভারকে ঠিকানা দিল ওর কনট্যাক্ট-এর। বেলায়েভকে খুঁজতে বেরুবে কি বেরুবে না, এ-প্রশ্ন একবারও ওর মনে জাগেনি। সমস্যা হলো কেজিবিকে না জড়িয়ে কীভাবে কাজটা করা যায়। রেসকিউ অপারেশনের ব্যর্থ হবার কুখ্যাতি আছে ওদের, বন্দুকযুদ্ধ শুরু হলে লাশের স্তূপ বানিয়ে ফেলে, যে জিম্মিকে বাঁচাবার জন্যে এত কিছু সেই স্তূপের মধ্যে তাকেও পাওয়া যায়। বেলায়েভের প্রতি রানার ব্যক্তিগত অনুভূতি যা-ই হোক, যে-কোনও মূল্যে অভ্যুত্থান ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করতে হবে। এ-ব্যাপারে সালিনার কথাও ভাবতে হচ্ছে ওকে। বেলায়েভ মারা গেলে মস্কোয় ফেরার পর তাকেও বাঁচিয়ে রাখা হবে না।

নক করার আগেই ওর কনট্যাক্ট, সাবেক মেজর জেনারেল, দরজা খুলে দিলেন। তিনি নিজে দরজা খোলায় রানা যদি অবাক হয়ে থাকে, মুখ দেখে তা বোঝা গেল না।

মিনিস্টারকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। বয়স্ক লোক নার্ভাস হয়ে পড়লে চেপে রাখতে পারেন না। সময় এখন রাত প্রায় এগারোটা, এক ঘণ্টারও বেশি হলো বেলায়েভ নিখোঁজ হয়েছেন।

'আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি,' মিনিস্টার বললেন 'বেলায়েভ যদি নিজের দোষে বিপদে পড়ে থাকেন, আমি একটুও অবাক হব না। সত্যি কথা বলতে কী, লোকটা স্রেফ একটা গাড়ল।'

'আপনাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে বলুন।'

'আপনি সংকেত ভেঙে যে-সব লোকেশনের তালিকা দিয়েছেন, সব জায়গায় এখনও আমরা সৈন্য পাঠাতে পারিনি,' মিনিস্টার বললেন। 'তবে কিছু রিঙলীডারকে শনাক্ত করা গেছে, আজ রাত শেষ হবার আগেই তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। কিন্তু এখন যদি বেলায়েভ খুন হয়ে যান, লা পাইটাসদের ঠেকানো যাবে না, ক্যু হয়ে যাবে।'

'আজ রাতের মধ্যে প্রতিটি লোকেশনে সৈন্য পাঠানো সম্ভব নয়?'

'না, সম্ভব নয়। কারণটা আপনাকে আগেই জানিয়েছি। সেনাবাহিনীর সব সদস্যকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনার কোনও ধারণা আছে, উজবুকটা কোথায় থাকতে পারে?'

'এ প্রশ্ন তো আমার। কারা তাঁকে নিয়ে গেছে আপনি জানেন না?'

মিনিস্টার মাথা নাড়লেন। পার্টিতে ঢোকার জন্যে ভুয়া নাম-ঠিকানা ব্যবহার করেছে তারা– সেক্রেটারির ছেলে, জয়েন্ট-সেক্রেটারির মেয়ে, এইসব। কাজটা খুব চালাকির সঙ্গে করা হয়েছে। লা পাইটাস জানে মেয়েদের প্রতি বেলায়েভ দুর্বল, সেটাকেই কাজে লাগিয়েছে তারা। তা-ও একেবারে শেষ মুহূর্তে। পায়চারি শুরু করলেন তিনি। রানার মনে পড়ল, এই বেসমেন্টেই পোড়া কাগজের টুকরোগুলো এক করে সংকেতের পাঠোদ্ধারের কাজ করেছিল ও, তখনও মিনিস্টারকে এভাবে পায়চারি করতে দেখেছে।

'ঠিক আছে,' বলল রানা, 'লা পাইটাসরা বোকা নয়। বোকা নয় বলেই ধারণা করছি বেলায়েভকে এখনও তারা খুন করেনি। চালাক অ্যামেচারদের এটাই বৈশিষ্ট্য। ওদের সময়জ্ঞান বলতে কিছু নেই।'

'আপনি কি আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন?'

'আমি অভিযোগ করছি– বেলায়েভ যদি এরইমধ্যে খুন হয়ে থাকেন বা আজ রাতের মধ্যে খুন হন, ধরে নেব লা পাইটাস নয়, খুন করেছে চিলিয়ান কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স বা মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স। এই আশঙ্কা আমার মনে আগেই জেগেছে। তা যাতে না ঘটে, অর্থাৎ বেলায়েভ যাতে আপনাদের হাতে খুন না হন, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করে বিশেষ অনুরোধও করেছি আমি। বোঝাবার চেষ্টা করেছি বেলায়েভ খুন না হলে আপনাদের হারাবার কিছু নেই।'

মিনিস্টার মাথা নাড়লেন। 'প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, মি. রানা। তিনি সেরকম কোনও নির্দেশ দিতে পারেন না, দেনওনি। অতিথিকে আমরা খুন করব, এটা আপনি কীভাবে ভাবতে পারলেন!'

'অঙ্ক কষে।'

'আপনার হিসেবে ভুল আছে।'

'শুনে খুশি হলাম।'

'কিন্তু আমি তো খুশি হতে পারছি না, মি. রানা। বেলায়েভ এখন লা পাইটাসের হাতে। তারা তাঁকে খুন করবেই।'

'তা করার আগেই তাঁকে আমরা খুঁজে বের করব। তখন সব প্রশ্নেরই উত্তর পাওয়া যাবে।'

দশ মিনিট পর ট্যাক্সিতে ফিরে এল রানা, লা পাইটাস-এর পৃষ্ঠপোষক ও সমর্থকরা যে-সব জায়গায় আড্ডা দেয় তার একটা তালিকা রয়েছে পকেটে। তালিকার এক নম্বরের একটা ডিস্কো ক্লাব। এখানে মার্ক্সিস্ট নেতাদের বেয়াড়া ছেলেমেয়েরা ওয়েস্টার্ন অপ-সংস্কৃতি চর্চা করে। ভেতরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে রানা অনুভব করল, সবার দৃষ্টি অনুসরণ করছে ওকে। সরাসরি এসপ্রেসো মেশিনের সামনে চলে এল ও, কাউন্টারে দাঁড়ানো লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, 'একজন রাশিয়ানকে দেখেছ, সঙ্গে দু'জন মেয়ে ছিল?'

'না, সিনর, দুই মেয়ে নিয়ে কেউ আজ এখানে ঢোকেনি। আপনাকে কফি দেব?'

পরিবেশে শত্রুতার ভাব কফির চেয়ে ঘন। রানা বেরিয়ে আসছে, চেয়ার পিছনে ঠেলার আওয়াজ শুনতে পেল। ট্যাক্সি না নিয়ে এভিনিউ ধরে হাঁটছে ও, বাঁকের মুখে এসে হঠাৎ ঘুরে একটা দরজার আড়ালে গা ঢাকা দিল।

'চওড়া কাঁধ,' বয়সে তরুণ, ডিস্কো ক্লাব থেকে বেরিয়ে এদিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাকেটের ভেতর থেকে সীসার খাটো একটা রড বের করল সে, তারপর অ্যাভিনিউয়ের এদিকটায় তাকাল। কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর হাঁটতে শুরু করল, হাতের রড অপর হাতের তালুতে ঠুকছে। দরজাটাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, পাশ থেকে তার চোয়ালে প্রচণ্ড এক ঘুসি মারল রানা।

ছিটকে পড়ল তরুণ, হাতের রড রাস্তায়। জ্যাকেট ধরে দাঁড় করাল ওকে রানা, অপর হাতে রডটাও তুলল তারপর সেটা চেপে ধরল খোলা গলায়। 'কোথায় ওরা?' গলার ওপর চাপ একটু কমাল, তা না হলে কথা বলতে পারবে না।

'সিনর নিশ্চয়ই ভুল করছেন। আমি আপনাকে চিনি না। আপনার কথাও বুঝতে পারছি না।'

তাকে ঠেলে দেয়ালের ওপর ফেলল রানা, গলায় রডের চাপ থাকায় ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খাচ্ছে। 'আরেকবার মাত্র জিজ্ঞেস করব। কোথায় ওরা?'

'তুমি শালা একটা শুয়োর,' হঠাৎ খেপে উঠে খিস্তি শুরু করল রানার প্রতিপক্ষ। 'যা খুশি করো, আমি মুখ খুলছি না।'

'মিথ্যে সাহস দেখায়, এরকম বোকাই তো পছন্দ আমার,' বলল রানা। 'মুখ তুমি খুলবে, তবে দু'একটা হাড় ভাঙার পর।' ঘটলও ঠিক তাই, ডান হাতে দুটো আঙুল ভেঙে দিতে গড়গড় করে বলে গেল সব।

মেয়ে দুটোকে নিয়ে ডিস্কোয় এসেছিলেন বেলায়েভ, কিন্তু এখান থেকে একটা কাফেতে চলে গেছেন। এখানকার মতই, ওই কাফেতেও ছাত্র-ছাত্রীরা আড্ডা মারে। এ-ধরনের তথ্য সত্য কিনা যাচাই করার উপায় হলো তথ্যদাতাকে বলা, তুমিও আমার সঙ্গে যাচ্ছ, এবং যদি মিথ্যে কথা বলে থাকো, দুটো হাতই ভেঙে দেয়া হবে। একেও তাই বলল রানা।

'মেরির কসম, সিনর, আমি মিথ্যে কথা বলছি না!'

'ঠিক আছে, তোমাকে যেতে হবে না। তবে আমাকে যদি ফিরে আসতে হয়, ধরে নিয়ো পা দুটোও হারাতে হবে। ভাল কথা, তওবা করো, এ-ধরনের রড কখনও সঙ্গে রাখবে না। পায়ের ওপর ফেলে দিয়ে নিজেকে জখম করতে পারো।'

কাফেটায় রাজনীতির গন্ধ প্রকট। দেয়ালে দেয়ালে অ্যান্টি-আমেরিকান পোস্টার। লোকজন সব মোটাসোটা, টার্টলনেক পুলওভারের ভেতর কীভাবে ৩৮ রিভলভার লুকিয়ে রাখতে হয় জানে না। একদিকের দেয়ালে টেলিফোন দেখে রানা নিশ্চিত হলো, ওর আসার খবর আগেই পেয়ে গেছে তারা। কাউন্টারের দিকে এগোচ্ছে, আমেরিকান-বিদ্বেষী এক লোককে দেখল পুলওভারের ভেতর থেকে হাত বের করছে।

ঘুরল রানা, এক লাথি মেরে তার হাতের রিভলভার খসিয়ে ফেলল। যেমনটি আশা করেছিল, লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল লোকটা, ওর চোয়াল লক্ষ্য করে ঘুসি চালাল। লম্বা করা হাতটার নীচে দিয়ে হড়কে তার পিছনে চলে এল রানা, কাঁধের ধাক্কায় ঠেলে আনল পোস্টার সাঁটা দেয়ালের গায়ে। হাত ঝাঁকিয়ে স্টিলেটো নিল তালুতে, লোকটার গলায় ঠেকাল ধারাল ফলা। 'ইচ্ছে হলে তোমরা গুলি করতে পারো,' সবার উদ্দেশে বলল রানা। 'তোমরা যদি একে না মারো, আমি মারব।' স্টিলেটো গলায় ধরা থাকল, অপর হাত দিয়ে পকেট থেকে বের করে আনল একটা বোমা, গ্রেনেডের মতই দেখতে, তবে ডায়াল আছে।

'বিপ্লবের স্বার্থে প্রত্যেকে আমরা মারতে রাজি,' কাফের শেষ মাথা থেকে গলা চড়িয়ে বলল এক তরুণী।

'তাই? তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করো। কেননা, খেলাটা তার জীবন নিয়ে খেলছ তোমরা। জিজ্ঞেস করে দেখো সত্যি সে চায় কিনা তুমি তাকে গুলি করো।'

রানার হাতে বন্দী লোকটা কিছু বলছে না। কাফের ভেতরও নিস্তব্ধতা অটুট থাকল। আগেই লক্ষ করেছে রানা, বেশিরভাগ ছাত্র-ছাত্রীর বয়স ত্রিশের ওপরে। কিশোরসুলভ অপরাধ করে ক্ষমা পাবার যোগ্য নয় এরা।

হাতের বোমাটা টেবিলে রাখল রানা। 'এটা যে একটা টাইম বোমা, আশা করি তা বলে দিতে হবে না। টাইম সেট করা আছে, আর দু'মিনিট পর ফাটবে।'

'আমরা গুলি করব না,' বলল এক লোক, নিজের রিভলভার বের করে সাবধানে রাখল টেবিলের ওপর। 'গুলি করব না ঠিকই, কিন্তু আপনাকে আমরা কোনও তথ্যও দেব না।'

লোকটা থামতে আশপাশের আরও কয়েকজন লোক তাদের অস্ত্র বের করে টেবিলের ওপর রাখল। রানা উপলব্ধি করল, পরিস্থিতি নিজের অনুকূলে আনতে ব্যর্থ হয়েছে ও। এ এক ধরনের অচলাবস্থা।

'আপনি কে তা আমরা জানি, মি. রানা,' সেই লোকটাই বলল আবার, সবার মুখপাত্র হিসেবে। 'ওটা যদি সত্যি আসল বোমা হয়, ফাটলে আপনিও মারা যাবেন। তবে একথাও ঠিক যে আমাদের সামনে আপনি আমাদের একজন সঙ্গীকে টরচার করতে পারবেন না।' সমর্থনের আশায় চারদিকে চোখ বোলাল সে। 'সবচেয়ে ভাল হয়, বোমাটা নিয়ে এই মুহূর্তে আপনি যদি এখান থেকে বেরিয়ে যান।'

স্টিলেটোর ফলায় চাপ একটু বাড়াল রানা। বন্দীর গলা চিরে গেল, রক্তের ক্ষীণ একটা ধারা গড়িয়ে বুকে নামছে।

'বলিভার অ্যাপার্টমেন্ট,' চেঁচিয়ে উঠল এক ছাত্রী। 'ওরা তাকে ওখানেই ধরে নিয়ে গেছে...' কেউ একজন তার মুখে হাত চাপা দিল।

বন্দীকে ঢাল হিসেবে সামনে রেখে পিছু হটছে রানা, বেরিয়ে আসছে কাফে থেকে। 'বাইরে সৈনিকরা ওত পেতে আছে, কেউ বেরুলেই গুলি করবে,' বন্দীর কানে ফিসফিস করল ও। 'টেবিলে ওটা গ্যাস বোমা, তবে ওই গ্যাসে কেউ মরবে না, দশ মিনিটের জন্যে শুধু জ্ঞান হারাবে। গুলি খেয়ে মরতে চাও, নাকি গ্রেফতার হতে, সে সিদ্ধান্ত তোমাদের।' কোমরে একটা লাথি মেরে কাফের ভেতর দিকে

ফেলে দিল তাকে। লাফ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে বন্ধ করে দিল দরজা

সান্টিয়াগোর অভিজাত আবাসিক এলাকা ও ইউনিভার্সিটির মাঝখানে বলিভার অ্যাপার্টমেন্ট নিঃসঙ্গ একটা বিশতলা বিল্ডিং। বিল্ডিঙের বহিরাবরণে এত বেশি কাঁচ ব্যবহার করা হয়েছে, দিনের বেলা রোদ প্রতিফলিত হওয়ায় ওটার দিকে তাকানো যায় না। এমন কী বিরাট আকৃতির ঝুল-বারান্দাগুলোও কাঁচ দিয়ে ঢাকা। বিল্ডিঙের সামনে চওড়া রাস্তা, রাস্তার পাশে ঘেরা ফুল বাগান। গেটে দাঁড়িয়ে আছে নতুন ইউনিফর্ম পরা দারোয়ান। 'আপনি খুব বেশি রাত করে এলেন,' রানাকে বলল সে। 'কার সঙ্গে দেখা করতে চান, সিনর?'

রানা ভান করল মদ খেয়ে মাতাল হয়ে আছে। একটু দেরি করে জবাব দেয়ার সময় কথার সুরে আমেরিকান বাচনভঙ্গি ফুটিয়ে তুলল। 'রাত? আরে ধ্যাত, রাত তো সবে শুরু হলো! তা ছাড়া, তুমি কে হে যে এত কথা জিজ্ঞেস করো? আমাকে পার্টিতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে, তাই চলে এলাম। বলল, এখুনি চলে এসো।'

'কে বলল, সিনর?'

মিছিমিছি পকেট হাতড়াচ্ছে রানা। 'নামটা কোথাও লিখে রেখেছি। ধুঁস শালা, কোথায় রাখলাম! ও, হ্যাঁ, বলল সরাসরি পেন্টহাউসে চলে এসো।'

'আচ্ছা।' দারোয়ানের চেহারা একটু যেন নরম হলো। 'আজ রাতে সবাই ওখানেই জড়ো হয়েছেন। সন্দেহ নেই, এতক্ষণে পার্টি খুব জমে উঠেছে।' গার্ডরুমে ঢুকে ইন্টারকমের সুইচ টিপল সে। 'কী নাম বলব, সিনর?'

'ফার্নান্দেজ বললেই ওরা আমাকে চিনতে পারবে।'

স্প্যানিশ ভাষায় ইন্টারকমে কথা বলল দারোয়ান। প্রশ্ন ও পাল্টা প্রশ্ন বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল। অবশেষে রিসিভার নামিয়ে রেখে রানাকে বলল সে, 'সিনর, আপনি ঠিকই বলেছেন। ওঁরা সবাই আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এলিভেটরে উঠে বিশ নম্বরের বোতাম টিপবেন। গুডলাক, সিনর।'

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হবার পর উনিশ নম্বরে চাপ দিল রানা।

উনিশতলার হলওয়ে খালি ও নিস্তব্ধ, তবে ওপরতলা থেকে সামবা মিউজিকের শব্দ ভেসে আসছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। সিঁড়ির মাথায় থেমে দরজাটা সাবধানে খুলল।

এলিভেটরের সামনে দু'জন লোক, গলা লম্বা করে খালি এলিভেটরে কেউ আছে কিনা দেখছে। দু'জনের হাতই জ্যাকেটের ভেতর, যেন এইমাত্র কিছু রেখেছে ওখানে। নিজের জ্যাকেটের বোতাম খুলে হলে পা রাখল রানা, প্রয়োজনে ওয়ালথারটা বের করতে যাতে দেরি না হয়। পায়ের আওয়াজ পেয়ে চমকে উঠল লোকগুলো, একযোগে ঘুরে দাঁড়াল। দৃষ্টিতে খানিকটা তিরস্কার, খানিকটা সন্দেহ। তারপর দু'জনের একজন অভ্যর্থনা জানানোর ভঙ্গিতে হাত দুটো দু'দিকে মেলে দিল। 'মি. ফার্নান্দেজ! ভাবছিলাম আপনি বোধহয় আর এলেন না! প্রফেসর আর তাঁর ওয়াইফ কতবার যে আপনার কথা জিজ্ঞেস করছেন।'

রানা ধরে নিল, ওরা চায় না এই ফ্লোরে কোনও রকম হাঙ্গামা বা গোলাগুলি

হোক। তারমানে বেলায়েভ হয়তো এখনও নিঃশ্বাস ফেলছেন। 'আমি যখন এসে পড়েছি, আর কোনও চিন্তা নেই।' হেসে উঠল ও। 'দেখো না, পার্টি এবার কেমন জমে ওঠে। আমাকে শুধু পথটা দেখিয়ে দাও।'

লোকটা নিঃশব্দে হাসল। 'ওটাই তো আমাদের কাজ।'

রানাকে মাঝখানে নিয়ে হলের শেষ দরজায় চলে এল তারা। একজন বেল বাজাল। স্পাই-হোলে একটা চোখ দেখা গেল। তারপর চেইন খোলার আওয়াজ পেল রানা। দরজা খোলার পর ভেতরে ঢুকল ওরা।

এটা বেশ বড় একটা হলরুম। দু'পাশে বেশ কয়েকটা দরজা। নাক বরাবর সামনে সম্ভবত লিভিংরুম, মিউজিক ও লোকজনের গলা সেদিক থেকেই ভেসে আসছে। ওখানে, দরজার সামনে, বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে সিল্কের ঢোলা আলখেল্লা পরা এক মহিলা, তাতে ইনকা আমলের বিচিত্র নকশা। তার মাথায় খুব ঘন ও লম্বা চুল, কণ্ঠস্বর মার্জিত। কথা বলার সময় সোনালি সিগারেট হোল্ডারটা নাড়ল। 'ফার্নান্দেজ, ডিয়ার!' পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে উঁচু হলো, চুমো খেলো কপালে, এক হাতে গলাটা জড়িয়ে রেখেছে।

'দেরি হয়ে গেল, সেজন্যে দুঃখিত,' বিড়বিড় করল রানা।

'তাতে কী, ডিয়ার ম্যান। তুমি আসছ না দেখে এইমাত্র আমরা শুরু করেছি। তো, নিয়ম-রীতি সবই তো তুমি জানো। কাপড় ছাড়ার জন্যে সোজা মেইডের রুমে চলে যাও।'

ব্যাপারটা রানা বুঝল না। তারপর, লিভিংরুম থেকে ভেসে আসা যে-সব গলা পাচ্ছিল, তার একটা সশরীরে হলরুমের খোলা দরজার সামনে উদয় হওয়ায়, ধরতে পারল কী বলা হচ্ছে ওকে। স্বর্ণকেশী এক তরুণী, হাতে পানপাত্র নিয়ে খিলখিল করছে, পরনে একেবারেই কিছু নেই। 'হ্যাঁ, অবশ্যই,' বলল রানা। 'এখুনি বেরিয়ে আসছি।'

'তোমার কোনও সাহায্য লাগবে না, ডিয়ার?' মহিলা জানতে চাইল।

'ধন্যবাদ, একাই পারব।'

হলরুমের ডানদিকে মেইডের কামরা। টলতে টলতে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল রানা, লক্ষ করল কবাটে তালা দেয়ার ব্যবস্থা নেই। লোক এরা খুব ধূর্ত, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই বিল্ডিঙে বেলায়েভ থাকতে পারেন, আবার নাও থাকতে পারেন। পার্টি বা খেলায় যোগ না দিলে নিশ্চিতভাবে জানার কোনও উপায় নেই। আর খেলায় যোগ দেয়ার অন্যতম শর্ত, বিবস্ত্র হতে হবে। তারমানে রিভলভার, ছুরি আর বোমা রেখে যেতে হবে এখানে।

নিরস্ত্র অবস্থাটা মেনে নেয়া যায়, কিন্তু বিবস্ত্র হবার অসভ্যতা কীভাবে করে রানা। কাপড়চোপড় না ছেড়েই কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও। বেরুতেই যমদূতের মত দু'জন লোক ওর পথ আটকাল। কোনও কথা হলো না, রানাকে খানিক কাতুকুতু দিয়ে পিস্তল, ছুরি আর বোমা বের করে নিল তারা। ওগুলো ছাড়াই পার্টিতে যোগ দিল রানা।

এখানে যা চলছে তাকে পার্টি না বলে উন্মত্ত বেলেল্লাপনা বললেই হয়। বেলায়েভকে বোকা বানিয়ে ফাঁদে ফেলার মধ্যে বিস্মিত হবার কিছু নেই। কয়েক

জোড়া নরনারী দাঁড়িয়ে গল্প করছে, কিন্তু বেশিরভাগই দামী সব সোফা আর চেয়ারে বসে পরস্পরকে আদর করতে ব্যস্ত। বাতাস ভারী হয়ে আছে মারিজুয়ানার গন্ধে।

রানার হোস্টেস, আলখেল্লাবিহীন অবস্থায় আরও আকর্ষণীয়া, কার্পেটে শুয়ে থাকা একজোড়া তরুণ-তরুণীকে টপকে রানার হাতে একটা গ্লাস ধরিয়ে দিল, তাতে হোয়াইট রাম। 'আ টোস্ট টু ভিক্টরি, ডিয়ার!'

'ভিক্টরি ফর দা ম্যাসেস,' সাবধানে গ্লাসে চুমুক দিল রানা।

রানার বুকে আঙুল বোলাল সে, তাজা স্টিচ ছুঁলো। 'ফার্নান্দেজ, ইদানীং তুমি মারামারিও করো নাকি?'

'কিছুটা বখে গিয়েছিলাম। তুমি তো আমাকে চেনোই।'

'আজ রাতে আরও ভাল করে চিনতে চাই,' সুন্দরী মহিলা ভুরু নাচাল, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে একটা সোফার দিকে তাকাল। সোফাটায় একটা মেয়ে ও একটি ছেলে শুয়ে আছে, সামনে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলছে মধ্যবয়সী এক লোক। একহারা গড়ন, চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা, মাথার পিছনে গোল টাক। 'মুশকিল হলো, আমার স্বামী এত জেলাস ফিল করে যে এ-ধরনের পার্টিতে মজা করার কোনও সুযোগই আমি পাই না। সবাই চুটিয়ে ফুর্তি করে, আর তাই আমাকে দেখতে হয়।'

'হ্যাঁ, দেখতেই তো পাচ্ছি, আমোদ-ফুর্তিতে কেউ পিছিয়ে নেই,' বলে যেই রানা সোফার দিক থেকে চোখ ফেরাল অমনি ধরা পড়ে গেল মহিলা। এতক্ষণ ওকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করছিল সে।

ধরা পড়ে থতমত খেয়ে গেল মহিলা, অপ্রতিভ ভাবটা লুকাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বলল, 'তোমাকে আরেক গ্লাস রাম এনে দিই, ফার্নান্দেজ ডিয়ার।' দ্রুত পায়ে চলে গেল আরেকদিকে।

সে ফিরে আসার আগে আলোর তেজ কমিয়ে দেয়া হলো। দেয়ালের দিকে পিঠ, একটা চেয়ারে বসেছে রানা, চারদিকে চোখ বোলাচ্ছে 'আরও আছে, নাকি, শুধু এরাই?' মহিলার হাত থেকে গ্লাস নেয়ার সময় জিজ্ঞেস করল ও

এক তরুণী ওদের দিকে হেঁটে আসছে, ম্লান আলোয় রানা ভুলই দেখল কিনা– প্রতি পদক্ষেপে ব্রেসিয়ার থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে স্তন দুটো। এক লোক পিছন থেকে বোধহয় ল্যাং মারল, নরম কার্পেটে আছড়ে পড়ার আগে দু'হাতের ওপর ধরে ফেলল তাকে, তারপর শুরু হলো দু'জনের গড়াগড়ি আর হাসাহাসি।

'নাহ! কিছু লোক তো লজ্জা পায়ই,' জবাব দিল মহিলা। 'তারা বেডরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সত্যি করে বলো তো, ফার্নান্দেজ, তোমার কি মনে হয় আমার মধ্যে আকর্ষণীয় কিছু আছে?' ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে রানার ওপর বড় বেশি ঝুঁকে পড়ল সে।

'তুমি তো একটা ম্যাগনেট। কতবারই তো বলেছি

হাত বাড়িয়ে একটা টেবিল ল্যাম্প নিভিয়ে দিল মহিলা। লিভিংরুম পুরোপুরি অন্ধকার হয়ে গেল। 'তা হলে কে তোমাকে বাধা দিচ্ছে?' রানার কানে ফিসফিস

করল। 'এখন অন্ধকার। আমার স্বামী কিছুই দেখতে পাবে না।' ওর হাত ধরে নিজের দিকে টান দিল।

'ইয়ে, মানে, আমার লজ্জা একটু বেশি, এই আর কী।'

'তাই? তা হলে আমার বেডরুমে যেতে কে আমাদেরকে বাধা দেয়?' রানাকে দাঁড় করাল মহিলা, শুয়ে-বসে থাকা নরনারীর জঙ্গলকে পাশ কাটিয়ে লিভিংরুমের শেষপ্রান্তের একটা দরজা হয়ে বেরিয়ে এল সরু করিডরে। দরজা খোলার আওয়াজ পেল রানা। ঘুরে ওর ঠোঁটে ঠোঁট ছোঁয়াল সে, তারপর ছেড়ে দিয়ে আলো জ্বালল।

'ঠিক ওই শালা রাশিয়ানটার মতই,' পুরোদস্তুর কাপড় পরা এক লোক রানার দিকে তাকাল। লোকটা বিছানার পাশে আরও দু'জনকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তাদের হাতের রিভলভারও রানার দিকে ধরা।

সব মিলিয়ে পাঁচজন লোক, বাকি দু'জন দরজার দু'পাশে, তাদের হাতে একটা করে সাবমেশিন গান। ভ্লাদিমির বেলায়েভ কামরার এক কোণে কুঁকড়ে বসে আছেন, সম্পূর্ণ বিবস্ত্র, মুখটা টেপ দিয়ে বন্ধ করা।

'তোমার প্রশংসা করতে হয়, ফারিয়া,' রানার হোস্টেসকে বলল লীডার লোকটা। 'কোনও সমস্যা হয়নি তো?'

'না। তবে ওর লজ্জা বেশি হওয়ায় আমার জন্যে কাজটা সহজ হয়ে গেল

'এর মানে কী?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চুপ!' রানার দিকে হাতের অস্ত্রটা ঝাঁকাল লীডার, রাগে শক্ত হয়ে উঠল চোয়াল দুটো। 'তোমার কারণে সব ভণ্ডুল হয়ে যাচ্ছিল। কী সাহস, আজ রাতেও তুমি বিপ্লব বানচাল করতে চেয়েছ। আরে বোকা, একটা সুপার পাওয়ার যেখানে আমাদেরকে সাহায্য করছে, সেখানে কার এত ক্ষমতা যে তা ব্যর্থ করতে পারবে? আজ রাতে সাবেক কেজিবি কর্মকর্তার হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে সংকেত আসবে, তারই সঙ্গে জেগে উঠবে লা পাইটাস আর্মি। তুমি কি ভেবেছ এখানে একটা পার্টি হচ্ছে? এটা একটা উৎসব। তোমাকে আর বেলায়েভকে খুন করার সাড়ম্বর আয়োজন। হোটেল থেকে কখন তুমি রওনা হবে, তা-ও আমরা জানতাম সেই তখন থেকেই এখানে তোমার জন্যে ফাঁদ পেতে বসে আছি আমরা বেলায়েভ যেভাবে আমাদের ফাঁদে ধরা দিয়েছে, ঠিক সেভাবে তুমিও। বিব্রত লাগছে নাকি? দিগম্বরদের ভিড়ে একা কাপড় পরে দাঁড়িয়ে থাকতে?'

'ফারিয়া আমার লজ্জা কেড়ে নিয়েছে,' বলল রানা। 'যদি মন্তব্য করতে বলো, আমি বলব, পরিস্থিতি তোমাদের জন্যে সত্যি খুব খারাপ। ততটুকু খারাপ, তোমাদের কোনও ধারণা নেই।'

'আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে ভয় দেখাতে চাও?' তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বলল লীডার। 'না হে, ওতে কোনও কাজ হবে না। আমাদের কাজে বাধা দেয়, এমন ক্ষমতা সত্যি কারও নেই। তিনটে বিশাল দেশ এক হতে যাচ্ছে, এক হয়ে গোটা দক্ষিণ আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ করবে। যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয়ার খসড়া তৈরি করে রেখেছে, কাজেই রাশিয়া বা চীন হস্তক্ষেপ করার সাহস পাবে না ও, হাঁ, তোমার জন্যে একটা দুঃসংবাদ আছে, মাসুদ রানা।'

'আরও?'

'তার আগে জিজ্ঞেস করবে না, বেলায়েভকে কেন ট্রিগার হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত হলো? ওই শালা চর্বির ডিপোটা যখন কেজিবির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ছিল, কেজিবির হাতে সিআইএ তখন বড় বেশি মার খেয়েছে। কাজেই সিআইএ চীফ তার ওপর খুব রেগে ছিলেন। তারপর যখন তিনি শুনলেন ওই শালা চিলিতে সরকারী সফরে আসছে, রাগ মেটাবার একটা মওকা পেয়ে গেলেন, বললেন– ওকে খুন করাটাই হবে বিপ্লব শুরুর সংকেত।

'আর তোমার অপরাধ হলো, তিন দেশকে এক করার সিআইএ-র প্ল্যানটা ব্যর্থ করার জন্যে বেলায়েভকে তুমি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছ। সিআইএ-র তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, তোমাকে খুন করতে পারলে তিন মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। এই কামরায় আমরা ছ'জন আছি, টাকাটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেব।'

ত্রিশ লাখ ডলারের লোভ সামলানো সত্যি কঠিন। রানা আত্মরক্ষার সম্ভাব্য উপায় নিয়ে দ্রুত চিন্তা করছে। ওর সবচেয়ে কাছে রয়েছে লীডার লোকটা, তাকে সহ আরেকজনকে কাবু করা সম্ভব, কিন্তু তারপর তিনজন ঝাঁপিয়ে পড়বে ওর ওপর। না, এটা কোনও কৌশল নয়। দরজার দু'পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে লাল আর নীল শার্ট, দু'জনের হাতেই সাবমেশিন গান। লাল শার্টের ডান পায়ের পাতায় সাদা ব্যান্ডেজ। তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সাবমেশিন গানটা কেড়ে নেয়া সম্ভব। কিন্তু কেড়ে নেয়া এক কথা, তারপর ব্যারেল ঘুরিয়ে সবাইকে গুলি করা আরেক কথা। ব্যারেল ঘোরাবার সময় পাওয়া যাবে না, তার আগেই ওর খুলি উড়িয়ে দেয়া হবে

কামরায় অন্য কোনও অস্ত্র আছে কিনা খুঁজল রানা। প্রাচুর্যের মধ্যে বসবাস, এমন এক মহিলার বেডরুম এটা। দামী চেয়ার, কাপড় ভর্তি ক্লজিট, সুন্দর খাট, নাইট টেবিল, ব্যুরো, ভ্যানিটি টেবিলে ছড়িয়ে থাকা ক্রীম, এরোসল, হেয়ার স্প্রে, মেকআপ বক্স আর স্লীপিং পিল। না, এমন কিছু নেই যা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যায়। 'গুলির আওয়াজ মিউজিকের শব্দকে ছাপিয়ে উঠবে না? বিপ্লব শুরু হবার আগেই যদি পুলিস এসে পড়ে?'

'প্রয়োজন হলে গুলি করব, তবে আরও ভাল প্ল্যান আছে আমাদের।' এই প্রথম হাসল লীডার, ইঙ্গিতে ঝুল-বারান্দাটা দেখাল। 'দু'চার মিনিট পর পার্টিতে আসা দু'জন বিদেশী মাতাল অবস্থায় ওখানে মারামারি শুরু করবে। মারামারিটা কী নিয়ে হবে, তা-ও আমরা ভেবে রেখেছি। একটা মেয়েকে নিয়ে। দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, সামান্য একটা মেয়েকে নিয়ে গোলমাল বাধায় দু'জনকেই অকালে প্রাণ হারাতে হবে। কীভাবে? ধস্তাধস্তি করার সময় ঝুল-বারান্দা থেকে নীচে পড়ে যাবে তারা। তুমিই বলো, বিশতলা থেকে নীচে পড়লে কেউ বাঁচে? ঘটনাটা ঘটার পর আমরাই পুলিস ডাকব। সাক্ষী দিতে হবে না!'

ফারিয়া পথ ছেড়ে একপাশে সরে গেল। হ্যাঁচকা টান দিয়ে বেলায়েভকে সিধে করল একজন পাইটাস, দু'আঙুলে ধরে আরেক টানে খুলে নিল মুখে সাঁটা টেপ। ফোঁপাতে গিয়ে ফপ্-ফপ্-ফপ্-ফপ্ করে মুখ দিয়ে আওয়াজ ছাড়ছেন

বেলায়েভ, ছেড়ে দেয়া আলুর বস্তার মত পড়ে গেলেন মেঝেতে।

'শালাকে খাড়া করো,' নির্দেশ দিল লীডার।

'দু'জন পাইটাস আবার তাঁকে খাড়া করল, টেনে নিয়ে যাচ্ছে ঝুল-বারান্দার দিকে ওদিকের দরজা খোলা হলো। ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকল বেডরুমে, যেন ওদেরকে বিশতলার অন্ধকারে আহ্বান জানাচ্ছে। দূরে ইউনিভার্সিটির আলো দেখতে পেল রানা ওরা যখন ঝুল-বারান্দা থেকে খসে পড়বে, ইউনিভার্সিটিতে অপেক্ষারত পাইটাসদের জন্যে এদিক থেকে কি কোনও সঙ্কেত পাঠানো হবে?

বেলায়েভ খাটের একটা পায়া ধরে ফেলেছেন কার সাধ্য সেই পায়া থেকে তাঁর হাত ছাড়ায়। টানা-হ্যাঁচড়া করে কোনও লাভ হলো না, একজন পাইটাস রিভলভারের বাঁট দিয়ে তার আঙুলে বাড়ি মারল। থেঁতলে গেল দুটো আঙুল, দু'একটা হাড়ও বোধহয় ভাঙল। আর্তনাদ করে উঠে পায়াটা ছেড়ে দিলেন বেলায়েভ।

'তোমার প্রশংসা না করে পারছি না,' রানাকে বলল লীডার। 'মর্যাদা না হারিয়ে কীভাবে মরতে হয়, এটুকু অন্তত তুমি জানো '

'প্র্যাকটিস মেকস পারফেক্ট,' বলল রানা। 'বোঝাই যাচ্ছে, আমার আগে বেলায়েভকে নীচে ফেলা হবে। তো, যে-টুকু সময় আছে, আমি কি একটা সিগারেট খেতে পারি? বোঝোই তো, সিগারেটের নেশা!'

প্রস্তাবটা বিবেচনা করে দেখল লীডার, তারপর মাথা ঝাঁকাল। তারই সিগারেট আর দেশলাই ব্যবহার করবে রানা। বিপদ ঘটার কোনই ভয় নেই।

ইতিমধ্যে সিধে হয়ে দাঁড়িয়েছেন বেলায়েভ, উন্মাদের মত লাগছে তাঁকে, বোকার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। একজন পাইটাসের রিভলভার তাঁর পেটের উপচে পড়া চর্বির ভেতর সেঁধিয়ে গেছে।

'তাড়াতাড়ি!' রানাকে তাগাদা দিল লীডার।

'ধন্যবাদ, আমি নিজেই ধরাব।'

পেটে রিভলভারের ঠেলা খেয়ে ঝুল-বারান্দার দরজায় পৌঁছে গেছেন বেলায়েভ, ধীরে ধীরে পিছু হটে রেইলিঙের দিকে এগোচ্ছেন। রেইলিঙের ওপর ফ্রেমে আটকানো কাঁচের দেয়াল, ফ্রেমটা ওপরে তোলা রেইলিঙে পিঠ ঠেকার পর ঘাড় ফিরিয়ে নীচে তাকালেন তিনি। ফুটপাথে লোকজন হাঁটাচলা করছে, খুদে পুতুলের মত। তার চোখে পানি বেরিয়ে এল।

রানা দাঁড়িয়ে রয়েছে ভ্যানিটি টেবিলের পাশে, দোরগোড়া থেকে দূরে নয়। সিগারেটে কষে একটা টান দিল। 'আপনি সাবেক কেজিবি, বেলায়েভ,' বলল ও। 'সে-সময় আপনাকে ওয়াচডগ বলা হত। কাজেই ইঁদুরের মত আচরণ আপনাকে মানায় না।'

রানার কথা শুনে সবাই বেলায়েভের দিকে সহাস্যে তাকাল। সেই সঙ্গে নড়ে উঠল রানার হাত– খুব দ্রুত নয়, যেন স্বাভাবিক কৌতূহলবশত। ফারিয়ার ভ্যানিটি টেবিল থেকে এরোসল ক্যানটা মুঠোয় চলে এল। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে লাল শার্ট, রানার নড়ে ওঠার তাৎপর্য সে ধরতে পারেনি। কিন্তু লীডারের চোখে ফুটতে শুরু করল সতর্ক একটা ভাব। তার অস্ত্র ধরা হাত ঘুরে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে

খুলে যাচ্ছে মুখ এই সময় ক্যানের বোতামে চাপ দিল রানা, অপর হাতে ধরা জ্বলন্ত কাঠি সেটার সামনে।

ক্যান থেকে পাঁচ ফুট লম্বা একটা শিখা বেরুল, লীডারের শার্টের সামনেটা চাটছে। রানার আরও কাছে রয়েছে লাল শার্ট, শিখা ঘুরে গিয়ে তার গায়ে আগুন ধরিয়ে দিল ট্রিগারে পেঁচানো আঙুলে টান পড়ল, এক ঝাঁক বুলেট বৃষ্টি হলো ঘরের ভেতর। লোকটা যখন মেঝেতে পড়ল, তার চুলেও আগুন ধরে গেছে।

গুলির শব্দে দরজার আরেক পাশে বসে পড়েছিল নীল শার্ট আবার সিধে হতে যাচ্ছে দেখে বিছানার চাদরটা টেনে এনে তার গায়ে-মাথায় চাপিয়ে দিল রানা। চাদর মুড়ি দেয়া কাঠামো পরমুহূর্তে মশালের মত দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। চাদরের ভেতর থেকে আন্দাজে দু'চারটে গুলি করল লোকটা, তবে রানাকে লাগল না, বরং লাভ হলো এই যে বাকি পাইটাসরা কার্পেট ছেড়ে উঠল না। জ্বলন্ত চাদরটা গা থেকে সরাবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করল সে, কিন্তু তাতে ফল হলো উল্টো, আরও জড়িয়ে পড়ল। অগ্নিকুণ্ডের ভেতর থেকে রক্ত হিম করা আর্তনাদ বেরিয়ে আসছে। তারপর চাদেরের ভেতর সিধে হলো লোকটা, ছুটল, ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এসে ধাক্কা খেল রেইলিঙে, সেটা টপকে নেমে গেল সরাসরি বিশতলা নীচে

রানার হাতে প্রায় খালি হয়ে এসেছে ক্যানটা। এখনও দু'জন পাইটাসের হাতে অস্ত্র রয়েছে। কিন্তু লড়াই না করার সিদ্ধান্ত নিয়ে দরজার দিকে ছুটল তারা। একজনকে ল্যাং মেরে ফেলে দিল রানা, আরেকজনের মাথায় রিভলভারের ব্যারেল ঠুকল। ল্যাং খেয়ে পড়ে যাওয়া লোকটা রানার পা জড়িয়ে ধরে জীবন ভিক্ষা চাইছে। দুটো লাথি মেরে তাকে অজ্ঞান করল রানা।

'বেলায়েভ, চলুন কেটে পড়ি,' রুদ্ধশ্বাসে বলল রানা। 'আগুন, ধোঁয়া আর লাশ দেখে মানুষ বসে থাকবে না।'

'এত তাড়া কীসের?'

ঝট করে ঘুরল রানা। প্রশ্ন করেছে সুন্দরী ফারিয়া। তার হাতে একটা মেশিন গান, বাঁটটা নগ্ন তলপেটে ঠেকে আছে।

'এই মেশিন গানের প্রতিটি বুলেট তোমার বুকে খালি করা হবে,' হিসহিস করে বলল ফারিয়া, খাট ঘুরে রানার দিকে এগিয়ে আসছে। 'শেষ পর্যন্ত তোমারই পরাজয় হলো, রানা। আমি জিতলাম।' থামল সে, দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল।

তারপর তার লম্বা কালো চুল হঠাৎ করে লাল হয়ে গেল। মাথার আগুন ভুরুতেও নেমে এল। হাতের অস্ত্র ফেলে দিয়ে আর্তনাদ করছে। ছুটল যেন একটা মশাল, পিছনে পতাকার মত উড়ছে কমলা রঙের শিখা। দরজা খোলাই ছিল, বেরিয়ে গেল সে, মশালের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল অন্ধকার করিডর।

বেডরুমে, বেলায়েভের হাতে, ছোট হয়ে গেছে ক্যান থেকে বেরুনো শিখা, নিভে যাবার আগে দপ্ দপ্ করছে।

'আসুন, বেলায়েভ, এরপর আর পালাবার সময় পাওয়া যাবে না।' করিডরে বেরিয়ে এল রানা, ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে, কেউ দেখতে পেলে সেটাকে তিক্ত বলেই ধরে নিত

কোনও পার্টিতে একটা মেয়ে যদি মশালের মত জ্বলে, সারা শরীরে আগুন নিয়ে ছুটোছুটি করে, তার পরিণতি কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় অনেকে এমনকী কাপড় পরারও সময় পেল না, ভূতে পাওয়া মানুষের মত ছিটকে বেরিয়ে পড়ল পেন্টহাউস থেকে। বিবস্ত্র নারী-পুরুষ বাঁধ ভাঙা পানির মত সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে।

পেন্টহাউসের ভেতর পরিধেয় বস্ত্রের কোনও অভাব নেই, নিজেদের লজ্জা ঢাকতে রানার বা বেলায়েভের কোনও অসুবিধে হলো না। নীচে নেমে এসে রানা দেখল, নতুন ইউনিফর্ম পরা দারোয়ান একটা ছোটখাট ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে।

ভিড়টা তৈরি হয়েছে জ্বলন্ত একটা লাশকে ঘিরে।

বেলায়েভ আর রানা ছুটছে। খানিক দূরে এসে একটা ট্যাক্সি পেল ওরা।

এই প্রথম প্রাণ বাঁচানোর জন্যে রানাকে প্রকাশ্যে ধন্যবাদ দিলেন বেলায়েভ। কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করলেন। কিন্তু রানার ঠোঁটে সেই তিক্ত হাসির ভাবটুকু আবার ফুটে উঠল। পেন্টহাউসে দেখা দৃশ্যটা কী করে ভুলবে ও! সেই দৃশ্যে পরিষ্কার দেখা গেছে বেলায়েভের হাতে ধরা এরোসল ক্যানটা সরাসরি ওর দিকে তাক করা ছিল। তার ঠিক আগের মুহূর্তে বেলায়েভ ফারিয়ার গায়ে আগুন ধরিয়ে দেন।

সেই মুহূর্তে ক্যানটা খালি হয়ে না গেলে রানাও একটা জ্বলন্ত মশালে পরিণত হত।

হোটেলে ফিরে প্রথমেই রানা খবর নিল সালিনা কোথায়।

মেপ্‌ল বলল, 'সে সম্ভবত রাশিয়ান কনসুলেটে পরামর্শ করতে গেছে।'

তাকে একপাশে ডেকে এনে ফিসফিস করল রানা, 'সালিনা যদি ফিরে আসে, কোনও অবস্থাতেই তাকে বেলায়েভের স্যুইটে ঢুকতে দেবে না। সিলভিয়াকেও সঙ্গে রাখো, প্রয়োজন হলে রশি দিয়ে বেঁধে রাখবে তাকে। পারবে?'

'কাকে? সালিনাকে?' রানা মাথা ঝাঁকাতে একগাল হাসল মেপল্। 'পারব না মানে, খুব পারব। কিন্তু কেন?'

'আওয়াজ শুনেই বুঝতে পারবে কেন। আর বডিগার্ডরা?'

'তারা তো বেলায়েভকে সেই যে খুঁজতে গেছে, তারপর আর ফেরেনি।'

নিজের স্যুইটের দরজায় অপেক্ষা করছেন বেলায়েভ, রানাকে ডেকে বললেন, 'আপনি আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার দেনা-পাওনার হিসাবটা এখনও বাকি আছে।'

'হ্যাঁ, জানি,' বলে তাকে এক রকম ঠেলেই স্যুইটের ভেতর ঢুকে পড়ল রানা।

রানার পিছু নিয়ে বেলায়েভও ভেতরে ঢুকলেন। 'এর মানে কী?'

তার দিকে পিছন ফিরে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল রানা। ঘুরে বলল, 'আন আর্মড কমব্যাটে নিশ্চয়ই আপনার ট্রেনিং নেয়া আছে, তাই না? আসুন, শুরু করা যাক,' বলে দু'হাত মুঠো করে নাকের সামনে তুলল, মোহাম্মদ আলীর মত লাফাচ্ছে।

পাঁচ সেকেন্ড গম্ভীর হয়ে থাকলেন বেলায়েভ, রানা চ্যালেঞ্জ করে তাঁকে যেন খুব বিপদে ফেলে দিয়েছে। তারপর হঠাৎ এক লাফে পিছিয়ে গেলেন, হেসে উঠলেন গলা ছেড়ে।

অকস্মাৎ মোহাম্মদ আলীর নাচ থামিয়ে স্থির হয়ে গেল রানাও, কারণ দেখতে পেল ভোজবাজির মত বেলায়েভের হাতে চকচকে একটা পিস্তল বেরিয়ে এসেছে।

'তৈরি হয়ে আপনার খোঁজেই যাচ্ছিলাম, তার আগে নিজেই দণ্ড নিতে চলে এলেন?' রানার উরুসন্ধিতে পিস্তল তাক করলেন বেলায়েভ, যতটা সম্ভব লম্বা করে দিয়েছেন হাত। 'আল্লাহকে স্মরণ করুন, ব্রাদার। অবশ্য একটু পরই তার সাথে আপনার দেখা হচ্ছে...'

ঝাপসা আলোর একটা ঘূর্ণি মনে হলো, রানার আকস্মিক ক্ষিপ্রতা এতই প্রবল। ফ্লাইং কিকটা বেলায়েভ দেখতে পেলেন না, শুধু অনুভব করলেন পিস্তলটা হাত থেকে ছুটে গেছে। 'দুঃখিত,' বলল রানা। 'আমার সঙ্গে আপনি খালি হাতে লড়বেন।'

ঠোঁটের কোণ থেকে শুরু হয়ে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল হাসিটা, বেলায়েভ বৃষস্কন্ধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'কেউ যদি স্বেচ্ছায় ছাতু হতে চায়, আমার কী করার আছে?' তারপর হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় আনন্দে চকচক করে উঠল চোখ দুটো। 'ওহ্, ডিয়ার! উপরি পাওনা ত্রিশ লাখ ডলার! ইনফর্মারকে দিয়ে ক্লেইম করলে পুরস্কারের টাকাটা নিশ্চয়ই পাঠিয়ে দেবে সিআইএ, কী বলেন?'

রানা ভঙ্গি করল ঘুসি মারতে যাচ্ছে, কিন্তু মারল একটা ফ্লাইং কিক বেলায়েভের চিবুকে লাগল সেটা। ছিটকে একটা সোফায় পড়লেন, আঙুল দিয়ে টিপে পরীক্ষা করছেন থুতনির হাড় ভেঙেছে কিনা। রানা এগিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি সোফা ছেড়ে দাঁড়ালেন। এবার তিনিও বক্সারের ভঙ্গি নিলেন। 'ফ্রি স্টাইল?' হাসিটা আংশিক ফিরে এল মুখে। রানার নাক বরাবর ঘুসি চালালেন

ঝট করে তাঁর বিশাল ভুঁড়ির নীচে মাথা নামাল রানা সংযোগ ঘটেছে কি ঘটেনি, চোখের পলকে দেখা গেল বেলায়েভ কার্পেটের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছেন। 'এটা আইকিডোর একটা কৌশল, জুজিৎসুর ঠিক উল্টো। এর মূল কথা হলো, মারবে, কিন্তু মার খাবে না। আরেক অর্থে, সংযোগ এগিয়ে যাওয়া, সেই সঙ্গে শত্রুর শক্তি শত্রুর বিরুদ্ধেই কাজে লাগানো।'

সিধে হয়েই দৌড় দিলেন বেলায়েভ। তারপর ডাইভ দিয়ে খাট টপকালেন। ওদিকে একটা পর্দা ঢাকা জানালা আছে, পর্দার শেষাংশ কার্পেটে লুটাচ্ছে। ভেতরে হাত গলিয়ে কিছু একটা বের করছেন, তাঁর ঘাড়ের ওপর বাজপাখির মত দু'পা দিয়ে ল্যান্ড করল রানা।

কোঁৎ করে আওয়াজ বেরুল বেলায়েভের মুখ থেকে। তার হাতে একটা সাবমেশিন গান। লাথি মেরে সেটা খসাল রানা, চুল ধরে সিধে করল, ছেড়ে দিয়ে দমাদম ঘুসি মারল পাঁজরে আর ঘাড়ে, ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আগেই তো বলা হয়েছে, আন আর্মড কমব্যাট, মনে নেই?'

ঝুঁকে সাবমেশিন গানটা তুলল রানা, ম্যাগাজিন বের করে নিয়ে খালি অস্ত্রটা বাড়িয়ে দিল বেলায়েভের দিকে। পর্দা ধরে সিধে হতে যাচ্ছেন, সেটা ছিঁড়ে

যাওয়ায় পড়ে গেলেন, তারপর দেয়াল ধরে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন। 'নিন, হাতে একটা কিছু থাকুক। খালি হাতে আপনি আমার সঙ্গে পারছেন না।'

ব্যগ্র হাত বাড়িয়ে মেশিন গানটা নিলেন বেলায়েভ। দু'হাতে ধরে ঘোরাচ্ছেন, পিছিয়ে আসতে হলো রানাকে। পিছন দিকে লাফ দিল রানা, খাটে উঠে আরেক লাফে কার্পেটে নামল বেলায়েভও তাই করলেন, তবে ধাওয়া করার ভঙ্গিতে খাট থেকেই রানার মাথা লক্ষ্য করে অস্ত্রটা ঘোরালেন আবার। রানা ঝট করে বসেই বেলায়েভের পা ধরে টান দিল। খাটের ওপর ধপাস করে পড়লেন বেলায়েভ টেনে তাকে কার্পেটে নামাল রানা, তারপর এলোপাতাড়ি লাথি চালাল কয়েকটা– মুখে, নাকে, বুকে, নিতম্বে।

'এভাবে কেউ কাউকে মারে!' কেঁদে ফেললেন বেলায়েভ। 'ভুলে যাবেন না, রাশিয়া একটা সুপার পাওয়ার। আমি মারা গেলে রাশিয়া...'

'আপনি খুন হলে রাশিয়ার উপকার হবে, কেজিবি চিরকৃতজ্ঞ থাকবে... টেনে তাঁকে দাঁড় করাল রানা। ঘুসি খেলে সত্যি মারা যাবেন, কাজেই এখন শুধু চড়-থাপ্পড় চলতে পারে। বোমা না হলেও, প্রতিটি চড় পটকার মত আওয়াজ করছে ওই শব্দের সঙ্গে বাইরে থেকে ভেসে আসা মেয়েগুলোর হাসি মিশে গেল।

এক সময় আরও স্পষ্ট ভাষায় ক্ষমা প্রার্থনা করলেন বেলায়েভ। 'আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে, মিস্টার রানা, দয়া করে আর মারবেন না...'

'শুধু ক্ষমা চাইলে হবে না,' বলল রানা। 'বলতে হবে আমার ওপর এত রাগের কী কারণ। আমি কি নিজের অজান্তে কখনও আপনার কোনও ক্ষতি করেছি?'

রক্তাক্ত বেলায়েভ কাতরাচ্ছেন। নাক, পাঁজর, হাত, সব মিলিয়ে শরীরের অন্তত ছ'টা হাড় ভেঙে গেছে। কার্পেট থেকে মাথা তোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেন। এরকম কাহিল অবস্থা, তারপরও চোখ দুটো ঘৃণায় জ্বলে উঠতে দেখল রানা। বিড়বিড় করে বললেন, 'আপনি একজন পলকভনিককে খুন করেছেন।'

রুশ ভাষায় পলকভনিক মানে কর্নেল। 'মানে? আমি একজন রাশিয়ান কর্নেলকে খুন করেছি? অসম্ভব! কবে? কোথায়?'

'ও আমার স্ত্রীর ভাই ছিল। আইভান ইগোরোভিচ গরস্কি। আইভান খুন হওয়ায় আমার স্ত্রী শোকে পাগল হয়ে যান।'

একটু চিন্তা করতেই ঘটনাটা মনে পড়ল রানার। মস্কোর কাছে একটা সামরিক জীপ থেকে পালাতে যাচ্ছিল ও, জীপটা অ্যাক্সিডেন্ট করে, সেই অ্যাক্সিডেন্টে মারা যান কর্নেল গরস্কি। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর জন্যে রানা দায়ী নয়, ব্যাপারটা নেহাতই একটা দুর্ঘটনা ছিল। 'আপনি ভুল রিপোর্ট পেয়েছেন, বেলায়েভ। কর্নেল গরস্কি অত্যন্ত ভাল মানুষ ছিলেন, মারা গেছেন গাড়ি দুর্ঘটনায়। ভাল করে খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন, আমি তাঁকে খুন করিনি।'

রানার কথা শেষ হতে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়া হলো। বেলায়েভ যেন প্রবল জ্বরে

অগ্নিশপথ দ্রষ্টব্য

আক্রান্ত হয়েছেন; তাঁর চিবুক, গাল ও ঠোঁট কাঁপছে। চোখের ভাষা পড়া গেল, বারবার বদলে যাচ্ছে– প্রথম অবিশ্বাস ও বিস্ময়, তারপর অনুধাবন ও উপলব্ধি, সবশেষে দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা। তবে মুখ ফুটে কিছুই তাঁর বলা হলো না। কিছু বলতে চেষ্টা করায় ঠোঁট জোড়া আরও কাঁপতে থাকল, কোনও আওয়াজ বেরুল না, তারপর একপাশে কাত হয়ে গেল মাথাটা– জ্ঞান হারিয়েছেন।

পরদিন সকাল সাতটায় রেডিও চিলির নিয়মিত অনুষ্ঠান বন্ধ করে একটা বিশেষ ঘোষণা প্রচার করা হলো, 'আমরা অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে রুশ বাণিজ্যমন্ত্রী ভ্লাদিমির বেলায়েভ গুপ্ত ঘাতকের গুলি খেয়ে কাল রাতে নিহত হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট তাঁর শোকবাণীতে বলেছেন...'

এই ঘোষণার ঠিক দু'ঘণ্টা পর এক ঝাঁক হারকিউলিস কার্গো প্লেন থেকে চিলির বিভিন্ন এলাকায় বিপুল পরিমাণে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ড্রপ করা হলো। প্রতিটি লোকেশনে আগে থেকেই ওত পেতে ছিল সেনাবাহিনীর অনুগত সদস্যরা, হারকিউলিস থেকে ফেলা কার্গো সংগ্রহ করতে আসা লা পাইটাস সদস্যদেরকে গ্রেফতার করতে তাদের কোনও সমস্যাই হয়নি। বন্দীদের জেরা করে সান্টিয়াগো আর আন্টোফ্যাগাস্টার কয়েকটা গোপন আস্তানায় হানা দিল সৈনিকরা, ফলে আত্মগোপন করে থাকা রাজনৈতিক নেতাদেরও গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। রয়টার খবর দিল, পেরু আর বলিভিয়াতেও প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে...

পরদিন সকালে প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে সরাসরি এয়ারপোর্টে চলে এল রানা। টার্মিনাল ভবনে ওর জন্যে অপেক্ষা করছিল মেপল্ আর সিলভিয়া। ওকে দেখে ছুটে এল তারা

মেপল্ বলল, 'আর দশ মিনিট পর আমাদের ফ্লাইট। ভাবছিলাম তুমি বোধহয় আর এলে না।'

'আঁন্দ্রে আসেনি?' জিজ্ঞেস করল রানা। আঁন্দ্রে দে কার্ড ওর বন্ধু, ফ্রেঞ্চ কনসুলেট-এর ফার্স্ট সেক্রেটারি। রানা অনুরোধ করায় কোনও রকম ইতস্তত না করেই মেপল্ আর সিলভিয়াকে ভিসার ব্যবস্থা করে দিয়েছে সে।

'একটু আগেই তো ওনাকে দেখলাম,' বলল সিলভিয়া। 'আশপাশেই আছেন কোথাও।'

মেপল্ বলল, 'প্যারিসে যদি কোনওদিন আসো, খোঁজ নেবে তো আমরা কেমন থাকি না থাকি?'

পকেট থেকে রানা এজেন্সির প্যারিস শাখার একটা কার্ড বের করে মেপলের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'যদি কোনও বিপদে পড়ো বা সমস্যা হয়, এই কার্ড দেখিয়ে আমার কথা বলবে, কেমন?'

হাতঘড়ি দেখল সিলভিয়া।

রানা জিজ্ঞেস করল, 'তোমাদের ফ্লাইট কি ঘোষণা করা হয়েছে? কাউন্টারে রিপোর্ট করেছ তোমরা?'

মাথা ঝাঁকাল মেপল্। 'বিদায়, রানা। তুমি আমাদের দুই বান্ধবীকে নতুন জীবন দিয়েছ, এর বেশি কিছু বলতে চাই না।' তারপর ঝর ঝর করে কেঁদেই ফেলল।

সিলভিয়া জানতে চাইল, 'তোমার এত দেরি হলো কেন?'

মেপলের হাতে নিজের রুমালটা গুঁজে দিয়ে রানা বলল, রেখে দাও, ফেরত দিতে হবে না। দেরি হলো কেন? প্রেসিডেন্ট ছাড়ছিলেন না। তাঁর ভাষায়, চিলির সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পদক আমার যদি প্রাপ্য না হয়, তা হলে আর কারুরই তা প্রাপ্য হয় না। বোঝাতে অনেক সময় লাগল যে কারও কোনও পদক গ্রহণ করার অনুমতি আমার নেই।'

'বেলায়েভের খবর কী?' চোখ মুছে জানতে চাইল মেপল্।

'তাকে তো কাল রাতেই একটা সামরিক প্লেনে তুলে মস্কোয় পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে,' বলল রানা। 'প্লেনে কয়েকজন ডাক্তার আর নার্সও ছিল। অর্থাৎ সেবা-শুশ্রূষা ঠিকমতই পেয়েছেন।'

'কিন্তু সুস্থ হতে সম্ভবত দু'তিন মাস লেগে যাবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল সিলভিয়া।

'বেলায়েভের নিজের ধারণা, দু'হপ্তার মধ্যেই সেরে উঠবেন।'

ভুরু কোঁচকাল মেপল্। 'তুমি কীভাবে জানলে?'

'প্রেসিডেন্টকে একটা চিঠি দিয়ে গেছেন তিনি। নিজে তো লিখতে পারেননি, সালিনাকে দিয়ে লিখিয়েছেন। চিলির সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দাবি করেছেন তিনি, বলেছেন দু'হপ্তার মধ্যে ওটা নেয়ার জন্যে সান্টিয়াগোয় ফিরে আসবেন আবার।'

মেপল্ আর সিলভিয়া এমন হাসতে শুরু করল, রানা ধরে না ফেললে হয়তো পড়েই যেত।

***